১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২ শাওয়াল, ১৪৩৫ হিজরি | ৩১ ওফা, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১৪ ঈসাব্দ

"প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদ তখনই হবে যখন আমরা একে অন্যের খুশির উপকরণ
পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টায় রত থাকবো।
এ ঈদ শুধু ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়।
বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে
আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ।"

হুযূর (আই.)-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা পড়ুন ভিতরের পাতায়-

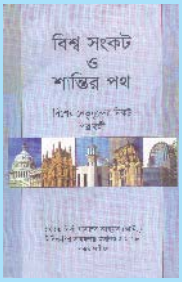

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

ঈদ হোক সবার জন্য মঙ্গলময় প্রশান্তি লাভ করুক মানবাত্মা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে পবিত্র রমযানের রহমত ও মাগফেরাতের দিনগুলো অতিবাহিত করে আমরা প্রবেশ করেছি নাজাতের দশকে। এরও কয়েকটি দিন ইতোমধ্যে পার করে দিয়েছি। আর ক'দিন পরই আমরা ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্।

এই শেষ দশকে মহান খোদা তা'লাকে লাভ করার বিশেষ একটি রাত আসে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, আর তা হলো লাইলাতুল ক্বদর। লাইলাতুল ক্বদর এমন একটি রাত যা সর্বপ্রকার প্রাচুর্যে ভরপুর। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট এ রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন এক বিজোড় রাত। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করার এ এক মহা সুযোগ, কেননা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও ক্ষমা লাভের পর এ দশকে রোযাদার আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়।

পবিত্র রমযান মাসে মহা ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে মুসলমানগণ রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতেকাফে বসেন, লাইলাতুল ক্বদর বা সৌভাগ্য রজনী পাওয়ার আশায়। এ বরকতময় রজনীতে সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে মু'তাকিফীন পার্থিব চিন্তা মুক্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে অবস্থান করে থাকেন।

আর বিগলিত চিত্তে মহান স্রষ্টার সমীপে মানবের এই আত্মসমর্পণ তাঁর কৃপাকে আরও উদ্বেলিত করে তুলে। রোযাদারের মিনতিভরা আকুতি ও ব্যকুল মিলনাকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে উর্ধ্বালোক থেকে তিনি (আল্লাহ্) নিম্নে অবতরণ করেন, বান্দার হৃদয়-কন্দরে। প্রশান্তি লাভ হয় সমর্পিত আত্মার। খোদা-মিলনে পরিতৃপ্ত হয় সে। জাগতিক বৈধ-চাহিদাগুলোর অসারতাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। প্রকৃত সুখ ও আনন্দের সন্ধান লাভ হয় তার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়-

খোদাই আমার বেহেশ্‌ত। খোদাতেই আমার পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁর দর্শন লাভ করেছি আর সর্বপ্রকার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি। পবিত্র রমযান শেষে নাযাতের দশকে এটাই হলো আসল প্রাপ্তি–এ কারণেই রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব।

আমরা, যারা যুগ-ইমাম'কে মান্য করে লাইলাতুল ক্বদর-এর ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করেছি, ঈদের এই আনন্দ উদযাপন আমাদের কাছে এক দাবী রাখে, আর তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় *"হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের স্মৃতিগোচর করবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব যাতে শুনবার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"*

উল্লেখিত এই আহ্বান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে চলছেন। তাই আমাদের উচিত, আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করার তাগিদপূর্ণ কুরআনী নির্দেশ পালনে আমরা যেন তৎপর থাকি। যেন ভুলে না যাই, ঈদফান্ডে আর্থিক কুরবানী পেশ করার কথা, আর সমাজের পশ্চাদপদ অংশের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব থেকেও যেন পিছিয়ে না পরি।

মহান খোদা তা'লার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, শেষ দশকে তিনি রোযাদার সবাইকে তাঁর নৈকট্যের স্বাদ চাখিয়ে তৃপ্ত করুন তৃষিত মানবাত্মাকে।

সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক

সূচিপত্র

৩১ জুলাই, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৮ মার্চ, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ অক্টোবর ২০০৭-এর **ঈদুল ফিতরের খুতবা**। ১৬

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ২৩

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ২৬
মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ

অবিস্মরণীয় নাম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৯
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ-সমৃদ্ধ প্রতিনিধিদলের প্রথম বাঙলা সফরের পটভূমি ৩১
ভাষান্তর: মওলানা জাফর আহমদ

হে যুবক! জাগ্রত হও, তোমার ডাকের অপেক্ষায় খোদা অপেক্ষমান ৩৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার ৩৫
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

ধর্মীয়-জ্ঞানে নারীদের বুৎপত্তি লাভ করা প্রয়োজন ৩৭
হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

শান্তিধাম কাদিয়ানের স্মৃতিময় পঁয়তাল্লিশ দিন ৪০
মুহাম্মদ আমীর হোসেন

নবীনদের পাতা- ৪৩
মোহাম্মদ সালা উদ্দীন ঢালী, মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ

পাঠক কলাম- "ঈদ শুধু আনন্দ নয় বরং ইবাদত" ৪৫
মিলা পাটোয়ারী, লাকী আহমদ, ফারহানা মাহমুদ তন্বী

সংবাদ ৪৮

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৫২

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৫৬

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ
یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে, যাতে তারা সঠিক পথ পায়।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য এবং এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তারা স্বভাবতই এ থেকে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' এ বাক্যাংশটির অর্থ এস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে,'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব 'আমার প্রতি ঈমান আনে' অর্থ, এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

হাদীস শরীফ

অহং ও হীনমন্যতা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রা'দ ঃ ১২)।

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বালা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বালা ইযা ক্বালার রসূলু হালাকান্‌নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল, বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে তার অর্থ হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

উন্নতির জন্য মানুষের মধ্যে সব উপাদান রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার-অহমিকায় ভোগে, আবার কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে, যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ-সাহসের সঞ্চার করতে হবে, তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে চেষ্টা না করে যদি বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে এটা অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে তারা নিরুৎসাহিত হবে, হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় আসলেন। পলায়ন করা ইসলামে হারাম, আর 'আমরা পলায়ন করেছি'- এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ, আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ-মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি– 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কাফেররা দাবীর সাথে বলেছে যে, এখন এই ধর্ম শিগ্‌গীরই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের এই সাক্ষ্য কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদের শোনানো হয়েছিল– ***ইউরিদুনা আই'ইউত্‌ফিউ' নূরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম্ ওয়া ইয়া' বাল্লাহু ইল্লা আই'ইউতিম্মা নূরাহু ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন*** [সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩২] অর্থাৎ এ লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কার ভরে নিজ মুখে বাগাড়ম্বরের সাথে প্রলাপ বকে যে–'এ ধর্ম কখনও সফল হবে না, এ ধর্ম আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে'। কিন্তু খোদা কক্ষনো এ ধর্ম বিনষ্ট হতে দেবেন না। যতক্ষণ না একে পূর্ণতা দান করছেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না ।

অপর এক আয়াতে তিনি বলেছেন, ***ওয়াআ'দাল্লাহুল্লাযিনা আমানু*** .....[সূরা তুন্ নূর ঃ ৫৬] অর্থাৎ খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর খলীফাদের সৃষ্টি করবেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, অর্থাৎ- যেভাবে মূসা (আ.) এর সিলসিলায় দীর্ঘকাল ধরে খলীফা ও বাদশাহ্ প্রেরণ করেছেন, তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও করবেন, আর তা নির্বাপিত হতে দিবেন না [জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০]

অতএব হে বন্ধুগণ! আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান যখন এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বেগাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতও দেখা আবশ্যক, কেননা এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়।

কারণ এটা স্থায়ী, যার চলমান ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ আমি না যাচ্ছি, সেই দ্বিতীয়-কুদরত আসতে পারে না। আর আমি যখন চলে যাবো, তোমাদের জন্য খোদা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন, যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেমনটা 'বারাহীনে আহমদীয়া'-য় খোদার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন– খোদা তা'লা বলেছেন ঃ

ম্যাঁয় ইস্ জামা'তকো জো তেরিঁ পেয়রু মেঁ কিয়ামত তক দুসরোঁ প্যর গালবাহ্ দুঙ্গা।

[অর্থাৎ 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো' – অনুবাদক]

সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসবে, যেন এর পর সেই দিন আসে, যা 'চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস'।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

জুমুআর খুতবা

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনাবলী

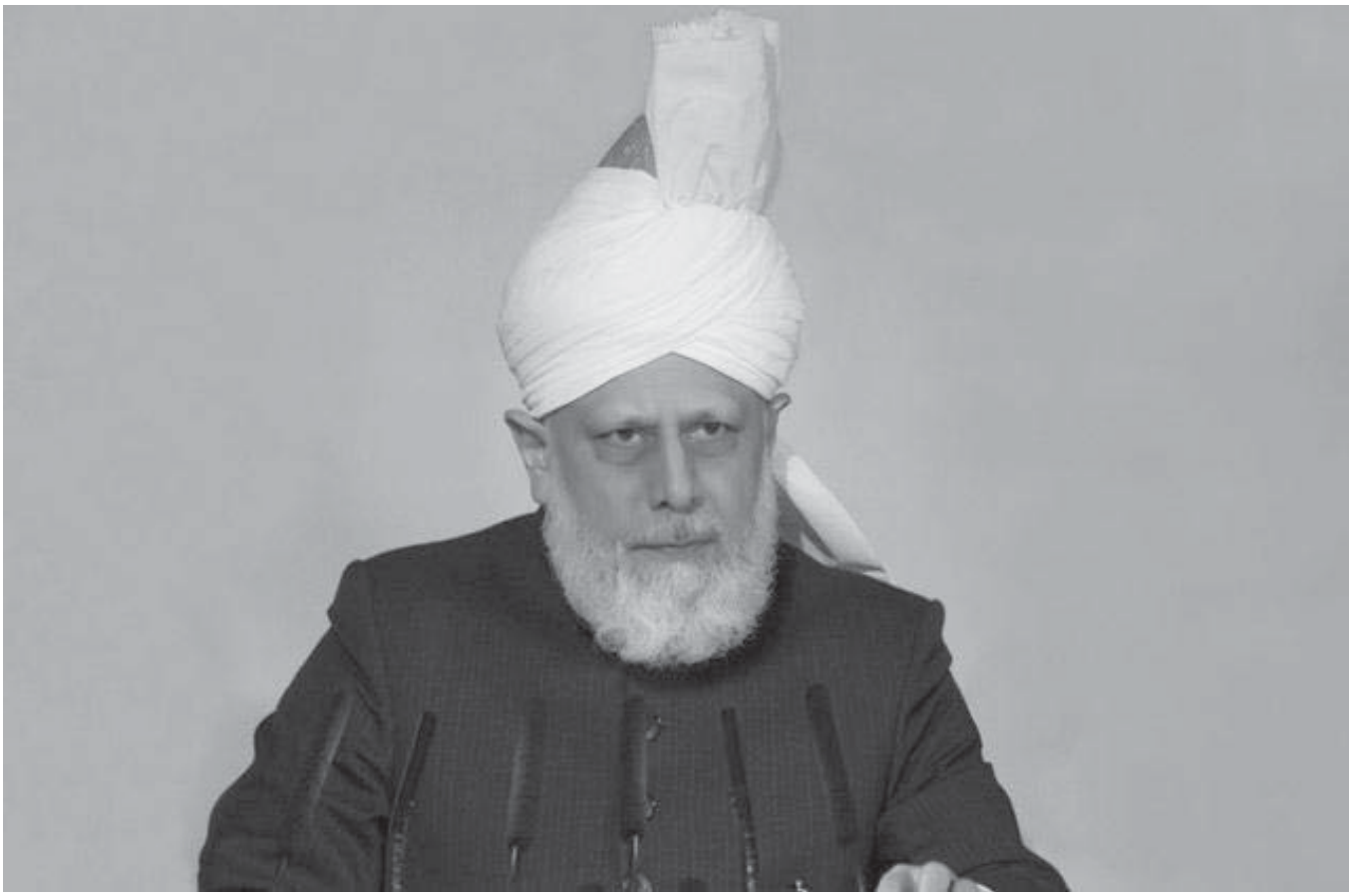

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৮ মার্চ, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ,তাউয,তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন, আজও আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নিদর্শনাবলী সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি ও কিছু বর্ণনা যা তিনি (আ.) স্বয়ং এবং কিছু লোকেরা বর্ণনা করেছেন, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

"আমার স্বপক্ষে তিনি যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা যদি আমি আজকের তারিখ অর্থাৎ (১৬/৭/১৯০৬) ১৬ই জুলাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এক এক করে গণনা করি তাহলে আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলতে পারবো যে তা তিন লক্ষ থেকেও বেশী হবে। আর কেউ যদি আমার কসমের ওপর বিশ্বাস না করে, তাহলে আমি তাকে প্রমাণ দিতে পারি। কিছু নিদর্শন এমন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা তার ওয়াদা অনুযায়ী আমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন আর কিছু নিদর্শন এমন যে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ওয়াদা

ঈদ মুবারক

অনুযায়ী আমার প্রয়োজনাদি ও চাহিদা পূরণ করেছেন। আর কিছু নিদর্শন এমন, যেখানে তিনি তার ওয়াদা "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা" অনুযায়ী আমার ওপর আক্রমনকারীদেকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেছেন। আর কিছু নিদর্শন এমন যে আমার ওপর দায়েরকৃত মামলা গুলোতে তিনি তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মামলাকরীদের বিরুদ্ধে আামাকে বিজয় দান করেছেন"।

আজও আমরা দেখতে পাই, এই যে ভবিষ্যদ্বাণী "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা"-এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান থেকে রিপোর্ট এসে থাকে, আফ্রিকা থেকেও ও অন্যান্য স্থান থেকেও যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কিভাবে লাঞ্চিত করে থাকেন। আর যদি কোন স্থানে মিথ্যা বলার পরেও তারা ধৃত না হয়, তাহলে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লার এই সাক্ষ্য "উমলি লাহুম ইন্না কায়দি মাতিন" সর্বদা স্বরণে রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ তারাও ধৃত হবে।

তিনি (আ.) বলেন " কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যা আমার আবির্ভাবের সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কেননা যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো আর অন্য কারো জন্য প্রকাশিত হয় নি। আর কিছু নিদর্শন এই যুগের অবস্থা দর্শনেই বোঝা যায়, কেননা এই যুগ কোন একজন ইমামের প্রয়োজন স্বীকার করে, আর কিছু নিদর্শন এমন যেগুলোতে বন্ধুদের ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল হয়েছে আর কিছু নির্দশন এমন যেগুলোতে দুষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার বদ্ দোয়া কাজে লেগেছে, আর কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যেগুলোতে কিছু ভয়ংকর রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়েছে আর তাদের আরোগ্য লাভের পূর্বেই আমাকে তার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যে আমার সত্যতার ব্যাপারে বিখ্যাত আওলিয়াগণ স্বপ্ন দেখেছেন এবং নবী করীম (সা.) কে তারা স্বপ্নে দেখেছেন। যেমন সাজ্জাদানশীন সাহেবুল ইল্‌ম সিন্ধু যার প্রায় এক লাখ মুরিদ ছিল এবং খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব চাচরাওয়ালা।

আর কিছু নিদর্শন এমন যে হাজার হাজার মানুষ কেবল এই জন্য আমার বয়াত করেছে যে তাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে আমি সত্য এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আর কিছু লোক একারণে আমার বয়আত করেছে যে তারা স্বপ্নে নবী করিম (সা.) কে দেখেছেন আর নবী করিম (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন পৃথিবী ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে, আর এই ব্যাক্তি খোদা তা'লার শেষ খলীফা ও মসীহ মাওউদ। আর কিছু নিদর্শন এমন যে আমার জন্মের পূর্বেই বা সাবালকত্ব লাভের পূর্বেই বিভিন্ন বুযুর্গ আমার নাম নিয়ে আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার খবর দিয়ে গেছেন, যেমন নিয়ামতুল্লাহ অলী এবং জামালপুর লুধিয়ানার অধিবাসী মিঞা গোলাপ শাহ।"

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১)

এরপর আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "কিন্তু এর পূর্বে আরেকটি ঘটনা যা সাহেবজাদা সিরাজুল হক নুমানী সাহেব, যিনি আহমদী ছিলেন, তার ভাই যিনি পীর ছিলেন, তাকে পত্র লিখলেন যে আমিতো 'কাশফে কবুর' করাতে পারি, মীর্যা সাহেব কি তা করাতে পারে? অর্থাৎ কাশফে কবুর বলতে বোঝায় যে মৃতদের অবস্থা জ্ঞাত করাতে পারি বা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাতে পারি"।

তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেন যে, 'কাশফে কবুর' বিষয়টি একটি অনর্থক বিষয়। যে ব্যাক্তি জীবিত খোদার সাথে কথপোকথন করে থাকে এবং তার তরতাজা ওহী তার উপর অবতীর্ণ হয় আর তার শুধূ হাজার নয় বরং লাখ লাখ প্রমাণ বিদ্যমান আছে তার কি প্রয়োজন রয়েছে যে সে মৃতদের সাথে কথপোকথন করবে আর মৃতদের অনুসন্ধান করবে! আর এই বিষয়ের প্রমাণ কি যে অমুক ব্যক্তি মৃতের সাথে কথা বলেছে। এখানে তো লক্ষ লক্ষ প্রমান বিদ্যমান।

এখানে যেসমস্ত চিঠি পত্র এসে থাকে এবং যেসমস্ত লোক এসে থাকে ও যেসমস্ত টাকা পয়সা এসে থাকে তার প্রতিটি খোদা তা'লার এক একটি শক্তিশালী নিদর্শন, কেননা বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- "ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক বা ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক্" আর একথা এমন সময় বলেছিলেন, যে সময় কেউই আমাকে চিনত না। আর এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী কত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হচ্ছে। এর কি কোন দৃষ্টান্ত আছে? সুতরাং আমাদের কি প্রয়োজন

"হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন- "আমার স্বপক্ষে তিনি যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা যদি আমি আজকের তারিখ অর্থাৎ (১৬/৭/১৯০৬) ১৬ই জুলাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এক এক করে গণনা করি তাহলে আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলতে পারবো যে, তা তিন লক্ষ থেকেও বেশী হবে"

আছে যে আমরা জীবিত খোদাকে বাদ দিয়ে মৃতদের অনুসন্ধান করব।"

এরপর তিনি বলেন যে, "দেখ তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন সমূহের সাথে বেয়াদবি করোনা এবং এগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করোনা। খোদা তা'লা এটিকে পছন্দ করেন না। এই তো সেদিনের কথা যে, লেখরাম খোদা তা'লার মহা মর্যাদাবান নিদর্শন অনুযায়ী মারা গেল, কোটি কোটি মানুষ এই ভবিষ্যদ্বাণীর স্বাক্ষী। লেখরাম স্বয়ং এটিকে প্রচার করেছিল। সে যেখানে যেত এটিকে বর্ণনা করত। সে ইসলামের সত্যতা যাচাই এর জন্য স্বয়ং এ নিদর্শন চেয়েছিল, আর এটিকে সত্য ও মিথ্যা ধর্মের পার্থক্য নিরূপনে একটি মানদন্ড স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরিশেষে সে নিজে ইসলাম ও আমার সত্যায়নে নিজের রক্ত দ্বারা স্বাক্ষ্য দিয়ে গেছে। এই নিদর্শনকে অস্বীকার করা এবং এর মুল্যায়ন না করা কেমন অবিচার এবং যুলুম! এরপর এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের অস্বীকার করাতো লেখরাম হওয়ারই নামন্তর, তাছাড়া আর কি?

আমার বড়ই আফসোস হয় যে, এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা এমন অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে নিদর্শন দেখিয়েছেন, জালালি এবং জামালী উভয় প্রকারেই নিদর্শন দেখানো হয়েছে। এরপরও এগুলোকে উচ্ছিষ্ট বস্তুর মতো ছুঁড়ে ফেলাতো খুবই দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধের শিকার হওয়ার কারণ। যারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনের পরোয়া করেনা তারা যেন একথা স্মরণ রাখে যে আল্লাহ্ তা'লাও তাদের পরোয়া করেন না। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে নিদর্শন প্রকাশিত হয় তা এমন হয় যে একজন জ্ঞানী খোদান্বেষণকারী ব্যক্তি তা সনাক্ত করে ফেলে আর তা থেকে উপকৃত হয় কিন্তু যারা বুদ্ধি খাটায় না এবং খোদা তা'লার ভয়কে দৃষ্টিপটে রেখে তার ওপর চিন্তা ভাবনা করেনা তারা বঞ্চিত থেকে যায়।

কারণ সে এমনটি চায় যে দুনিয়া দুনিয়াই না থাকুক আর ঈমানের সেই অবস্থা যা ঈমানের ভিতর রয়েছে, তা না থাকুক, এমনটি খোদা তা'লা কখনো করেন না। যদি এমনটি হতো, তাহলে ইহুদীদের কি প্রয়োজন ছিল যে তারা হযরত মসীহ্‌র অস্বীকার করে। এরপর মুসা (আ.) এর অস্বীকার কেন হয়েছিল? আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে নবী করীম (সা.) কে এত কষ্ট কেন সহ্য করতে হয়েছিল? এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নতের পরিপন্থী যে তিনি এমন নিদর্শন প্রকাশ করবেন যা দ্বারা ঈমান বিল গায়েব অথাৎ অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাসই উঠে যাবে। একজন অজ্ঞ মুর্খ এবং আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত সম্পর্কে গাফেল ব্যক্তি এই মোজেজাকে নিদর্শন বলতে পারে যা ঈমান বিল গায়েবের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু খোদা তা'লা এমনটি কখনো করেন না। আমাদের জামা'তের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কখনো কোন ঘাট্‌তি রাখেন নি। কোন ব্যক্তি কারো সামনে লজ্জিত হতে পারেন না। যত লোকই এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের কেউই এই কথা বলতে পারবে না যে আমি কোন নিদর্শন দেখিনি।

অর্থাৎ যারাই বয়আত করে এই জামা'তে শামিল হয়েছেন ঐ যুগে এবং এ যুগেও, তারা নিদর্শন দেখেই শামিল হচ্ছেন। আর যারা জন্মগত আহমদী, তাদেরও উচিৎ তাদের পূর্বপুরুষদের ইতহিাস পড়তে থাকা। এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পুস্তকসমূহও পড়তে থাকা উচিৎ আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক তৈরী করার ব্যাপারে মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিৎ।

তিনি বলেন যে, বারাহীনে আহমদীয়া পড় এবং এর ওপর চিন্তা ভাবনা কর। এই যুগের সকল সংবাদ এতে রয়েছে, বন্ধুদের সমন্ধেও এবং শত্রুদের সমন্ধেও। এখন এটা কি মানুষের শক্তির আওতাভূক্ত? যখন এই সিলসিলা যার নামও বিদ্ধমান ছিলনা আর আমি নিজেও জানতাম না যে আমার জীবনের মেয়াদ কতটুকু, তারপরেও এমন প্রতাপপূর্ণ সংবাদ দেয়া আর তা পূর্ণ হওয়া না একটি দু'টি নয় বরং প্রতিটি আহমদীর ঘরে এবং আর্য ও খ্রীষ্টানদের নিকট এবং সরকারের নিকটেও এই বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ রয়েছে আর যদি আল্লাহ্‌র ভয় এবং সত্যের অনুসন্ধান থেকে থাকে, তাহলে আমি বলছি যে, বারাহীনে আহমদীয়ার নিদর্শনের ওপরেই ফয়সালা করে ফেল।

দেখ যখন কেউ আমাকে জানতো না আর কেউ এখানে আসতোও না, একটি ব্যক্তিও আমার সাথে ছিলনা তখন এই জামা'ত সম্বন্ধে যা এখন বিদ্যমান আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী মনগড়া এবং মিথ্যা হতো তাহলে আজ এখানে এতবড় জামাত কেন বিদ্যমান? আর যে ব্যক্তিকে কাদিয়ানের বাহিরে কেউ চিনতো না আর যার সম্পর্কে বারাহীনে বলা হয়েছে যে "ফাহানা আন তাআনা ওয়া তুরাফু বায়নাননাস" অর্থাৎ সেই সময় এসে গেছে যখন তোমাকে সাহায্য করা হবে এবং তোমাকে মানুষের মাঝে পরিচিত করানো হবে। তিনি বলেন, আজকে সারা বিশ্বে, কেবলমাত্র হিন্দুস্থানেই নয় বরং আরব,সিরিয়া ও মিশর থেকে বেরিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী তা সনাক্ত করছে। এর কারণ কি? গত কয়েকদিন পূর্বে কাদিয়ান থেকে আরব দেশ সমূহের উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে, তা আরব বিশ্বকে প্রকম্পিত করে দিয়েছে।

যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী না হত তাহলে খোদা তা'লা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন মিথ্যাবাদীকে কেন সাহায্য করলেন? কেন তার জন্য এমন সব উপকরন সৃষ্টি করে দিলেন? এগুলো কি আমি নিজে নিজে তৈরী করেছি? আল্লাহ্ তা'লা যদি এভাবে কোন মিথ্যাবাদীকে সাহায্য করে থাকেন তাহলে সত্যবাদীদের মানদন্ড কি? তোমরা নিজেরাই তার উত্তর দাও। রমযান মাসের চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ কি আমার শক্তির আওতাভুক্ত ছিল যে আমি আমার সময়ে তা সংঘটিত করতে সক্ষম ছিলাম? আর যেভাবে নবী করীম (সা.) এটিকে সত্য মাহদীর নিদর্শন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন আর খোদা তা'লা তা আমার দাবীর সময়ে পূর্ণ করলেন, যদি আমি তার পক্ষ থেকে না হতাম তাহলে কি খোদা তা'লা স্বয়ং সারা পৃথিবীকে পথভ্রষ্ট করলেন? তাদের একথা চিন্তা করে উত্তর দিতে হবে যে আমার অ-স্বীকারের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতে নবী করীম (সা.) কে ও খোদা তা'লাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। এভাবেই এত সংখ্যক নিদর্শনাবলী রয়েছে যে তা দু চারটি নয়, বরং তা হাজার ও লাখের সংখ্যায়, তোমরা এর কোন্ কোন্‌টির অস্বীকার করবে?

বারাহীনে আহমদীয়ায় এটাও লিখাছিল যে, "ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্‌জিন আমিক" এখন তুমি নিজে এসে আরেকটি নিদর্শন

পূর্ণ করেছো। যদি তোমার আগমনের নিদর্শনকে অস্বীকার করে তা মিটিয়ে দিতে পার তাহলে তা মিটিয়ে দেখাও। আমি আবার বলছি যে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর অস্বীকার ভালো কথা নয়, এতে খোদা তা'লার ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। আমার হৃদয়ে যা কিছু ছিল তা আমি বলে দিয়েছি এখন মানা না মানা তোমার এখতিয়ার। আল্লাহতালা খুব ভালো জানেন যে আমি সত্যবাদী এবং তার পক্ষ থেকেই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি। (মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৫০-২৫২)

এই যে শেষ উদ্ধৃতিটি যে তুমি নিজে এসে একটি নিদর্শন পূর্ণ করেছ যা তিনি (আ.) বলেছেন, তা একজন নওমুসলিম সম্বন্ধে যে মুসলমানতো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার (আ.) এর কাছে এসে কোন নিদর্শন দেখানোর আবেদন করতে লাগল। এতে তিনি (আ.) তাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝালেন যে নিদর্শন কাকে বলে। তোমার আগমনই একটি নিদর্শন। আর আজকে তো আমরা আল্লাহ্ তা'লার ফজলে প্রতিটি দেশেই এসমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি।

এরপর রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের নিদর্শন রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন মালির কোটলার রইছ সর্দার নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেবের পুত্র আব্দুর রহিম খাঁন একটি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ছিল প্রচন্ড জ্বর ছিল বাঁচার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, এক প্রকার মৃত-প্রায় হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম। তখন আমার মনে হল যে এটি অটল তকদির। তখন আমি খোদা তা'লার নিকট নিবেদন করলাম যে হে ইলাহী আমি তার জন্য শাফায়াত করছি। এর উত্তরে খোদা তা'লা বললেন,"মানযাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বে ইযনিহি"। কার স্পর্ধা, যে সে খোদা তা'লার অনুমতি ব্যাতীত কারো জন্য শাফায়াত করতে পারে! তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই এই ইলহাম হল যে, "ইন্নাকা আনতাল মাযাজ"। অর্থাৎ তোমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হল। তখন আমি অনেক আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করতে শুরু করলাম। তখন খোদা তা'লা আমার দোয়া কবুল করলেন আর ছেলেটি যেন কবর থেকে বের হয়ে আসল আর তার স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগল। আর সে এতই দূর্বল হয়ে গিয়েছিল যে অনেকদিন পর সে তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেল এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে গেল। (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, ২২খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯)

এরপর মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার পুত্র বশীর আহমদ চোখের রোগে এমন অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল যে কোন ঔষধই কাজে আসছিল না আর অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশংকা ছিল। যখন রোগের আধিক্য চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখন আমি দোয়া করলাম। আমার ওপর তখন ইলহাম হল "বাররাকা তিফলী বাশির" অর্থাৎ আমার পুত্র বশির দেখতে লাগল। সেদিন বা পরের দিনেই সে আরোগ্য লাভ করল। এই ঘটনাও প্রায় একশ মানুষের জানা আছে। (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, ২২খন্ড, পৃষ্ঠা ২২০)

এরপর বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস হওয়ার নিদর্শনাবলীও রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে সিররুল খিলাফা পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় ৭১তম নিদর্শন যা আমি বর্ণনা করেছি তা এই রকম যে, বিরুদ্ধবাদীদের ওপর প্লেগ আসার জন্য অমি দোয়া করেছিলাম, অর্থাৎ এমন বিরুদ্ধবাদী যাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। এরপর আমার এই দোয়ায় অনেক বছর পর এই দেশে প্লেগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিল আর কিছু কঠোর বিরুদ্ধবাদী এই প্লেগে ধ্বংস হল। আর সেই দোয়া ছিল এমন– "ওয়া খুয রাব্বি মান আদাস্‌সিলাহা ওয়া মুফসিদান ওয়া নায্‌যিল আলাইহির রিজ্‌যা হাক্কান ওয়া দাম্মির" অর্থাৎ হে আমার খোদা! যে ব্যক্তি নেক কাজ এবং নেক রাস্তার শত্রু আর ফাসাদ সৃষ্টি করে তাকে ধৃত কর এবং তার ওপর প্লেগের আযাব নাযিল করে তাকে ধ্বংস কর।

এরপর দোয়া করেন যে, "ওয়া ফার্‌রিজ কুরুবী ইয়া কারিমী ওয়া লাজ্জিনি ওয়া মায্‌যিক খাসিমী ইয়া ইলাহী ওয়া আফ্‌ফির" অর্থাৎ এবং আমার উদ্বিগ্নতা দূর করে দাও আর আমাকে দূঃখ থেকে পরিত্রান দাও হে আমার করীম! এবং আমার শত্রুদেরকে টুকরো টুকরো করে দাও এবং মাটিতে মিশিয়ে দাও।

এরপর পুস্তক এজাজ-এ আহমদীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল যে, "ইযা মা গাযাবনা গাযাবাল্লাহু সায়েলান আলা মাআদিন

"হাজার হাজার মানুষ কেবল এই জন্য আমার বয়আত করেছে যে, তাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে আমি সত্য এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত"

ইউওয়াযযি ওয়া বিস্‌সুএ ইয়াজহাদু” যখন আমরা ক্রোধান্বিত হই তখন খোদা ঐ ব্যক্তির ওপর ক্রোধ বর্ষণ করেন, যে সীমাতিক্রম করে এবং প্রকাশ্য মন্দ কাজে লিপ্ত হয়।

ওয়া ইয়াতি যামানুন্ কাসেরুন কুল্লা যালেমিন্ ওয়া হাল ইয়ুহ্‌লাকান্নাল ইয়াওমা ইল্লালমুদাম্‌মারু - আর সেই যামানা আগত যে, প্রত্যেক অত্যাচারীকে টুকরো টুকরো করা হবে আর সে-ই ধ্বংস হবে, যে তার পাপের দরুণ ধ্বংস হবে।

ওয়া ইন্নি লা শার্‌রুন নাসা ইন লাম ইয়াকুল লাহুম জাআ ইহানাতিহিম সাহারুন ইউসাগ্‌গির- আর আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হব, যদি তাদের জন্য অপমানের পরিনামে অপমান না থাকে।

“কাযাল্লাহু ইন্নাত্‌তানা বিত্‌তানে বায়নানা ফাযালিকা তা-উনা আতাহুম লেইউবসিরু”। খোদা তা’লা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে তিরস্কারের পরিনামে তিরস্কার, সুতরাং এই প্লেগই তাদের পাকড়াও করবে।

“ওয়া লাম্মা তাগালফিসকুল মুবিদু বে সাইলিহি তামান্নাইতু লাও কানাল ওবাউল মুতাব্‌বিরু”। আর যখন ধ্বংসকারী ফাসাদ সীমাতিক্রম করল তখন আমি আকাংখা করলাম যে এখন ধ্বংসকারী প্লেগ প্রয়োজন।

আর এর পরে এই ইলহাম হল যে “এ্যায় বাসাখানা এ দুশমান কো তু বিরান কারদি” ফার্সি ইলহাম অর্থাৎ তুমি অনেক শত্রুর ঘর ধ্বংস করে দিয়েছ আর এটি আলহাকাম এবং আলবদরে ছাপানো হল আর উপোরোল্লিখিত দোয়া সমূহ যা শত্রুদের কঠোর যাতনার পরে করা হয়েছিল তা খোদা তা’লার দরবারে কবুল হল এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের আযাব তাদের ওপর আগুনের ন্যায় বর্ষিত হল আর সহস্র সহস্র বিরোধী যারা আমাকে অস্বীকার করেছে আর খারাপ ভাষায় আমার নাম নিয়েছে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু এই স্থানে আমি উপমা স্বরূপ কয়েকজন কঠোর বিরোধীর উল্লেখ করব। সর্বপ্রথম অমৃতসরের অধিবাসি মৌলবী রসুল বাবার উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পুস্তক রচনা করেছে আর অনেক কঠোর ভাষা ব্যবহার

“কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যা আমার আবির্ভাবের সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কেননা যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো আর অন্য কারো জন্য প্রকাশিত হয় নি। আর কিছু নিদর্শন এই যুগের অবস্থা দর্শনেই বোঝা যায়, কেননা এই যুগ কোন একজন ইমামের প্রয়োজন স্বীকার করে”

করেছে আর স্বল্প মেয়াদী এই জীবনকে ভালোবেসে মিথ্যা বলেছে। পরিশেষে খোদাতা’লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে প্লেগে ধ্বংস হয়েছে।

এরপর এক ব্যাক্তি যার নাম মুহাম্মদ বখ্‌স, সে বাটালার একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিল। সে আমার শত্রুতায় কোমর বেঁধে লাগল আর সেও প্লেগের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর জম্মু নিবাসী চেরাগদ্বীন নামি এক ব্যাক্তি অগ্রসর হল। সে নিজেকে রসুল হিসেবে দাবী করত আর সে আমার নাম দাজ্জাল রেখেছিল আর সে বলত যে হযরত ঈসা আমাকে স্বপ্নে একটি লাঠি দিয়েছে যেন আমি ঈসার লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে ধ্বংস করি। । এরপর সেও আমারএই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা তার জন্য বিশেষ ভাবে দাফেউল বালা পুস্তিকায় এবং মাইয়ারে আহলুল ইসতেফা তে আমি তার জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করেছিলাম সে অনুযায়ী ৪ এপ্রিল ১৯০৬ সালে তার দুজন ছেলে সহ প্লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঈসার সেই লাঠি কোথায় গেল, যা দিয়ে সে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? আর কোথায় গেল তার এই ইলহাম যে “ইন্নি লামিনাল মুরসালিন”।

আফসোস! অধিকাংশ লোক নিজের আত্মশুদ্ধির পূর্বেই নিজের হৃদয়ের কথাকেই ইলহাম আখ্যা দিয়ে থাকে। (অর্থাৎ নাফ্‌সকে পবিত্র করার পূর্বেই নিজেরা মনে করে থাকে যে আমরা অনেক পবিত্র হয়ে গেছি আর তাদের যে মনোবাসনা রয়েছে তাকেই ইলহাম মনে করতে শুরু করে) তিনি (আ.) বলেন যে এ কারণে পরিশেষে তাদের অনেক লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে মৃত্যু হয়। আর তারা ব্যতীত আরো অনেক লোক রয়েছে যারা অবমাননা ও কষ্ট প্রদানে সীমাতিক্রম করে ফেলেছিল, আর খোদা তা’লার শাস্তিকে ভয় পেতনা আর দিন রাত হাসি তামাশা ও গালি দেওয়াই তাদের কাজ ছিল, পরিশেষে তারাও প্লেগের শিকারে পরিনত হল। যেভাবে মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব আহমদী লাহোর থেকে লিখেন যে, আমার একজন চাচা ছিল যার নাম ছিল নূর আহমদ। সে ভারীচাটঠা মৌজা এবং হাফেজাবাদ তহশীলের অধিবাসী ছিল। সে একদিন আমাকে বলল যে মীর্যা সাহেব তার মসীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন নিদর্শন কেন দেখান না? তখন মাহবুব আলম সাহেব বললেন, তার নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে প্লেগ যা তার ভবিষ্যদ্বাণীর পরেই এসেছে আর যা দুনিয়াকে ধ্বংস করছে। তখন এই কথা শুনে সে বলে উঠল যে প্লেগ আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, বরং প্লেগ মীর্যা সাহেবকেই ধ্বংস করার জন্য এসেছে। আর তার প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে না বরং মীর্যা সাহেবের ওপরেই পড়বে। আর এই কথাবার্তার মাধ্যমে আলোচনা শেষ হল। এরপর মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব বলেন যে যখন আমি লাহোর পৌঁছালাম তার এক সপ্তাহ পরে আমি খবর পেলাম যে চাচা নূর আহমদ সাহেব প্লেগে মারা গেছেন।আর সেই গ্রামের অনেক লোকই এই আলোচনার স্বাক্ষী ছিল আর এটি এমন ঘটনা যে তা লুক্কায়িত থাকতে পারে না।

এরপর মিঞা মীরাজুদ্দীন সাহেব লাহোর থেকে লিখেন যে মৌলবী যয়নুল আবেদীন, যে মৌলবী ফাযেল এবং মুন্সী ফাযেল পাশ

ছিল আর মৌলবী গোলাম রসুল কিলআহ্ ওয়ালার আত্মীয় ছিল আর ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল এবং আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলাম লাহোরের একজন শিক্ষক ছিল। সে হুযূরের সত্যতা সম্বন্ধে মৌলবী মুহাম্মদ আলী শিয়ালকোটির সাথে কাশ্মিরী বাজারের এক দোকানে দাঁড়িয়ে মোবাহেলা করে। এরপর কিছুদিন পরেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আর কেবল সে-ই নয়, বরং তার স্ত্রীও প্লেগে মারা যায়। আর তার জামাতা, যে মহকুমার একাউন্ট্যান্ট জেনারেল পদে চাকুরি করত, সে-ও প্লেগে মারা যায়। এভাবে তার ঘরের সতেরো জন লোক মুবাহেলার পর প্লেগে ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এটিতো অদ্ভুত ব্যাপার যে তাদের দৃষ্টিতে আমাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল সাব্যস্ত করা হয় অথচ মুবাহেলার সময় তারাই মারা পরে। তাহলে নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'লারও কি কোন ভুল হয়ে থাকে? এমন নেক ব্যক্তিদের ওপর কেন এই ঐশী আযাব অবতীর্ণ হয়, যার মধ্যে মৃত্যু, অপমান ও লাঞ্ছনা নিহিত থাকে?

এরপর তিনি(আ.)বলেন- মিঞা মীরাজ দীন সাহেব লিখেন যে লাহোরে করীম বখ্‌স নামী একজন ঠিকাদার ছিল। সে হুযূরের ব্যাপারে অনেক বেয়াদবি ও বেপোরোয়া আচরণ করত এবং প্রায়ই এমনটি করতে থাকত। আমি অনেকবার তাকে বোঝানোর পরেও সে তা থেকে বিরত হল না। পরিশেষে যুবক বয়সেই সে মৃত্যুর শিকারে পরিনত হল।

এরপর তিনি (আ.) বলেন যে সৈয়দ হামেদ শাহ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেন যে হাফেজ সুলতান শিয়ালকোটি হুযূরের ঘোরতর শত্রু ছিল। এ সেই ব্যক্তি, যে চেয়েছিল যে হুযুরের গাড়ী যখন শিয়ালকোটের ওপর দিয়ে যাবে তখন সে তার (আ.) এর ওপরে ছাই নিক্ষেপ করবে। পরিশেষে সে কঠিন প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৬ সালে ধ্বংস হয়ে গেল আর তার ঘরের ৯ বা ১০জন ব্যক্তিও প্লেগে মারা পড়ল।

এভাবে শিয়ালকোটে সবার একথা জানা আছে যে হাকীম মুহাম্মদ শাফী যে বয়াত করার পর মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল, আর যে মাদরাসাতুল কুরআনের ভিত্তি রেখেছিল, সে-ও তার (আ.) কঠোর-বিরোধী ছিল। এই দুর্ভাগা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারল না, আর শিয়ালকোটের লোহারা মহল্লার লোকদের সাথে, যারা খুবই বিরোধী ছিল শামিল হয়ে গেল। পরিশেষে সে-ও প্লেগের শীকার হল এবং তার স্ত্রী, মাতা, ভাই সবাই একের পর এক প্লেগে মারা পড়ল। আর তার মাদ্রাসা, যাতে লোকেরা সাহায্য পাঠাতো, তাও ধ্বংস হয়ে গেল।

এরপর তিনি বলেন যে, এভবেই মীর্যা সর্দার বেগ শিয়ালকোটি যে তার ঘৃন্য-ভাষা ও হাসি-তামাশায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল, আর সকল প্রকার দুষ্টামি হাসি ঠাট্টা তার কর্মকান্ড ছিল সে সকল কথাই তিরস্কারের সুরে বলত, সেও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, আর এতদিন সে জামা'তে আহমদীয়ার এক সদস্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে বলছিল যে কেন শুধু শুধু প্লেগের কথা বল, আমাদের যখন প্লেগ হবে তখন দেখা যাবে। এর দু'দিন পরেই সে প্লেগে মারা গেল। (হাকীকাতুল ওহী)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন আমাকে এজন্য প্রেরন করা হয়েছে যেন আমি আঁ হযরত (সা.) এর হারানো মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি এবং কোরআন করীমের সত্যতা পৃথিবী বাসিকে দেখাই, আর এ সমস্ত কাজ চলছে কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা তা দেখতে পারছে না, অথচ এখন এ সিলসিলা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে গেছে আর এর নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে

ঈদ মুবারক

এত সংখ্যক লোক স্বাক্ষী রয়েছে যে যদি তাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত পরিমাণে হবে যে এই ভূপৃষ্ঠে কোন বাদশাহ্‌র সৈন্য সংখ্যাও এত পরিমাণে নেই। (মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯)

এরপর তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, খোদা তা'লা আমাকে সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন, আর আমার হাতে সেই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যে যদি এই সমস্ত নিদর্শন সম্বন্ধে ঐ সকল ব্যাক্তিবর্গ যাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি রয়েছে এবং যারা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে তারা এগুলোদ্বারা খুবই ভালোভাবে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে। এ সমস্ত নিদর্শন কেবল একটি দুটি নয়, বরং হাজার হাজার। যার মধ্য থেকে কিছু আমি আমার পুস্তক 'হাকীকাতুল ওহী'তে লিখেছি। যখন হিজরী এয়োদশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেছে, তখন খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দির শিরোভাগে তার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। আর আদম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত নবী অতিবাহিত হয়েছেন, সবার নাম আমার নামে অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছেন, আর আমার সর্বশেষ নাম ঈসা মাওউদ এবং আহমদ ও মুহাম্মদ মাহুদ রেখেছেন। আর দুটি নামেই আমাকে বারংবার সম্বোধন করেছেন। এই দুটি নামকে অপর শব্দে 'মসীহ' এবং 'মাহদী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যে সমস্ত মোজেযা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কিছু সে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা বড় বড় অদৃশ্যের সংবাদ ও বিষয় সমূহদ্বারা পূর্ণ, যা খোদা তা'লা ছাড়া আর অন্য কারো পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর এর মধ্যে কিছু দোয়া রয়েছে যেগুলোর কবুল হওয়া সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে আর কিছু বদ্‌দোয়া রয়েছে, যেগুলো দ্বারা দুষ্ট শত্রুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর কিছু দোয়া শাফায়াত সংক্রান্ত রয়েছে, যার্ মর্যাদা দোয়া থেকেও বেশী। আর কিছু মোবাহেলা সমূহ রয়েছে যার পরিনাম এমন হয়েছে যে খোদা তা'লা শত্রুদেরকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেছেন। আর কিছু যুগের নেক ব্যক্তিদের স্বাক্ষ্য রয়েছে, যারা খোদা তা'লার নিকট থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আমার সত্যতা সম্পর্কে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

আর কিছু এমন নেক ব্যাক্তি বর্গের স্বাক্ষ্য রয়েছে, যারা আমার আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন যারা আমার নাম নিয়ে আর আমার গ্রামের নাম নিয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন যে তিনিই মসীহ মাওউদ, যিনি অতিশীঘ্রই আগমন করবেন। আর কেউ কেউ এমন সময়ে আমার আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন যখন আমি জন্মই নেই নি আর কেউ কেউ আমার আবির্ভাবের সংবাদ এমন সময়ে দিয়েছেন যখন আমার বয়স ১০ বা ১২ বছর হবে, আর তারা তাদের কোন কোন মুরীদদের বলে গিয়েছিলেন যে, তোমরা এত বয়স পাবে যে তাকে দেখে যেতে পারবে। আর মাহদী মাওউদ (আ.) এর যুগের যেই সমস্ত নিদর্শন মহানবী (সা.) নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন, যেমন তার যুগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সুর্য গ্রহণ হবে এবং দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে। এই সমস্ত নির্দশন সবগুলোই আমার জন্য প্রকাশিত হয়ে গেছে আর চতুর্দশ শতাব্দীরও আমি এক চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়েছি। এই দলিল-প্রমাণ ও স্বাক্ষ্যের পরিমান এতই যে হাজার খন্ডেও তার সংকুলান হবে না। (চাশমায়ে মা'রেফাত)

এই উদ্বৃতিটি ছিল 'চশমাহ্ এ মারেফাতের' আর এর পূর্বের উদ্ধৃতিটি ছিল 'হাকীকাতুল ওহীর'। এই সমস্ত উদ্ধৃতিতে বিরোধীদের পরিনতির ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে, যারা নিজেরা নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যম হিসেবে করুণ পরিনতির শিকার হয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু উদ্ধৃতিতে দোয়ার কবুলিয়ত ও নিদর্শন সমূহেরও বর্ণনা রয়েছে।

এখন আমি আহমদীয়াত কবুল করার কিছু ঘটনাবলী উপস্থাপন করব যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগে লোকদেরকে হেদায়াত দান করেছেন।

হযরত শেখ মুহাম্মদ আফজাল সাহেব বর্ণনা করেন যে, যখন খাকসারের বয়স ১২ বছর, আর আমাদের বংশে আমার বড়চাচা হাকীম শেখ ইবাদুল্লাহ সাহেব এবং আমার চাচাত ভাই শেখ করম ইলাহী সাহেব হযরত সাহেবের বয়আতকৃত ছিলেন, কিন্তু এই সেবক না তো হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে দেখেছিলাম আর না হুযুরের কোন ছবি দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে আমার শরীরের সকল অংশের প্রাণ বের হয়ে গেছে, শুধু মাত্র মস্তিস্কে অনুধাবন করার

"এটিতো অদ্ভুত ব্যাপার যে, তাদের দৃষ্টিতে আমাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল সাব্যস্ত করা হয় অথচ মুবাহেলার সময় তারাই মারা পরে"

ক্ষমতা ও চোখে দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে। আমার সামনে একজন বুযুর্গ বসে আছেন আর তার পিছনে হাটু পর্যন্ত কারো মোবারক কদম দেখা যাচ্ছিল। আমার হৃদয়ে অনুধাবন হল যে এই বুযুর্গ যে আমার দিকে দেখছে তিনি হচ্ছেন মীর্যা সাহেব, আর তার পিছনে যেই মোবারক কদম দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে রসূলে করীম (সা.) এর কদম মোবারক। আমার চোখ খুলে গেল। প্রভাতে আমি মৌলবী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের পুত্র মর্তুজা খান সাহেব, যিনি সে সময় লাহোরী জামা'তে শামিল ছিলেন, তার নিকট গোলাম এবং এই স্বপ্নের তা'বির জনতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন যে মীর্যা সাহেবের বদৌলতে তোমার নবী করীম (সা.) এর আনুগত্য লাভ হবে। সুতরাং এমনটিই হল, আর আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে লিখছি যে যখন ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বয়আত করেছি, তখন হুযূরকে তেমনই দেখলাম যেমনটি স্বপ্নে তিনি আমার দিকে দেখছিলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান সত্য পথ দেখিয়ে থাকেন। (রেজিষ্টার্ড, বর্ণনা সাহাবা)।

এরপর হযরত নিজামুদ্দীন সাহেব বলেন যে আমি তখনও বয়াতে অন্তর্ভূক্ত হই নি, একদিন মসজিদ মোবারক থেকে আসরের নামায পড়ে পুরোনো সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নামছিলাম, তখন আমি দেউড়িতে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। সাদা কাপড় পরিহীত দু'জন সুন্দর সুশ্রী যুবকের সাথে আমার দেখা হলো, যারা আমাকে প্রশ্ন করছিল যে মীর্যা সাহেবের ঠিকানা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলুন, আমরা অনেক দুরের পথ সফর করে এখানে এসেছি। তখন আমি বল্লাম, এসো, আমি বলে দিচ্ছি। তারা বলল যে না, আপনি আমাদের পিছনে থাকেন, যদি তিনি ওপরে থাকেন তাহলে আমরা তাকে চিনতে পারব তখন আমি তাদের পিছনে এসে গেলাম আর তারা আমার আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। হুযুরের সামনে লোকেরা সমবেত হয়ে বসে ছিল, হুযুর পাগড়ী মাথা থেকে খুলে রেখেছিলেন এবং অনাড়ম্বর অবস্থায় বসে ছিলেন।

লোকেরা হুযূরের চারপাশ ঘিরে রেখেছিল। তিনি বলেন যে সেই দুই ব্যক্তি হুযুরের নিকট যাওয়া মাত্রই তাদের একজন হুযুরকে প্রশ্ন করল 'আপনার নাম কি গোলাম আহমদ'। তিনি জবাবে বললেন হ্যাঁ। তারপর সে বলল, আপনি মসীহ মাওউদ হবার দাবী করেছেন? হুজুর বললেন হ্যাঁ। তারপর সে বলল প্রথমে আপনাকে হযরত রসুলে মকবুল (সা.) এর পক্ষ থেকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এরপর আমার পক্ষ থেকে। আর আমি অমুক দিন উপস্থিতছিলাম যেদিন রসূল করীম (সা.) এর মোবারক হাত-হুযুরের ডান কাঁধের ওপর ছিল। আর তিনি বলছিলেন "হাযা মসিহ" ইনার বয়াত কর আর আমার সালাম বল। অর্থাৎ এটি তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, যিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এভাবেই দেখেছিলাম নবী করীম (সা.) এর হাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাঁধের ওপর ছিল আর তিনি (সা.) বলছিলেন যে, "হাজা মসিহ" তাকে সালাম কর। এজন্য আমি এসেছি আর সালাম পৌঁছাচ্ছি। এরপর তিনি বয়াত করলেন।

হযরত হাকীম আতা মুহাম্মদ সাহেব বলেন যে আমি বয়আতের পর কিছুদিন কাদিয়ানে ছিলাম এরপর হুযূরের অনুমতি নিয়ে লাহোরে এসে পড়লাম। তখন সুফী আহমদ দ্বীন সাহেব ডোরিবাক জামাতে আহ্‌মদী-সদস্যদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক ভালোবাসার সাথে বললেন যে আবার মোহাম্মদ সাহেব কাদিয়ান এসে গেছেন। এই কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এবং দোয়া করলাম যে হে ইলাহী! এই জামা'তের কি এই বিশ্বাস যে মুহাম্মদ (সা.) দ্বিতীয়বার আগমন করেছেন! আর মীর্যা সাহেব মোহাম্মদ (সা.) কিভাবে হতে পারেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন আর আকাশ থেকে একজন ফেরেশ্‌তা নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল যে ইনি কে? আমি বল্লাম যে ইনি মীর্যা সাহেব । এরপর আমি দেখলাম যে আকাশ থেকে নুর অবতীর্ণ হল, আর সেই নুর্ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মস্তিস্কে প্রবেশ করে গেল এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল আর হুযুরের চেহারা সেই নুর দ্বারা আলোকিত হয়ে গেল। এরপর সেই ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করল ইনি কে? আমি বললাম যে প্রথমে তো মীর্যা সাহেব ছিলেন, এখন প্রকৃতরূপেই মুহাম্মদ (সা.) হয়ে গেছেন। (রেজিষ্টার্ড, বর্ণনা সাহাবা)।

এগুলোতো ছিল লোকদের কিছু পুরোনো ঘটনাবলী যে কিভাবে তারা স্বপ্ন দেখে বয়াত করেছেন কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা ও নিদর্শনের এই ধারাবাহিকতা জারি থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না এই সিলসিলাহ তার পূর্ণতায় পৌঁছায়। সুতরাং তার (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী আজও কত মর্যাদার সাথে পূর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তার নিদর্শন প্রদর্শন করছেন! হাজার হাজার মাইল দুরের অধিবাসীরাও এই কথার সাক্ষ্য যে আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করছেন। তাদের কিছু ঘটনাবলীও এখানে উপস্থাপন করছি।

মালির একটি এলাকার নাম বালা। এতে তেজানিয়া ফির্কার একজন ইমাম সাহেব রয়েছেন। তার বাবার মাধ্যমেই সেই এলাকার ৯৩টি গ্রামের মানুষ মুসলমান হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার ফজলে কিছুদিন পূর্বে তিনি আহমদীয়াত কবুল করার তৌফিক লাভ করেন। আদম সাহেব বর্ননা করেন যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার ঘরে আসলেন। তিনি হুযুরের সাথে ঘরেই ছিলেন আর বাহিরে অনেক উলামা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলেন যে আমি হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এর সমীপে নিবেদন করলাম যে বাহিরে আলেমগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। হুযূর বাহিরে আসলেন আর সমস্ত অ-আহমদী আলেমদের মাথা থেকে টুপি খুলে দিলেন, আর শুধুমাত্র আমার মাথাতেই টুপি থাকতে দিলেন। আহমদীয়াত কবুল করার পর তিনি আমাদের মোয়াল্লেমগণের সাথে তার মুরীদদের গ্রামে যেতে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এখন পর্যন্ত ৪০টিরও বেশী গ্রামের মানুষ আহমদীয়াত গ্রহন করেছে।

এরপর বুরকীনা ফাসুর একজন জনাব বুখারী সাহেব বলেন যে তিনি আমাদের রেডিওতে ফোন করেছিলেন। ওখানে আমাদের রেডিও স্টেশন কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ফোনে বলেন যে আমি আপনাদের তবলীগ শুনেছি। যেখানে বলা হয়েছে যে আপনারা যদি দেখতে চান যে এই ইমাম মাহদী সত্য না মিথ্যা, তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বয়ং আপনাদেরকে এর জন্য

একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে আপনারা ইস্তেখারা করুন। সুতরাং সেই দিন থেকেই আমি ইস্তেখারা শুরু করে দিলাম আর ইস্তেখারার কেবল এক সাপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে এর মধ্যেই আমি স্বপ্নে একটি তাঁবুর নিচে দুজন নুরানি ব্যক্তিকে দর্শন করলাম। স্বপ্নেই তাদের বন্ধু আমাকে বলল যে যিনি ডান দিকে বসে আছেন তিনি ইমাম মাহদী আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি চিনতে পারলেন না। তিনি বলেন যে এরপর তার নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আগত ইমাম মাহদী (আ.) সত্য। যদি তিনি নাউযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী হতেন, তাহলে আমার ইস্তেখারার জবাবে তিনি কিভাবে আমার স্বপ্নে আসতে পারেন? এজন্য আমি বয়আত করে নিয়েছি।

এরপর মিশর থেকে একজন ভদ্র-মহিলা লিখেন যে আল্লাহ্ তা'লা অনেকগুলো বিশেষত্ব আমাকে দান করেছেন। আমি একদিন স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে এবং আপনাকে দেখলাম আর খোদা তা'লার কসম আমি সে সময় এটাও জানতাম না যে তখন পৃথিবীতে খোদা তা'লার কোন খলিফা বিদ্যমান রয়েছেন। আমি শুধু ইস্তেখারা করছিলাম, তখন খোদা তা'লা আমাকে এই দুই ব্যক্তিত্বকে দেখালেন কিন্তু শয়তান আমাকে প্রতারিত করেছিল। আর আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া যে তিনি আমাকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন আর এই প্রতারণা থেকে আমি বের হতে পেরেছি। আমার দৃঢ়তা ও মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইস্তেকামাত দান করুন।

এরপর মরোক্কোর এক ভদ্র মহিলা ফাইমি সাহেবা বলেন যে 'লেকা মাআল আরব' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার জামা'তের সাথে পরিচয় হয়েছে। তিনি লিখেন যে- হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-র কথা যদিও যুক্তিসঙ্গত এবং প্রশান্তি দানকারী হতো তা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিটি প্রোগ্রামেই তিনি ইস্তেখারা করার এবং খোদা তা'লার কাছে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার ব্যাপারে দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতেন। অতএব আমি ইস্তেখারা শুরু করলাম আর স্বপ্নে দেখলাম যে, এক বিস্তৃত এলাকায় লম্বা এবং অনেক বড় তাঁবু লাগানো আছে। সেই তাঁবুতে এক ব্যাক্তি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং চিন্তিত অবস্থায় বসে আছে। ইতোমধ্যে এক ব্যাক্তি তার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে যে, তুমি এত দুঃখ-ভারাক্রান্ত কেন? সে উত্তর দিল, আমি মসীহ মাওউদ, আমি মানুষকে সোজা পথের দিকে আহ্বান করি কিন্তু মানুষ আমার সত্যায়ন করে না। তখন প্রশ্নকারী ব্যাক্তি তাকে বলে, আমি তোমার সত্যায়ন করছি। আমি হলাম মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)। এই স্বপ্নের পর আমি বললাম, এখন যা খুশি হোক, আমি আর কোন কিছুর পরোয়া করিনা। অতএব আমি সাথে সাথে বয়আত করে ফেললাম এবং বয়াতের সাথে সাথেই পর্দা করা শুরু করে দিলাম। এরপর তিনি এখানেও এসেছিলেন। জলসার দৃশ্য এবং তাবু দেখে তিনি বলেন হুবহু সেই তাঁবুই ছিল যেখানে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে একা বসে থাকতে দেখেছিলেন এবং আঁ হযরত (সা.) এসে তাকে বলেছিলেন, আমি আপনার সত্যায়ন করছি।

এরপর মালি থেকে মুয়াল্লেম আবদুল্লাহ সাহেব লিখেন- বামাকো এর একজন শিক্ষক হলেন দাম্বেলে সাহেব। তিনি আহমদীয়াতের শক্ত বিরোধী ছিলেন। যখনই তিনি আহমদীয়া রেডিওতে টেলিফোন করতেন, তখনই জামাতকে গালি দেওয়া শুরু করতেন আর যদি তাকে টেলিফোন করা হতো তাহলেও তিনি জামা'তকে গালি দিতেন। এমন করতে করতে অনেক দিন হয়ে গেল। একদিন কাঁদতে কাঁদতে আহমদীয়া রেডিও যার নাম "রাবওয়া এফ এম" সেখানে টেলিফোন করেন এবং বলেন, তিনি একরাত পূর্বে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেন এবং যে নূর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাঝে দেখেছেন, তা এর পূর্বে কখনও দেখেননি। তাই এখন তিনি জামাতের কাছে আন্তরিক হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করছেন এবং এই ভয় করছেন যে, যদি আহমদীরা তাকে ক্ষমা না করে তাহলে খোদা তা'লাও তাকে ক্ষমা করবেন না। এর ফলে মোয়াল্লেম সাহেব তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বলেন, সত্য যেহেতু প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাই বয়াত করে নিন। অতএব তিনি আহমদীয়াত গ্রহন করেন এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হন।

এরপর মালির রিজিওন কোলিকোরো থেকে মুয়াল্লেম ইউসুফ সাহেব বলেন-আমাদের রিজিওন কোলিকোরোর একটি গ্রাম "জালাক্রোজি" এর একজন বুযুর্গ জন্মগত মুসলমান ছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফির্কাগুলোর প্রতি দেখে তিনি নির্ধারণ করতে পারতেন না যে কোন্ ফির্কা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকেন কিন্তু কোথাও সত্যের সন্ধান পাননি।

একদিন যখন তিনি আহমদীয়া রেডিও রাবওয়া শুনছিলেন তখন সেখানে তিনি শুনতে পেলেন, মোয়াল্লেম সাহেব নিজ বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায় তবে সে যেন খোদা তা'লার কাছে দোয়া করে, খোদা তা'লা নিজেই তাকে পথ প্রদর্শন করবেন। এই পদ্ধতি তার খুব পছন্দ হলো এবং তিনি এর ওপর আমল করার জন্য চিল্লা করার সংকল্প করলেন। এরপর তিনি নিয়্যত করেন যে, যতক্ষণ খোদা তা'লা তাকে পথ প্রদর্শন না করবেন, ততক্ষণ তিনি কারো সাথে কথা বলবেন না এবং খোদা তা'লার কাছে দোয়া করতে থাকবেন। অতএব কিছুদিন চিল্লা করার পরই একদিন খোদাতা'লা তাকে দেখালেন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তার ঘরে অবতরণ করেছেন এবং স্নেহের সাথে তার ছেলের মাথায় হাত রেখেছেন। এই স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে তার চোখ খুলে গেল। এরপর তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে সারা বিশ্বে শুধুমাত্র আহমদীরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা শুধুমাত্র তারাই ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ দেয়। এই স্বপ্নের পরপরই তিনি মালির সালানা জলসায় অংশগ্রহন করেন এবং সেখানে হযরত ইমাম মাহদীর ছবি দেখে বলেন যে, ইনিই হযরত ইমাম মাহদী (আ.), যিনি তার ঘরে আগমন করেছিলেন এবং এরপর তিনি বয়াতও করেন।

মালি থেকে আমাদের মুরুব্বী বেলাল সাহেব লিখেন-আহমদীয়া রেডিও ষ্টেশন সিকাসোতে আমাদের এক আহমদী ভাই আগমন করেন এবং বলেন যে, তার এক প্রতিবেশী আজ তার ঘরে আসে এবং কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে শুরু করে। তিনি তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সেই ব্যক্তি বলে, আমি আহমদীয়াতকে অত্যন্ত ঘৃণা

করতাম, আর যখনই আমি আপনাদের রেডিও শুনতাম তখন আমার মুখ থেকে গালি ছাড়া আর কিছু বের হতো না। গত রাতে আপনাদের মুবাল্লেগ সরাসরি প্রোগ্রাম করছিলেন এবং আমি তা শুনতে শুনতে এবং মনে মনে ভালমন্দ বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু রাতে আঁ হযরত (সা.) আমার স্বপ্নে আগমন করেন এবং আমাকে খুব বকা দেন। আমি স্বপ্নেই আঁ হযরত (সা.) এর কাছে ক্ষমা চাইলাম যে, হে রাসূলাল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আর কখনও আহমদীদের ভালমন্দ বলবনা আর আজ থেকে আমিও আহমদী। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই ভাই জোশে ভরা মুবাল্লেগও হয়ে গেছেন।

মালির মোয়াল্লেম আবদুল্লাহ সাহেব লিখেন- বামাকোতে একজন ছাত্র বেকরি তারোরে সাহেব ইন্টারনেটে আহমদীয়াত সম্বন্ধে পড়াশুনা শুরু করেন এবং পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি ইন্টারনেটেই ফ্রান্স জামাতের সাথে যোগাযোগ করেন। ফ্রান্স জামাত তাকে বামাকো মিশনের ঠিকানা দেয়। অতএব সেই ছাত্র মুয়াল্লেম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এবং কয়েকটি প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর সেই ছাত্র জামাত সম্বন্ধে বুঝতে পারে কিন্তু সে বয়াত করেনি। একদিন সেই ছাত্র মুয়াল্লেম সাহেবের কাছে এলো এবং সে বললো যে সে বয়াত করতে চায়, কেননা সে রাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে স্বপ্নে দেখেছে, যিনি তার ঘরে আসেন এবং তার চেহারায় শুধু নূরই নূর ছিল। এবং তা এমন নূর ছিল যা সে এর পূর্বে কোথাও দেখেনি। সে বললো যে, সে এখন বয়আত করতে চায়, আর শুধু বয়াতই নয় বরং জামা'তের সাথে যুক্ত হয়ে এখন সে তবলীগও করবে।

এরপর মালি রিজিওন কোলিকোরো থেকে সেখানকার মুবাল্লেগ ফাতেহ সাহেব লিখেন-আমার রিজিওন কোলিকোরো থেকে সাঈদ কোলিবালি সাহেব নামের এক বুযুর্গ আমাদের রেডিও আলনূর এ আসেন এবং তিনি বলেন, তার পূর্বপুরুষগণ মূর্তি পূজারী ছিল। এবং তার দ্বারাও মূর্তি পূজা করাতে চাইতো। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার প্রকৃতি মূর্তি পূজাকে অপছন্দ করত। অতএব যখন তিনি কিছুটা বড় হলেন, তখন তিনি মূর্তি পূজাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যার ফলে তার বাবা মা এবং অন্য সকল আত্মীয় স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি এই মুখালেফাতের কোন পরোয়া করেননি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহনের পর তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন।

তিনি বলেন, এই অপেক্ষার দীর্ঘ যুগ পরে একদিন স্বপ্নে দেখি যে, এক ফর্সা রঙের বুযুর্গ মালি থেকে উত্তর দিকে অবতরণ করেছেন। এবং সেই বুযুর্গকে দেখার জন্য অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। হুযুর (আ.) এর এত নূর ভরা চেহারা যেহেতু তিনি এর আগে দেখেননি তাই তিনি অজান্তেই নিজেকে প্রশ্ন করেন, এই বুযুর্গ কে? তখন তার পিছনে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি বললো, ইনি হলেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.), যিনি অবতরণ করেছেন। এই দৃশ্য দেখার পরপরই চোখ খুলে গেল। এরপর থেকে তার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন। কিন্তু তিনি যখন মুসলমান ফির্কাগুলোর দিকে তাকান তখন দেখেন যে, তাদের কেউই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের সংবাদ দেয় না। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি আহমদীয়া রেডিও আলনূর ছাড়লে তাতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের সংবাদ বর্ননা করা হয়।

এই সংবাদ শুনার সাথে সাথে তার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্নের কিছুকাল পর তিনি আহমদীয়া মিশন হাউসে এসে নিজ পরিবারের সকলকে নিয়ে বয়আত করেন। আর যখন তাকে এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছবি দেখানো হলো, তখন ছবি দেখার সাথে সাথে তিনি বলেন যে, এই সেই হযরত ইমাম মাহদী, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর তিনি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা হিসেবে আদায় করেন এবং বলেন এখন তিনি খোদতা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন যে তিঁনি তাকে সত্য চেনার তৌফিক দিয়েছেন।

এগুলো সবই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর স্বপক্ষে আল্লাহতা'লার সাহায্য এবং নিদর্শন। এগুলোকে যদি নিদর্শন এবং সাহায্য হিসেবে স্বীকার না করেন তাহলে কি সেই জিনিস যা মানুষের হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টি করছে। হায় অন্য মুসলমানরাও যেন এই বিষয়টিকে অনুধাবন করে, এই সত্যকে জানার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে পথনির্দেশ চায়। এবং মোখালেফাতের পরিবর্তে সোজা রাস্তা অনুসন্ধানের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা বেশী হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথনির্দেশ দান করুন। আল্লাহতা'লা তাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন- আমি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এসেছি, এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য আল্লাহতা'লা এত বেশী নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, তা যদি হাজার নবীর মাঝেও বন্টন করা হয়, তবে এগুলো দিয়ে তাদেরও নবুয়্যত প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটা শেষ যুগ ছিল এবং শয়তানের পক্ষ থেকে তার সমস্ত শক্তিসহ এটা তার শেষ হামলা ছিল, তাই শয়তানকে পরাজিত করার জন্য হাজার হাজার নিদর্শন এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও যারা মানুষের মাঝ থেকে শয়তানের প্রকৃতিবিশিষ্ট তারা স্বীকার করেনা এবং কেবলমাত্র অপবাদ দেয়ার জন্য অবৈধ আপত্তি উত্থাপন করে এবং তারা চায় যেকোন ভাবে যেন খোদাতা'লার প্রতিষ্ঠিত এই জামাত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খোদাতা'লার অভিপ্রায় হলো নিজ জামাতকে নিজ হাতে মজবুত করবেন যতক্ষণ না তা সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত হয়। (চশমায়ে মা'রেফাত)

শেষে পুনরায় উম্মতে মুসলেমা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে এবং সেসব রাষ্ট্রসমূহে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করুন এবং তারা যেন এই কথা স্বীকার করে নেয় যে, এই শান্তি ও নিরাপত্তা যদি প্রকৃতই প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে এর একটাই উপায় আল্লাহ্ তা'লা যাকে ইমাম মাহদী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তাকে যেন তারা গ্রহণ করে নেয়। সেই মোহাম্মদী মসীহর যেন তারা অনুসরণ করে, যার ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.)ও করেছিলেন। এটাই একমাত্র মাধ্যম, যা তাদের নাজাত দিবে এবং এসব ফিতনা, ফসাদ এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তৌফিক দান করুন।

ভাষান্তর: জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ঈদুল ফিতরের খুতবা

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিটি দিন যেন রোযার ঈদ হয়ে উদিত হয়

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ অক্টোবর ২০০৭-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি। এ ঈদকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। এক মাস রোযা আমরা আমাদের তাক্ওয়াকে ও ঈমানকে বড়ানোর জন্য রেখেছি।

আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি–যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্ওয়া বাড়ানোকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর, এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব কর। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে

তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা কর। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পড়, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নেই। কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো –মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ, এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর। এ ঈদ হাসি খুশি, রং তামাশা, খাওয়া দাওয়া ও বন্ধুদের সাথে মজা করার নাম নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার আদেশে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরিপূর্ণ আনুগত্যে সমস্ত বৈধ বিষয় থেকে এক মাস বিরত থাকার পর আল্লাহ্‌র আদেশে আবার সেগুলো চালু করার নাম। আমাদের ঈদগুলো যেন আমাদেরকে ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়- যে ইবাদতের ও ত্যাগের স্বাদ আমরা লাভ করেছি আর যার ফলশ্রুতিতে আজ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিবি বাচ্চা ও জামাআতের সদস্যদের সাথে মিলে আনন্দ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এই ত্যাগ ও ইবাদতকে যেন আমরা চিরস্থায়ী করে নেই। যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিটি দিন যেন রোযার ঈদ হয়ে উদিত হয়। সেটা কেবল মাত্র বছরে এক দিনের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে শরীয়তের বিধান দান করেছেন সেটা নিয়মিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে গরীবদের প্রতি, অভাবীদের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ রয়েছে। ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ রয়েছে। নিজের তাক্‌ওয়ার মানকে উন্নত করার নির্দেশ রয়েছে। এ রমযান যাতে আমাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, অন্যদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। ফিদিয়া, ফিৎরানা ও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। নফল ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। ফরয নামায সময়মত আদায়ের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। পুরা কুরআন তেলাওয়াতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর এরপর পুরো মাস অতিক্রম করার পর এ খুশির দিন পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা এজন্য, যেন আমাদের বোধগম্য হয়–আসল খুশি ও আনন্দ কখন লাভ হয়? তখন, যখন মানুষ এমন কর্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। গরীবদের ক্ষুধার জ্বালা তখনই অনুভব হয় যখন মানুষ নিজে ক্ষুধার্ত থাকে। না খেয়ে থাকার কষ্ট মানুষ তখনই বুঝতে পারে যখন রোযা রাখার ফলে বিকাল বেলা ক্ষুধার কারণে দূর্বলতা অনুভূত হয়।

আমি তাদের কথা বলছি যারা রোযা রোযার নিয়্যতে রাখে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাখে। আল্লাহ্‌র ফযলে জামা'তের অধিকাংশই এ নিয়্যত ও উদ্দেশ্যেই রোযা রাখে। আমি তাদের কথা বলছি না –যারা সেহরীর সময় এতোই খায় যে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের খাবারের ঢেকুর আসতে থাকে। আর ইফতারের সময় এতো খায় যে ঘরের লোকেরা সেহরীতে তাকে অনেক কষ্টে ডেকে উঠায়। না নফলের হোশ রয়েছে, না কুরআন তেলাওয়াতের, না নামাযের চিন্তা রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জায়গায় বর্ণনা করছেন–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটা বলতেন, একবার বাজারে কয়েকজন দোকানদার বসে কথাবার্তা বলছিল। যে এক পোয়া তেল খেতে পারবে তাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তখন এক কৃষক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো – এটা কোন বিষয় হলো- এক পোয়া তেল! তেল কি, খালি তেল না বোতলসহ খেতে হবে? সে ভাবলো এতো বড় পুরস্কার হয়তো শুধুমাত্র তেল খাওয়া হবে না । তখন দোকানদার বললো- চৌধুরী সাহেব আপনি যান। আমরা আপনার কথা নয়, আমরা আমাদের কথা বলছি।

আমিও ঐ লোকদের কথা বলছি। যারা মু'মিন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য রোযা রাখেন। এজন্য নয়- ভাল হয়েছে রমযান এসেছে, সন্ধ্যা ও ভোরে ভাল ভাল খাবার খাওয়া যাবে। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য রোযা রাখেন, তাদের

"আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি। এ ঈদকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি"

মনে অন্যের জন্য সহানুভূতির জন্ম হয়। রমযান তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আর এ পরিবর্তন-ই তাদেরকে ঈদের প্রকৃত আনন্দের স্বাদ অনুভব করায়।

এ ঈদ যা আমরা পালন করছি, এটা এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। সর্বদা এটা আমাদের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত রাখা উচিত, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা, এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষা আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা রোযা রাখি, ঈদ উদযাপন করি, সবই আল্লাহ্‌র আনুগত্যেই করে থাকি। আজ যে ঈদ উদযাপন এটাও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই।

সুতরাং এ আয়াতের শিক্ষা এখন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যাওয়া উচিত। এ আতায়াতই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী বানাবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন–'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তারা সফলকাম হয়।'

সুতরাং আমাদের সফলতা, আমাদের অভীষ্ট্য লক্ষ্য অর্জন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তার তাক্‌ওয়া অবলম্বনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ নীতিকে আকড়ে ধরে রাখতে পারবো–ততক্ষণ আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হতে থাকবো। আল্লাহ্‌র পুরস্কার ও অনুগ্রহে সিক্ত হতে থাকবো। সুতরাং এ শিক্ষাকে কখনও কোন আহমদীর ভুলা উচিত নয়। কিন্তু শুধু মুখে বলা আমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করছি, আমরা আনুগত্য করছি এটা যথেষ্ট নয়। এটা অর্জনের জন্য যে মাধ্যমগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন, সেগুলো ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। এটা করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য ফরয।

এখন যে হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার)-এর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে সেগুলো আজ তুলে ধরবো। যে আমাদের মধ্যে এই অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিবে না, সে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হবে না। বান্দার অধিকারের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,–

এটা আইন হওয়া উচিত, যেন দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা হয়। আর তাদেরকে শক্তি যোগানো হয়। দুই ভাই। একজন সাঁতার জানে অপরজন জানে না। তাহলে অপরজনের কি দায়িত্ব, যে সাঁতার জানে না, তাকে উদ্ধার করা না তাকে ডুবতে দেওয়া? তার জন্য আবশ্যক যেন সে তার ভাইকে উদ্ধার করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে এসেছে-'তাআওয়ানু আলাল বিররে ওয়াত তাক্‌ওয়া' নিজের দূর্বল ভাইদের বোঝা উঠাও। তাদের সাহায্য কর। তাদের আর্থিক বোঝা হালকা কর। তাদের শারীরিক দুর্বলতা দূর কর। কোন জামা'ত জামা'ত হতে পারে না যতক্ষণ দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা সাহায্য না করে । তিনি আরও বলেন–আমি অনেককে দেখছি–যাদের ভাইদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। যদি এক ভাই ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে তার অন্য ভাই তার খোঁজ নেয় না। অথবা যদি এক ভাই অন্য কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়, তাহলে সে তার ভাইয়ের জন্য টাকা পয়সা খরচ করে না। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ এসেছে। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যদি তোমরা মাংস রান্না কর, তাতে ঝুল বেশী দাও, যেন তাদেরকে দিতে পার। কিন্তু হচ্ছে কি, শুধু নিজের পেট ভরা নিয়ে ব্যস্ত। এটা মনে করো না যে, ঘরের পাশে যে রয়েছে সে শুধু প্রতিবেশী। বরং যে তোমার ভাই সেও তোমার প্রতিবেশী। সে যদিও দুইশত ক্রোশ দূরত্বে থাকে।

সুতরাং জামা'তের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা নিজেদের মাঝে দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি রাখি। আর দৃষ্টি তখন রাখা সম্ভব যখন জামা'তের সদস্যরা এর গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে। এ অনুভূতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করুন। আমাদের ঈদ তখন প্রকৃত ঈদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন আমরা একে অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে সক্ষম হবো। প্রত্যেক আহমদীর পক্ষে সম্ভব নয় দুইশ মাইল দূরে গিয়ে সে অন্যের খবর নেয়, বিশেষ করে সে যাকে চিনেই না। অথবা অন্যদেশের ব্যাপারেও জ্ঞান রাখবে না সেখানে কে কি অবস্থায় রয়েছে? এটা নেযামে জামা'তের পক্ষেই সম্ভব বলা, কে কোথায় কেমন অবস্থায় আছে? কতটুকু সাহায্যের প্রয়োজন?

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দুই ঈদ ও বিভিন্ন সময়ে সাহায্য সহযোগিতা ও দেয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক জায়গায় দুর্বলতা থেকে যায়। তবুও বস্তুত জামা'ত চেষ্টা করে থাকে যেন গরীবদের সাহায্য করা হয়। জামা'তের খুলাফাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাহরীকও করতে থাকেন আর ঐ তাহরিক আজও চালু আছে। আজ আমরা ঈদ উদযাপন করছি কিন্তু আমরা অনেকেই বিশ্বের খবর রাখি না, তারা কি অবস্থায় আছে? নিজেদের কষ্টে বিচলিত নিজেদের ব্যবসার সমস্যায় বিচলিত যেটা তাদের মুকাবেলায় কোন ভূমিকাই রাখে না। যার মধ্য দিয়ে জগতের এক বড় জনগোষ্ঠি দিনাতিপাত করছে। এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার ফযল।

আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীদের অবস্থা এরকম খারাপ নয়। তবে ঠিক, কখনো কখনো কারো অবস্থা খারাপ হয়। কিন্তু যখন আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনার কাছে সংবাদ আসে, আমি কোন ভাবে তাদের খরাপ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই তখন তাদেরকে সাহায্য করা হয়। এটা কারো ওপর অনুগ্রহ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য করা হয়।

জগতের খারাপ অবস্থার কথা আমি বর্ণনা করছি। কয়েকদিন হলো একটি সংবাদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে– এক হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৮ শ মিলিয়ন লোক অর্থাৎ আশি কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। অতএব আহমদীরা সৌভাগ্যবান, তাদেরকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। যেভাবে আমি বলেছি- জামা'তের খলীফাগণের বিভিন্ন তাহরীক রয়েছে বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এগুলোতে অংশ গ্রহণ করা উচিত যাতে অভাবীদের সাহায্য করা যায়। তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর তাহরীক অনুযায়ী গরীব ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য লোকেরা তাদের প্রতি খেয়াল রাখছেন। তাদের প্রয়োজনকে, চাহিদাকে পূরণ করছেন, গরীব প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখছেন। ঈদের দিন মিষ্টি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে তাদের ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা ঈদের সাময়িক খুশি।

যাতে আহমদীরা শামিল হচ্ছেন। অবশ্যই তাতে সবাইকে শামিল হওয়া উচিত।

জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও এতে শামিল হওয়া উচিত। কিন্তু গরীবদের এ ছাড়াও এমন কিছু প্রয়োজন রয়েছে যা ঈদের পরের দিনগুলোতে বিস্তৃত রয়েছে তার প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। সামর্থ্যবানদের নসিহত করছি- তাতে আরও অনেক বেশি আপনাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও সাধারণভাবে অন্যান্য আহমদীরা যারা ভাল অবস্থানে রয়েছেন, যারা এতে অংশ নিতে পারেন তাদের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত। আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে।

সুতরাং আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন চকলেট ইত্যাদি না খায়। সাথে সাথে গরীব বাচ্চা যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাষার্ত রয়েছে তাদের প্রতিও যেন তারা খেয়াল রাখে, পৃথিবীতে আজ অনেক ধনী লোক ও ধনী দেশ রয়েছে। যাদের দখলে সম্পদের বিশাল পাহাড় রয়েছে।

কিন্তু পক্ষান্তরে বিশ্বের গরীব দেশগুলো তাদের অধিবাসীদের খাবার যোগাতে পারছে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ধনী দেশের শর্ত তারা না মানবে, দাসত্বের শিকল গলায় না জড়াবে। কিন্তু আমাদের ও আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে এ সহানুভূতি সৃষ্টি করা উচিত, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গরীবদের সাহায্য করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। আমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর সেবা করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত নয় তাদের ধর্ম কি? এ আবেগ-অনুভূতি হৃদয়ে গেথে দেয়া উচিত আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই হচ্ছে আসল বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যেভাবে প্রথমে আমি বলেছি– জামা'তে এ কাজ হচ্ছে। আমাদের চেরেটি অর্গানাইজেশন রয়েছে হিউমিনিটি ফার্স্ট। এটি মানবতার সেবায় এক বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কম উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ এক বিশেষ আবেগে সেবা করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বন্যা হয়েছে। সেখানে অনেক দেশে হিউমেনিটি ফার্স্ট এর কর্মীগণ ইউরোপীয় দেশ থেকে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ জার্মানী থেকে এক টিম বেনীনে গিয়েছেন। জনগণকে চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য জিনিসপত্র তারা দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে তাদের হাতে বিপুল দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে। যারা অনেক পুরাতন। তারা সেখানে গিয়ে গাড়িতে বসে রয়েছে। তারা সব জায়গায় যাচ্ছে না।

কিছু এমন জায়গা রয়েছে যেখানে যাওয়াটাও খুবই ঝুকিপূর্ণ। জীবন বাজি রেখে যেতে হয়। কিন্তু গরীবদের প্রতি সহানুভূতির খাতিরে জামা'তের সদস্যরা এর কোন পরোয়াই করছেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিরাপদে রাখুন। হেফাযত করুন। ঐ লোকেরা যখন সেখানে থেকে চিঠি লিখেন- তখন তা পাঠ করে মনে হয়, এটাই আসল খুশি, এটাই আসল আনন্দ যা তারা লাভ করছেন। এর জন্য এক মু'মিন চেষ্টা করে থাকেন।

অতএব আমাদের আসল আনন্দ মানব সেবার মাঝেই। হিউমিনিটি ফার্স্ট একটি রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান। এতে আহমদীরা চাঁদা দেন। আর অন্যান্যদের জন্য খরচ করা হয়। এখন পৃথিবীর সমস্ত বড় দেশে এটি রেজিষ্ট্রেশনকৃত। বরং আমি যেভাবে জলসায় বলেছিলাম-জাতিসংঘ মানব সেবার বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাদের এনজিওগুলোর সাথে হিউমিনিটি ফার্স্টকে তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে।

আর আমাদের যে রিপোর্ট সেখানে পাঠ করা হয়-তাতে জানা যায় অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে হিউমিনিটি ফার্স্ট অনেক বেশী কাজ করেছে। এটা এজন্য সম্ভব হচ্ছে আহমদীরা এক বিশেষ আবেগ ও চিন্তা নিয়ে কাজ করে থাকেন। তা হলো- আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের একটা মাধ্যম। এটা আল্লাহ্

"সর্বদা এটা আমাদের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত রাখা উচিত, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা, এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষা আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়"

তা'লার নির্দেশের একটি নির্দেশ। আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এ কাজ করে থাকেন। আহমদীরা এ নির্দেশের ওপর আমল করতে গিয়ে কাজ করেন –***'ওয়া ইউতিমুনাতয়ামা আলা হুব্বিহি ওমিসলিকুনহু ও ইয়তিমুহু আসিরা'*** অর্থাৎ তারা মিসকীন ও বন্ধীদের এ জন্য খাওয়ায় যেন তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করে। তাঁর আদেশের অনুসরণ করে তার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। সুতরাং যারা এ চিন্তা নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে অন্যরা কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। আমরা এক এক পয়সা যা খেদমতে খালকের (সৃষ্টির সেবার) জন্য পেয়ে থাকি তা ঐ কাজের জন্যই খরচ করে থাকি। অনেক স্বেচ্ছাসেবক তো দূর-দূরান্তে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নিজের পকেট থেকে খরচ করে থাকেন। যাতে বেশি বেশি টাকা অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য খরচ হয়।

আমার স্মরণ আছে। যখন আমি ঘানাতে ছিলাম। সেখানে এক পশ্চিমা দেশের অনেক বড় প্রজেক্ট তাদের ঘানার জনগণের সেবার জন্য এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রতা দূর করা। তারা অগণিত কর্মচারী কর্মকর্তা রেখেছিল। ইউরোপ থেকে লোকেরা সেখানে এসেছিল। সুন্দর সুন্দর বিলাস বহুল এয়ারকন্ডিশনাল ঘর তারা ঐ জঙ্গলের মধ্যে বানিয়েছিল। অসংখ্য কার তাদের সাথে ছিল। অনেক গাড়ি ছিল। তাদের মাঝে একজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আপনাদের ব্যবস্থাপনা তো খুবই সমৃদ্ধ, এখন পর্যন্ত তো আপনাদের উচিত ছিল- একটি বিরাট এলাকাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া। কিন্তু ঐ এলাকাতে এ রকম কিছুই দৃষ্টিতে আসছে না। সে আমাকে যে হিসাব দিল তাতে দেখা গেল, এই বাজেট যা ঐ প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল, তার প্রায় ৮০/৮৫% তাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে গিয়েই তাদের হাতে ফিরে যেত। আমি তাকে বললাম, এতে স্থানীয় লোকদের লাভ কি? তাদের কোন লাভ নেই। শুধু তোমাদের পকেট-ই ভরছে। তখন সে উত্তরে বলল, আমরা এখন এ অপেক্ষায়ই আছি, যদি আমরা আরও বেশি পরিমাণ বাজেট পাই তখন আমরা কাজ করবো। কিন্তু লাভ কি! বেশি বাজেট যখন পাবে তখন তো ৮০/৮৫% তাদের পকেটেই চলে যাবে।

এতে আমার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা স্মরণ হলো। তিনি বলছেন, আমাকে আমার এক আত্মীয় বললেন–তার এক বন্ধু ছিল। সে খুবই মন খারাপ করে বসে রইল। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কি হয়েছে? তুমি মন খারাপ করে বসে আছ কেন? সে বললো, পরীক্ষা খুবই নিকটবর্তী। আমি আজ নয়, কাল বলতে বলতে নিজের সময় নষ্ট করে ফেলেছি। কোন পড়ালেখা করিনি। প্রস্তুতি নেইনি। এ কারণে আজ আমি আমাকে জরিমানা করেছি যেন আমি পড়া লেখা করি। সে বললো, কি জরিমানা তুমি করেছ ? সে বলল দু'আনা। এটা শুনে লোকটি বললো–ভালই করেছ। দু'আনা কোন মিসকিনকে দিয়ে দিও। সে এটা পেয়ে দোয়া করবে। তখন সে বলল, আসলে তা নয়। আমি জরিমানা এভাবে করেছি এ দু'আনা নিয়ে মিষ্টি কিনে খেয়ে ফেলেছি–এজন্য আপসোস হচ্ছে এ দু'আনাও নষ্ট হয়েছে আর অন্যেরও কোন উপকার হয়নি।

কমপক্ষে নিজেকে জরিমানা করে খেয়ে ফেলে তো তার এটা অনুভব হয়েছে। কিন্তু এখানে বড় বড় কোম্পানী নিজেরা সাহায্যের পুরো ফান্ডটি খেয়ে যাচ্ছে তবুও নিজেদের কোন বোধোদয়ই হচ্ছে না। অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। বিশেষ করে যারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করছে। মূলতঃ তারা খুবই ভাল কাজ করে যাচ্ছে।

অতএব আমাদেরকে এটা স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের আগমনের একটা উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করেছেন–বান্দার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে আমাদের ওপর এটা এক বড় দায়িত্ব আমরা যেন বয়আতের শর্তের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এ উদ্দেশ্যকে পুরা করি। তিনি বয়আতের ৯ নম্বর শর্তে লিখেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীসের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করবে।

অন্য এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা একটা অনেক বড় ইবাদত। এটা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অনেক বড় মাধ্যম। সুতরাং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাকে সহযোগিতা করো, তার উপকার করা, এগুলো এমন কর্ম যা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানাবে। এজন্য এটাকে কখনো সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। আর কোন প্রতিদান, কোন আশা কোন অহংকার ছাড়াই অন্যকে সাহায্য করা উচিত। এটা চিন্তা কর, আল্লাহ্ তা'লার এটা আমাদের ওপর অনুগ্রহ তিনি আমাদেরকে গরীব, অসহায়, অভাবী ও অসুস্থদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। আমাদের ঐ যোগ্যতা দিয়েছেন যেন আমরা অন্যকে দিতে পারি। এতে এ জন্য বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছি, খেদমতে খালকের জন্য খলীফাগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের তাহরীক রয়েছে। আমি এখন সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর মধ্যে একটি ***'এতীম ফান্ড'*** রয়েছে। যার মাধ্যমে শত শত এতীমকে জামা'ত দেখাশুনা করে থাকে। যার মাধ্যমে তাদের কাপড়চোপড়, খাবার, শিক্ষা, বিয়ে শাদী ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ফযলে এর মাধ্যমে হাজার হাজার এতীম উপকৃত হয়েছে। পাকিস্তানেও আর বিশ্বের অন্যান্য গরীব দেশেও। এতীমদের দেখাশুনার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ঐ দিকে অনেক দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আবার ***অসুস্থদের সাহায্যের জন্য*** একটা স্কীম রয়েছে। এ জন্য পাকিস্তানে তো একটা নিয়মিত ব্যবস্থাপনাই চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে অসুস্থদের হাসপাতালে পাঠানো ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। কাদিয়ানেও এ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে। তবে সবচে ভাল ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কাদিয়ান ও রাবওয়াতে রয়েছে। আজকাল চিকিৎসা ও ঔষধের দাম অনেক বেড়ে গেছে। তাই অনেক সময় সবার চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। আর সবার চিকিৎসা দেয়াও সম্ভব হয় না। তাই এমন সদস্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন অথবা অসুস্থ অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন।

আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়।

তাদের উচিত এটার কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ অসুস্থ ভাইদের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসা। যদি তারা এটা করেন তাহলে অনেক বড় সংখ্যক অভাবগ্রস্থদের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। বাচ্চা জন্ম দেয়ার অবস্থা মহিলারা অতিবাহিত করেন। ঐ মুহূর্তগুলো খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। তাদেরও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অন্যান্য অসুস্থদের বিষয়টি চিন্তা চেতনায় আসা উচিত। যেন শুধু মিষ্টি ও খাবার খাওয়ানোই কাজ নয়।

আবার ***ছাত্রদের সাহায্যের জন্যও*** একটি স্কীম রয়েছে। আর এটা খুবই পুরনো স্কীম। এটা অনেক পূর্ব থেকেই জামা'তে চালু রয়েছে। শিক্ষা অর্জনের বিষয়গুলো আজকাল অনেক ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। এটা উন্নত দেশগুলোতেও। এজন্য যাদের অনেক সন্তান রয়েছে তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করানোটা খুবই কষ্টকর হয়ে গেছে। এজন্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন–তাদের সন্তানগণ পরীক্ষায় পাশ করার পর তারা যদি এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ ফান্ডে চাঁদা দেন। তাহলে তা দিয়ে অনেক গরীব ছাত্রের চাহিদা পূরণ করা যাবে। এখানকার প্রত্যেক কৃতকার্য ছাত্র যদি বছরে ১০/১৫ পাউন্ড, যা কোন কোন মাসে সে বাজার থেকে কোন খাবার কিনে খেয়ে থাকে তা দান করে তাহলে এ টাকা দিয়ে গরীব দেশের একজন ছাত্রের সারা বছরের কাগজ, কলম ও বইপত্রের খরচ মিটানো সম্ভব। আর এটাই আসল ঈদের খুশি ও আনন্দ। আমাদের জন্য এটাই আসল ঈদের খুশি হওয়াও উচিত। এ অনুভূতি সন্তানদের হৃদয়ে সৃষ্টি করা উচিত তারা যেন গরীবদের সাহায্য করে; গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর বিয়ে শাদীর কাজে সাহায্যের জন্য একটি তাহরীক রয়েছে ***মরিয়ম শাদী ফান্ডের।*** এতে যদি বাহিরের দেশে অবস্থানকারী সদস্যরা চাঁদা দেন তাহলে অনেক গরীব মেয়েদের বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রথম হুযূর (রাহে.) যখন তাহরীক করেছেন তখন বিভিন্ন দেশ থেকে ওয়াদা এসেছে। কিন্তু তা একবার করেই বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও জামা'ত এ কাজে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তাদের কাছে এ ফান্ডে টাকা থাক বা না থাক। কিন্তু এতে পুরোপুরি প্রয়োজন মিটানো যাচ্ছে না। তাই সামর্থ্যবানগণ যদি তাদের সন্তানদের বিয়েশাদীর সময় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। তাহলে একদিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের ফলে তারা নেকী পাবেন। অন্যদিকে তাদের সাহায্যের ফলে যাদের প্রয়োজন মিটবে, উপকার হবে, তাদের দোয়ার ফলে এই সন্তানদের ঘরও সুখের হবে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঘরে শান্তি দিবেন। বরকত শামিল করবেন। আল্লাহ্‌র ফযলে অনেক আহমদী এমন রয়েছেন যাদের হৃদয়ে এ অনুভূতি রয়েছে। তারা নিজেদের এক সন্তানের বিয়ে উপলক্ষে দশ গরীবের বিয়ের খরচ বহন করে থাকেন। অনেকে অযথা খরচ করেন। ২ লক্ষ টাকার বিয়ের পোষাক পরিচ্ছদ বানিয়ে নেন। কিন্তু এ টাকায় ৫ গরীব বাচ্চার অলংকার বানানো সম্ভব। তাই তাদের অবশ্যই এটা চিন্তা করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ, গহনাপাতি বানানোর সামর্থ্য দিয়েছেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোন গরীবের সাধারণ গহনার ব্যবস্থা তাদের করে দেয়া উচিত। যাতে সে গরীবদের খুশিতে শরীক হতে পারে, তাদের দোয়া নিতে পারে। এই যে দামী পোষাক পরিচ্ছদ, তা তো এক দুই বার পরেই নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা কোন কাজে আসে না। কিন্তু গরীবের দোয়া ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এটা সর্বদা সঙ্গ দেয়ার মত জিনিস।

বয়ূতুল হামদ স্কীম রয়েছে। এটিও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) চালু করেছেন। যাতে শুরুতে রাবওয়াতে ১০০ ঘর বানিয়ে গরীব ও অভাবীদের দেয়ার কথা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এটা পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায়, লোকদের ঘরের মধ্যেই কোন কামরা বানিয়ে তা গরীবদেরকে দেয়া হচ্ছে। কাদিয়ানেও বয়ূতুল হামদ-এর অধীনে ঘর বানানো হয়েছে। পাকিস্তানেও আর বিভিন্ন দেশেও বাড়ি ঘর বানিয়ে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে তা দেয়া হচ্ছে। এটাও এমন এক কাজ যার দিকে আহমদীদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আল্লাহ্‌র ফযলে অনেক আহমদী রয়েছেন যারা যখন নিজের ঘর বানান তখন এ তাহরীকে তারা অংশ নিয়ে থাকেন। অনেকে নিজের জন্য খুবই বিলাসবহুল ঘর বানিয়েছেন। আর সাথে সাথে বয়ূতুল হামদের এক ঘরের খরচও বহন করেছেন। এখন যদি সারা পৃথিবীর আহমদীদের নিজেদের ঘর বানানোর সময়-এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়, তারা কিছু না কিছু সাহায্য করেন। তাহলে তা দিয়ে অনেক গরীব আহমদীকে সাহায্য করা যাবে।

অতএব গরীবদের সাহায্যের জন্য এ কতিপয় স্কীমের কথা আমি উল্লেখ করলাম। এ গুলোতে আমাদের অংশ নেয়া উচিত। আমাদের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদ তখনই হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যথা অনুভব করে, এক জামা'ত হয়ে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি দিব, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করবো। তখনই আমরা হাদীস অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে দাবী করতে পারবো। যার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–তারা এক দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন এক অংশে ব্যথা হয়, সাথে সাথে অন্যান্য অংশেও তা অনুভূত হয়। অতএব এ ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদ তখনই হবে যখন আমরা একে অন্যের খুশির উপকরণ পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টায় রত থাকবো। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন দোয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাচ্ছি। দোয়াতে নিজের গরীব, অভাবী, অসুস্থ, অসহায়, ভাইদেরকে স্মরণ রাখবেন। ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ভাইদেরকে স্মরণ রাখবেন। আর্থিক কুরবানীকারীদেরকে স্মরণ রাখবেন। সমস্ত ওয়াকফে জিন্দেগীদেরকে স্মরণ রাখবেন। শহীদদের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্‌ তা'লা যেন তাদের হিফাযতকারী ও সাহায্যকারী হন। আর সর্বদা তাদেরকে অনুগ্রহ রাজিতে ভূষিত করেন। কোন অবস্থাতে যেন তাদের মাঝে তারা নিঃস্ব ও এতীম এ অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। আসীরানদের (ধর্মের জন্য বন্দী) জন্য দোয়া করবেন। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন, যারা অনেক দিন থেকে জেলে রয়েছেন।

শুধু এ অপরাধের কারণে যে, তারা ঘোষণা দিয়েছেন আমরা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছি। তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। যেন তারাও আমাদের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারেন। উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন।

বর্তমানে খুবই ভয়ানকভাবে তারা দাজ্জালের জালে ফেঁসে গেছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, তারা কি অবস্থায় আছে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিন। যাতে তারা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)কে চিনতে সক্ষম হয়। আর প্রকৃত ঈদের খুশি উদযাপনকারী হতে পারে।

সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে আর আপনাদেরকে ঈদের মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ঈদ যেন আমাদের সবার জন্য অবারিত আনন্দের ধারা নিয়ে আসে। আর আমরা সবাই যেন সর্বদা একে অন্যের সাথে ভালবাসা, সহমর্মিতা, ও সহযোগিতার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকি। (পূন:মুদ্রিত)

ভাষান্তর: জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

[বি:দ্র: গত বছরের ঈদুল ফিতরের খুতবা পাক্ষিক আহমদীর ১৫ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।]

"অনেক এমন আহমদী রয়েছেন, যারা অনেক দিন থেকে জেলে রয়েছেন। শুধু এ অপরাধের কারণে যে, তারা ঘোষণা দিয়েছেন আমরা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছি। তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। যেন তারাও আমাদের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারেন। উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন"

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ১৩)

‘কলেমা তৈয়্যবা’ উচ্চারণকারীকে ‘কাফের’ বলে অভিহিত করা যাবে না

‘মুসলিম’ বা মুসলমান বলে নিজেকে দাবী–কারী এবং মুখে কলেমা তৈয়্যব অর্থাৎ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” উচ্চারণকারী কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি, কোন গোষ্ঠী বা কোন কর্তৃপক্ষ অ–মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আন্তঃসাম্প্রদায়িক ফতোয়াবাজী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জাগতিক স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ধর্মকে অপ–ব্যবহারের জন্য মোল্লাতন্ত্রী চরম–পন্থীদের কারসাজি এবং ষড়যন্ত্র–মূলক প্রচারণা এবং ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্টীকরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তারা নিজ নিজ অধিকার এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উগ্রবাদী–চরমপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সঠিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর নির্দেশের বহির্ভুত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা হবে মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট অপবাদকারীকে ঐশী শাস্তি পেতে হবে। ধর্মীয় ইতিহাস যুগে–যুগে এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে আসছে। সংশ্লিষ্ট নীতিগত বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উল্লেখ করা হলোঃ

১) **ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ** শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো ধর্মীয় ব্যাপারে শক্তি–প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই (এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি)। ধর্মীয় বিশ্বাস হলো মানুষের হৃদয়ের ব্যাপার এবং এজন্য বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী ব্যক্তি দায়ী থাকবে বিশ্ব–স্রষ্টা এবং বিচার–দিবসের অধিপতি আল্লাহ্ তা’লার কাছে (৩ঃ৩০)। মহান আল্লাহ্ তা’লার এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বিচার ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিতে পারে কি?

২) **‘সালাম’ দ্বারা অভিবাদনঃ** কোন ব্যক্তি মুসলমানদের ন্যায় ‘সালাম’ দিলে তাকে ‘তুমি মোমেন নও’ একথা বলা যাবে না (আল নেসাঃ ৯৪)। ইসলামের এই সহজ–সরল শিক্ষা যে বা যারা মানতে অনিচ্ছুক তাদের পরিনতি কি?

৩) **কলেমা উচ্চারণ–কারীকে ‘কাফের’ বললে অপবাদ–কারী নিজেই ‘কাফের’ বলে আখ্যায়িত হবেঃ** বিষয়টি সম্পর্কে এই হাদীসটি প্রনিধান–যোগ্যঃ “কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ‘ফাসেক’ বলবে না এবং ‘কাফের’ হওয়ার অপবাদ দিবে না। কেননা যদি সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে সেরূপ না হয়, তবে তার অপরাধ সেই (অপবাদকারীর) উপরই প্রত্যাবর্তন করবে” (বুখারী)। অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছেঃ “যে তার মুসলমান ভাইকে কাফের অ্যাখ্যা দিবে, সেই ‘কুফরী’ উল্টো তারই উপর বর্তাবে” (মুসলিম শরীফ)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর এরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও কোন কলেমা উচ্চারণ–কারীকে অ–মুসলিম অথবা ইংরেজীতে ‘নট–মুসলিম’ অথবা আন্তঃসাম্প্রদায়িক ফতোয়াবাজীর (পরে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে) দ্বারা ঘোষিত ‘কাফের’ এবং ‘পাক্কা কাফের’ ইত্যাদি অপবাদগুলো যে বা যারা অন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করে–এই দুটি হাদীস অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে তাদের অবস্থান খুবই দুঃখজনক। ইসলামের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী তাদের নিজেদের ঈমান এবং আমলের অবস্থান কলেমা তৈয়বের বিপক্ষের অবস্থান নয় কি?

৪) **আল্লাহ্ ব্যতীত হৃদয়ের খবর কেউ জানে নাঃ** পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো বরাত এবং ধর্মীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনাবলী কম–বেশী সকল মুসলমান পন্ডিতদের জানার কথা। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ কয়েকটি বরাত উল্লেখ করা হলোঃ

* “তুমি বলো, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা গোপন করো অথবা তা প্রকাশ করো আল্লাহ্ তা জানেন।” (আলে ইমরানঃ ৩০)।

* “আর তোমার প্রভুর–প্রতিপালক তাও জানেন যা তাদের বক্ষ গোপন করে এবং তাও জানেন যা তারা প্রকাশ করে” (২৮ঃ৭০)।

* "তুমি কি শক্তি প্রয়োগর দ্বারা লোকদেরকে মু'মিন (বিশ্বাসী) হতে বাধ্য করতে পার ?" (ইউনুস ঃ ১০০)।

* আরো দ্রষ্টব্য ঃ ২ঃ৭৮, ১১ঃ৬, ১৬ঃ২৪, ৩৬ঃ৭৭ (পবিত্র কুরআনের এই আয়াত সমূহ)।

৫) প্রত্যেকের বিবেকের কাছে প্রশ্ন হলোঃ অন্যের হৃদয়ের খবর কি ফতোয়াবাজ আলেমরা জেনে ফেলেছেন এবং কাউকে তলোয়ার দ্বারা বিশ্বাসী বানাবার নতুন কোন ধর্মীয় বিধান আবিস্কার করতে পেরেছেন? হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যাতে কলেমা তৈয়ব উচ্চারণ করা সত্ত্বেও একজন সাহাবা শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) পরে বিষয়টি জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ 'তুমি কি তার হৃদয় চিরিয়া দেখেছিলে'? (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান/ মসনাদ ইমাম আহমদ)। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, মানুষের হৃদয়ের খবর একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন। প্রশ্ন হলোঃ অন্যকে যারা কাফের আখ্যা দিতে সদা তৎপর সেই সকল দল বা ফিরকার মোল্লা–মৌলবীগণ সর্বজ্ঞানী হওয়া তথা হৃদয়ের খবর জানার দাবী করতে চান কিসের ভিত্তিতে?

৬) 'কলেমা তৈয়্যব' উচ্চারণ–কারী সকলের প্রতি সাদর সম্ভাষণ 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এর গুরুত্বঃ উপরোক্ত নীতিগত এবং দৃষ্টান্ত–মূলক বিষয়গুলোর আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ "আমাদের ধর্মের সার–সংক্ষেপ এবং নির্যাস হলোঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌।" (ইযালায়ে আওহাম)। তিনি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেছেনঃ "কোন মৌলবী বা কোন বিরুদ্ধবাদী অথবা কোন গদ্দী–নশিন পীর তাদের 'কুফরী' ফতোয়া প্রদানের পূর্বে আমি প্রথমে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলাম বলে কখনও কি প্রমাণ দিতে পারবেন?"(হাকীকাতুল ওহী, পৃ–১২২)।

বস্তুতঃপক্ষে ইসলামের পবিত্র কলেমা পাঠ করার পরও যে বা যারা সন্ত্রাসী এবং সহিংস কর্ম–কান্ড, জ্বালাও–পোড়াও, ধ্যান–ধারনার দর্শনে বিশ্বাস করতঃ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অবমাননা করে চলেছে এবং সেই সংগে অন্যদেরকে অমুসলিম, নট–মুসলিম ইত্যাদি ঘোষণার জন্য চিৎকার করছে তাদের জন্য প্রশ্ন হলোঃ পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাদের নিজস্ব অবস্থানটা কি এবং কোথায়? এই নির্ণয় কি নিজ নিজ বিবেকের কাছে নিজেরাই করতে পারবেন? ধর্মীয় ইতিহাসের অতীতের ঘটনাবলী এবং সাম্প্রতিক কালের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে যারা ঐশী কোপানলের শিকার হয়েছে তাদের অবস্থান কি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য–কারী সুস্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত সাক্ষ্য–প্রমাণ দ্বারা সত্যায়িত হয় নাই? পৃথিবীর সকল কলেমা তৈয়ব–উচ্চারণকারীর প্রতি পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী জানাচ্ছি 'আস–সালামু আলাইকুম' এবং আশা করছি তারা উত্তর দিতে কার্পন্য করবেন না।

ধর্ম–নিন্দা বা 'ব্লাসফেমী' অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের

অধিকার কোন মানুষকে দেওয়া হয় নাই

স্রষ্টার নিন্দা করা বা ধর্মের নিন্দা করাকে 'ব্লাসফেমী' (Blasphemy) অপরাধ বলা হয়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী এরূপ অপরাধীকে শাস্তিদানের ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষ অথবা মানুষের হাতে তুলে দেয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে হাসি–ঠাট্টা করা এবং মূর্ত্তি–পূজা এবং কল্পিত দেব–দেবতার পূজা–অর্চনার জন্য ব্যবহৃত বস্তু–সামগ্রী সম্পর্কে গালাগালি করা নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর নিন্দাকারীকে বাহ্যিক শাস্তি তথা মৃত্যুদন্ড প্রদান করার শিক্ষা পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত নয়। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কয়েকটি বরাত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১)"এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে অবতীর্ন করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ঐগুলির প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসিও না, যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়। অন্যথায় সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সকল মুনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন্‌ নিসা–৪ঃ১৪১)

২)"এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।" (সূরা আল্‌ আনাম–৬ঃ৬৯)

এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি বিদ্রুপকারীদের থেকে দূরে থাকতে এবং এরূপ বাজে কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে উপদেশ প্রদান করা হয়ছে–কোন বাহ্যিক শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

৩) "এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর করে দেখিয়েছি। এর পর তাদের প্রভুর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (সূরা আনআম- ৬ঃ১০৯)

এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলোর এবং কল্পিত দেবতাগুলোর নিন্দা করতে।

৪) "তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিস্কার করে দেবে,অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসুল এবং মুমেনদের জন্য;কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়"। (সূরা আল মুনাফেক–৬৩:৯)

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে অভিযাত্রী সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই অবমাননাজনক কথা আব্দুল্লাহ–বিন–উবাই বলছে হযরত রসুলে পাক (সা.)–এর বিরুদ্ধে। তাঁরা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে,অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই কে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। প্রামাণ্য র্বণনায় আছে যে, এই ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ–বিন–উবাইর পুত্র রসুলে পাক (সা.) এর কাছে হাযির হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। সেই পুত্র এই যুক্তি দেখালো যে, যদি অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করে তাহলে, হতে পারে, পরবতীকালে সে অজ্ঞতাবশত: তার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবে। শত শত বৎসর ধরে আরবদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা তাদের নিজেদের এবং নিকট আত্নীয়দের সামান্য অপমানেরও প্রতিশোধ গ্রহন করতো। সম্ভবত এই প্রথার কারণেই ঐ

পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি চেয়েছিল।

কিন্তু হযরত রসূল পাক (সা.) না তার সেই প্রার্থনা অনুমোদন করলেন ,না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফেক আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে কোন প্রকারে কোন শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। (ইবনে হিশাম কতৃক বর্ণিত:ইবনে হাশিম:আস সিরাতুন নব্বীয়া, তৃতীয় খন্ড,পৃ:১৫৫)।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে,আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর মৃত্যুর পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ব্যক্তির জানাজা নামাযের ইমামতী করেছেন (বুখারী: কিতাব আল জানায়েয)। পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ইসলামের সহনশীলতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেমন একটি অবিস্মরনীয় দৃষ্টান্ত, তেমনি মহানবী (সা.)-এর একজন নিন্দা-কারীকে হত্যা-দন্ড না দেওয়ার শিক্ষা বিশ্ববাসীর জন্য সুস্পষ্টভাবে সত্যায়িত হয়েছে।

৫) হযরত মরিয়ম এবং ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নিন্দাজনক মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত রয়েছেঃ "এবং তাদের (ইহুদীদের) অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে (তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন)।" (৪ঃ১৫৭)।

এই আয়াতে সম-সাময়িক ইহুদী পন্ডিতগণ কিভাবে হযরত মরিয়মকে (আ.) অসতী বলে অপবাদ দিয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সেজন্য ইহুদীদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। অন্য কোন পার্থিব শাস্তির কথা বলা হয় নাই।

৬) পবিত্র কুরআনে খৃষ্টানদেরকেও ঈশ্বর-নিন্দা (ব্লাসফেমী) অপরাধের জন্য কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা খৃষ্টানরা এরূপ জঘন্য দাবী করে যে, এক নারীর গর্ভে খোদার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছে। "আর সে যেন তাদের সতর্ক করে যারা বলে, আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন।" (১৮ঃ৫)। "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও (জ্ঞান) ছিল না। এটা অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে।"(১৮ঃ৬)। এরূপ বর্ণনা দ্বারা ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদেরকে ঈশ্বর-নিন্দার জন্য অবধারিত ঐশী-শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে কোন মানুষকে সেজন্য মৃত্যুদন্ড প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেনঃ "মানুষকে বাক-স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিশাস্ত্রগতভাবে ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য কোন জাগতিক শাস্তিদানকে সমর্থন করে না, যদিও তা সমসাময়িক বিশ্বে সাধারণভাবে, সমর্থন করা হয়। গভীর মনোযোগ সহকারে, ব্যাপকভাবে বার বার কোরআন শরীফ পাঠ করেও আমি তার মধ্যে এমন একটি আয়াতও পাইনি যাতে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরনিন্দা মানব-প্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।" [১২]

মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে ধর্মের প্রচার করতে হবে ঃ উপরোক্ত আলোচনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, 'ব্লাসফেমী' অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মৃত্যুদন্ড অথবা অন্য প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারে না। এরূপ শাস্তি প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং ইসলাম-বহির্ভূত বিষয়। ইসলাম নৈতিকভাবে ঈশ্বর-নিন্দা এবং কোন ধর্ম-প্রবর্তকের নিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় এবং ঐরূপ নিন্দাকারীদেরকে ঐশী শাস্তির জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও নাই যাতে বলা হয়েছে যে, ব্লাসফেমী বা ঈশ্বর-নিন্দা এবং ধর্ম-নিন্দার অপরাধের জন্য কোন মানুষ বা মানবীয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারে। বাক-স্বাধীনতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতার এমন সুমহান শিক্ষা এবং আদর্শের ভিত্তিতে যুগে-যুগে ইসলাম মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমান যুগেও সেভাবেই ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে বলেছেনঃ "তরবারি (অস্ত্র) দখল করতে পারে ভূ-খন্ড, কিন্তু হৃদয় নয়। শক্তি মাথা নত করাতে পারে, কিন্তু মন নয়।"[বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান,পৃঃ৩৯] এজন্য আহমদীগণ যুক্তি-প্রমাণ, ঐশী-সাহায্য ও ঐশী নিদর্শন-মূলক দৃষ্টান্ত সমূহ উপস্থাপন করছে এবং বিশ্বব্যাপী এই সকল আধ্যাত্মিক অস্ত্র দ্বারা চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা অর্থাৎ কলমের জিহাদ করে যাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে বর্শা-বল্লম বা অস্ত্রের দ্বারা আহমদীরা কোথাও মারামারি বা জিহাদ করছে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "আকেল কো দ্বীন পর হাকেম না বানাও হারগিজ। ইয়ে তো আনধী হ্যায়, আগর নৈয়ারে ইলহাম সাথ না হো।" অর্থঃ মানবীয় জ্ঞানকে ধর্মের ব্যাপারে কখনই বিচারক বানাইও না। সেটা তো অন্ধকার-পূর্ণ, যদি তার সাথে ঐশীবানীর আলোক-মালার সাহায্য সংযুক্ত না থাকে। (দুররে সমীন)।

(চলবে)

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

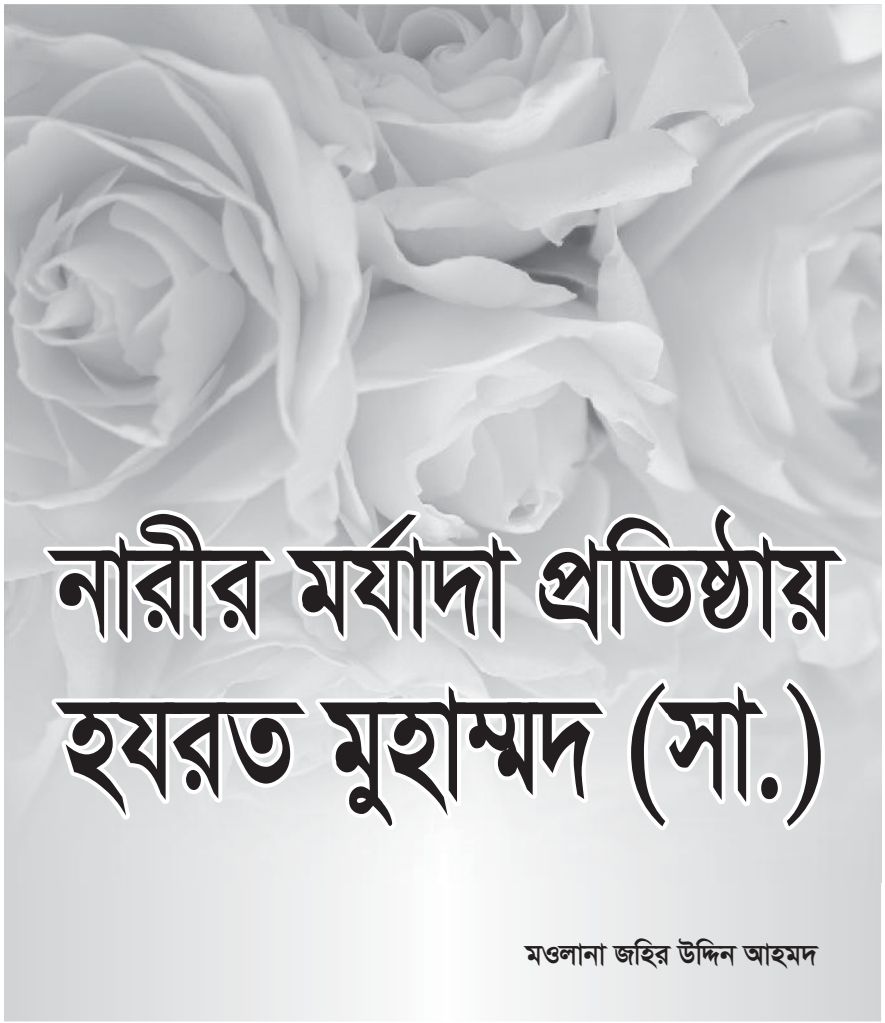

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ

পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,"আন্নি লা উযিও আমালা আমিলিম মিনকুম মিন যাকারিন আও উনসা" অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৬)। এই আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার কাছে আমলের দিক থেকে সবাই সমান। সে পুরুষ হোক বা নারী, তাতে কিছু যায় আসে না।

একটু চিন্তা করুন, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে নারীর মর্যাদা কিরূপ ছিল। পুরুষেরা নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতো। রাতের বেলায় নারী, মদ ও গান-বাদ্যের মহোৎসব করতো। সে যুগে কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াকে তারা অমর্যাদাকর ও চরম লজ্জাস্কর মনে করতো। নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি জ্ঞান করা হতো। তাদের অধিকার বলতে কিছু ছিল না। ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম নারীদের কী মর্যাদা দিয়েছে, চলুন দেখা যাক-

* খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলের মথি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "নারীরা মৃত্যুর চেয়েও তিক্ত এবং নারীরাই নরকের দ্বার"।

* হিন্দু ধর্ম মতে, নারীরা পাপ করলে সেটি পুরুষের চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হবে। আর নারী হচ্ছে অশুভ প্রাণী। ইশ্বরের সন্তুষ্টি এবং পারিবারিক সম্মানের জন্য অসহায় নারীদেরকে বলি দেয়া হতো। সতীদাহ প্রথার ন্যায় ভয়ানক প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথেই স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতায় লাফিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হতো। বলা হতো, এভাবে নারীরা তাদের সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

* বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে, নারীরা সকল পাপের জননী আর সর্বপ্রকার অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ।

* গ্রীক দার্শনিকদের মতে আগুনে পোড়া এবং সাপের দংশনের চিকিৎসা করা সম্ভব, কিন্তু নারীর অন্যায়ের সংশোধন করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম যা নারীদের পূর্ণ-অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম ধর্মে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পূর্ণ করার পর স্ত্রী চাইলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

মানবতার মুক্তির দূত, নবীকূল শিরোমনি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর আবির্ভাবে নারীরা তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষা দিলেন, 'হুন্না লিবাসুল্ লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লাহুন্না' অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য একপ্রকারের পোষাক এবং তোমরাও তাদের জন্য এক প্রকারের পোষাক। (সূরা বাকারা : ১৮৮) এখন দেখুন, পোষাকের কাজ কি? পোষাকের কাজ হচ্ছে নগ্নতাকে ঢাকা। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই একে অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে। কেননা পোষাক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণও হয়ে থাকে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন,'নিসাউকুম হারসুল্লাকুম' অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ। (সূরা বাকারা : ২২৪)। একজন ভাল কৃষক যেভাবে সর্বদা নিজের মূল্যবান জমিনের হিফাযত করে, পরিশ্রমের মাধ্যমে জমিনের পরিচর্যা করে, জমিকে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করে, তেমনি ভাবে হে পুরুষগণ! নারীরা তোমাদের অমূল্য-সম্পদ। সঠিকভাবে তাদের হিফাযত করা, তাদের ভাল-মন্দের দিকে দৃষ্টি রাখা এবং তাদের সাথে উত্তম দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে তোমরা কোন ত্রুটি করো না।

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি (সা.) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই (সা.) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারীর উত্তরাধিকার কায়েম করেছেন। বস্তুতঃ কুরআন করীমের মধ্যেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে দেয়া আছে। একইভাবে মায়েদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে কণ্যাদের এবং স্বামীদের সম্পত্তির এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদেরকে

ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর বুকে আর কোন ধর্মই এভাবে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেনি।

একইভাবে তিনি (সা.) নারীদেরকে তার সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা দান করেছেন। স্বামীর এই অধিকার নেই যে, স্বামী হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করবে। নারী তার সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে।

নারীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিও তিনি (সা.) যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। একবার নামায পড়ার সময় তিনি (সা.) একটি বাচ্চার কান্না শুনতে পেলেন। এজন্য তিনি তাড়াতাড়ি করে নামায পড়ানো শেষ করলেন। পরে বললেন, একটি বাচ্চা কাঁদছিল, আমার মনে হলো, ওর মায়ের মনে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে। কাজেই, আমি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলাম, যাতে বাচ্চাটার মা ওর খবর নিতে পারে।' (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত)

যখন তিনি এরূপ কোন সফরে যেতেন যখন মহিলারাও সঙ্গে থাকতেন, তখন সব সময় ধীরে ধীরে চলতে বলতেন। একবার এরকম এক অবস্থায় যখন সৈনিকরা তাদের ঘোড়া ও উটগুলিকে লাগাম ঢিলা করে দিয়ে জোরে তাড়া করতে শুরু করলো, তখন তিনি বললেন, আরে করছো কি তোমরা! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো! অর্থাৎ, করছো কি! মেয়েরাও তো সঙ্গে আছে। তোমরা যদি এভাবেই উট দাবড়াতে থাকো তাহলে তো ঐ কাঁচগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

একবার এক যুদ্ধের ময়দানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে উট ও ঘোড়াগুলোকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। রসূলে করীম (সা.) পর্যন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেক মহিলাও পড়ে গিয়েছিলেন। এক সাহাবী পিছন থেকে রসূল (সা.) এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) এর পা তখনো রেকাবের মধ্যে আটকে ছিল এবং তিনি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সা.) তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিজকে মুক্ত করলেন এবং ঐ সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন,'আমাকে ছাড়ো, ঐদিকে, মেয়েদের দিকে যাও।'

যখন রসূলে করীম (সা.) এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি সব মুসলমানদেরকে একত্রে সমবেত করে যে সব ওসীয়্যত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা ছিল,'আমি তোমাদেরকে আমার শেষ ওসীয়্যত (উপদেশ) এই করছি যে, নারীদের সঙ্গে যেন সর্বদা উত্তম আচরণ করা হয়।' তিনি একথাও প্রায়ই বলতেন যে,'যার ঘরে মেয়েরা আছে এবং সে তাদের লেখাপড়া শিখায়, এবং ভালভাবে তরবিয়ত করে, খোদা তা'লা কেয়ামতের দিন তাঁর জন্য দোযখ হারাম করে দিবেন।' (তিরমিযী শরীফ)

সাধারন আরবদের মধ্যে এটি রেওয়াজ ছিল যে, স্ত্রীলোকেরা যদি কোন ভুল-ত্রুটি করতো, তবে তাদেরকে মারধোর করা হতো। রসূল করীম (সা.) যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন,'নারীরা খোদা তা'লার দাসী, তোমাদের নয়। তাদেরকে কখনোই মারধোর করবে না।' তিনি (সা.) আরো বলেন,'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, কিংবা তাকে মারধোর করে, তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে, সে খোদার দৃষ্টিতে সৎ বলে বিবেচিত হবে না।' এ ঘোষনার পর নারীর অধিকার রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) এর অনুগ্রহে প্রথমবারের মত নারীরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করে। (আবু দাউদ, কিতাবুন্ নিকাহ্)

মাবিয়া আল কুশায়বি বলেছেন,'আমি রসূলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার কী?' তিনি বললেন,'খোদা তোমাকে যা খেতে দিয়েছেন, তা তুমি তাকে খেতে দাও, খোদা তোমাকে যা পড়তে দিয়েছেন তা তুমি তাকে পড়তে দাও, এবং তাকে থাপ্পরও মেরো না, গালিও দিও না। এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিও না'। (আবু দাউদ)

তিনি (সা.) স্ত্রীলোকদের আবেগানুভূতির প্রতি এতটা খেয়াল রাখতেন যে, তিনি সর্বদাই উপদেশ দিতেন যে, যারা বাইরে সফরে যায়, তাদের উচিৎ শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফেরা, যাতে বাল্-বাচ্চাদের কষ্ট না হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ননা করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি সফরে গিয়ে তার সেইসব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে যার জন্য তাকে সফরে যেতে হয়েছিল, তখন তার উচিৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করে শীঘ্র ফিরে আসা। (বুখারী ও মুসলিম)

নিজ স্ত্রীদের প্রতি তাঁর (সা.) আচরণ ছিল অতি নম্র এবং ন্যায় ভিত্তিক। কোন কোন সময় তাঁর (সা.) স্ত্রীরা (রা.) তাঁর প্রতি কঠোরতাও প্রদর্শন করতেন। কিন্তু তিনি কিছু না বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। হযরত খাদিজা (রা.), যিনি ছিলেন তাঁর (সা.) প্রথম স্ত্রী এবং যিনি তাঁর জন্য বড় বড় কুরবানী করেছিলেন, তার ইন্তেকালের পর রসূল (সা.) কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন। এই স্ত্রীরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) কখনোই হযরত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথা ভুলে যাননি। হযরত খাদিজার (রা.) বান্ধবীরা যখনই আসতেন, তিনি (সা.) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম) হযরত খাদিজার হাতের তৈরী কোন জিনিস যদি তাঁর (সা.) সামনে এসে যেত, তাঁর চোখ অশ্রু-সজল হতো।

মহানবী (সা.) বলেছেন, নারীদেরকে পাঁজড়ের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি যদি একবারে এটিকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। অর্থাৎ তাদের স্বভাবে কিছুটা বক্রতা রাখা হয়েছে। কিন্তু এটিই নারীদের সৌন্দর্য্য। তাদেরকে যদি একবারেই সোজা অর্থাৎ সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় আর সেজন্য আশোভন ও কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে সেটি কখনো সম্ভব হবে না। এভাবে সেই হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে, অর্থাৎ নারীরা বিগড়ে যেতে পারে। প্রেম-ভালোবাসা, সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের সংশোধন করতে হবে।

একটি হাদীস থেকে নারীদের মর্যাদা পরিস্কার ফুটে উঠে। একদা এক ব্যক্তি এসে মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পৃথিবীতে আমি কাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান করবো? তিনি (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি (সা.) আবার বললেন, তোমার মা। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে?

তিনি (সা.) আবার বললেন, তোমার মা। লোকটি যখন চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী কে? তখন রসূল (সা.) বললেন, তোমার বাবা। ভেবে দেখুন, ইসলামে নারীর মর্যাদা কতটুকু।

ইসলাম এমন একটি পবিত্র-ধর্ম, যা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের অধিকার খুব সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করে এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান রাখার কথা ঘোষনা করে। ইসলামের নেতা মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,'তালাবুল ইলমে ফারিযাতুল আলা কুল্লি মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতিন' অর্থাৎ প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর বিদ্যার্জন করা আবশ্যক। এখানে নারী-পুরুষ উভয়কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমানভাবে তাকিদ করা হয়েছে, কোন বৈষম্য করা হয়নি।

বর্তমান যুগে অমুসলিমগণ ইসলামের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করে যে ইসলামে পর্দার বিধান রেখে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, নারীদেরকে গৃহবন্দী করা হয়েছে, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনকি কিছু হতভাগা মুসলমানও এহেন ধারনা পোষণ করে। অথচ পর্দার মূল উদ্দেশ্যই হল নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, সামাজিক কদাচার থেকে রক্ষা পাওয়া। পর্দার মাধ্যমে বরং নারী পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

পবিত্র কুরআনে কোথাও এমন শিক্ষা দেয়া হয়নি যা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরী করে। পর্দার ব্যাপারে সূরা নূরে নারীর আগে পুরুষকে পর্দা করার তাকিদ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সব নর-নারীকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের গন্ডি নির্ধারণ করে তা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার একটি বৈষম্যহীন-শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে যারা নারীদের অবাধ স্বাধীনতার নামে তাদের বেপর্দেগীতে উৎসাহিত করে, ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে, তারা আবার নিজদেরকে সভ্য, শিক্ষিত ও আধুনিক বলে দাবী করে। অথচ বর্তমান তথাকথিত সভ্য সমাজে চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতি, হত্যা, ধর্ষণ, মদ্যপান, ব্যভিচার, হেন কোন ঘৃণ্য-অপরাধ নেই, যা সংঘটিত হচ্ছে না। অপরপক্ষে মহানবী (সা.) এর আগমনের পর ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা পর্দার ভেতরে থেকেই তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছিল এবং প্রভূত জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেছিল। সে সমাজ এসব ঘৃণ্য অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল। কৈ পর্দা তো তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে নি। বরং বর্তমান যুগে নারী-স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে অবাধে পর্দাহীন ভাবে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ধর্মের অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে পর্দাহীনতার ফলে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রাজা বাদশাদের যুগে তাদের বিনোদনের জন্য প্রমোদ-শালা থাকত, যেখানে মেয়েদের নাচ গান হতো। রাজা বাদশাহরা তা দেখতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। এসব বাইজী বা নর্তকীদেরকে কেউ চরিত্রবতী বলতো না। তাদের সংখ্যা খুব কম ছিল। কিন্তু আজ আমরা কী দেখতে পাই? সরকারী বেসরকারী বড় বড় অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানের নামে শত শত মেয়েরা নাচে, আর হাজার হাজার মানুষ তা বসে উপভোগ করে। বিভিন্ন পন্যের বিজ্ঞাপনে এবং চলচ্চিত্র ও নাটকে মেয়েদেরকে নাচানো হয়, খোলামেলা ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা, নাটক বা বিজ্ঞাপনে মেয়েদেরকে উপভোগের বস্তু বানিয়ে তাদের সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে। কিন্তু নারীরা আজ তা অনুধাবন করতে পারছে না।

এভাবে অর্থের বিনিময়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে নারীদেরকে অশালীনভাবে প্রদর্শন করায় নারীদের সম্মান কি বৃদ্ধি পাচ্ছে? আইয়ামে জাহেলিয়াতে (অজ্ঞতার যুগে) মেয়েদের না-কি পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করা হতো। পক্ষান্তরে আধুনিক বিশ্বে মেয়েরা নিজদেরকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করছে। পার্থক্য কেবল এতটুকু, তখন নারীদেরকে বাধ্য করা হতো, আর আজ আধুনিকতার নামে নারীরা নিজেরাই নিজদেরকে পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করে। এটি কি নারীর সম্মান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে?

একজন নারীর কতটুকু মর্যাদা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে দেখুন! আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল সৎকর্ম-পরায়না স্ত্রী। (ইবনে মাজাহ্, আবওয়াবুন্ নিকাহ্) কোন নারী যদি নেক, আদর্শবান ও স্বামীর অনুগত হয়, তবেই তো সে স্বামীর কাছে পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হবে।

মহানবী (সা.) আরো বলেন,'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত'। কোন মা যদি ইসলামী আদর্শ ধারন, লালন এবং অনুশীলন করে, অর্থাৎ নিজে যদি জান্নাতী-মা হয়, তবেই তো সে তার সন্তানকে বেহেস্ত উপহার দিতে পারেন। কেননা সুমিষ্ট ফলের আশা তখনই করা যায়, যখন গাছটি ভাল জাতের হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একথা কখনো মনে করো না, স্ত্রী এমন জিনিষ যাকে নিতান্তই তুচ্ছ, অবহেলিত ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে গণ্য করা যায়। কক্ষনো না। আমাদের হাদীয়ে কামেল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,"খাইরুকুম খাইরুকুম লে আহলিহী ওয়া আনা খাইরুকুম লেআহলী" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে নিজ স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। আর তোমাদের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সদাচরণের বিষয়ে আমি সর্বোত্তম। স্ত্রীর সাথে যার আচরণ ও ব্যবহার ভাল নয়, সে পূণ্যবান হয় কিভাবে? অন্যদের সাথে মানুষ কেবল তখনই উত্তম ও সদাচরণ করতে পারে, যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আর তার সাথে সর্বোত্তম জীবনযাপন করবে। (মলফুযাত: ২য় খন্ড, পৃ.১৪৭)

অতএব, বিনা বাক্য ব্যয়ে একথা স্বীকার করতে হবে, ইসলামে মহানবী (সা.) নারীর যে মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্য কোন ধর্মে বা সমাজে তেমনটি নেই। একটি পরিবারে নারীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের লালন পালন, স্বামীর সেবা যত্ন, সর্বোপরি একটি পরিবারকে আগলে রাখে একজন নারী। মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে নারীর যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে নারীদের এ মর্যাদা উপলব্ধি করে সেটি রক্ষা করার সৌভাগ্য দান করুন।

অবিস্মরণীয় নাম
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

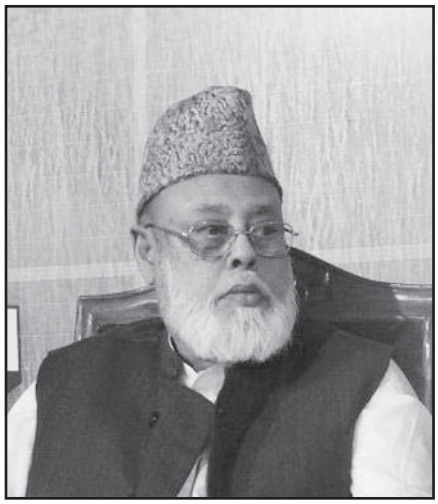

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে সৃজনশীল লেখার এক অনন্য ব্যক্তির নাম আহমদ তৌফিক চৌধুরী । তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে সুনামগঞ্জ জেলার সেলবরসের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ হিন্দু থেকে মুসলমান এবং হানাফি ফেরকার অনুসারী ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, গোবর্দ্ধনের অধঃস্তন পুরুষ প্রেম নারায়ণের পুত্র রাধাবল্লভ সম্ভবতঃ ১৬৬২ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় মোহাম্মদ জামান ওরফে মিয়া ময়মন। মিয়া ময়মন মীর মোহাম্মদ সাইয়েদ ওরফে মীর জুমলার এক কন্যাকে বিয়ে করেন। খান খানান মোয়াজ্জিম খান খেতাব প্রাপ্ত মীর জুমলা ছিলেন বাংলার সুবেদার।

মিয়া ময়মনের বংশক্রমধারা নিম্নরূপ :-

(১) মিয়া ময়মন, (২) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ শমশের, (৩) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ দরবেশ, (৪) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ বাসের, (৫) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ হাজের, (৬) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ হায়দার, (৭) তদীয় পুত্র মোহাম্মদ কমর, (৮) তদীয় পুত্র গোলাম রবিব। (৯) তদীয় পুত্র গোলাম জিলানী।

এই গোলাম জিলানীর পুত্র আহমদ তৌফিক চৌধুরী। তাঁর মাতার নাম আশরাফুন্নেসা চৌধুরানী। এক ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি মেজো। সেলবরস ও বীরগাঁও এলাকায় তাঁর পিতার বিরাট জমিদারী ছিল। ফলে জমিদার গোলাম জিলানীর একমাত্র পুত্র আহমদ তৌফিক চৌধুরী শৈশব থেকে অভিভাবকদের অত্যন্ত স্নেহস্পর্শে মানুষ হন। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের নিকট ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা শুরু হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য তাকে সিলেট রসময় স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। ১ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে ১২ বছর বয়সে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হয়। ফলে জীবনে ঝাঁকুনী আসে। পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। লেখাপড়ায় দু' বছর ব্যাঘাত হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি সুনামগঞ্জ সরকারী হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিন বছর অধ্যয়নের পর ১৯৪৯ সালে বড় বোনের নিকট ময়মনসিংহে চলে যান এবং ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। পরে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করে ১৯৫৩ সালে মেট্রিক পাশ করেন। পরবর্তীতে আনন্দ মোহন কলেজে লেখাপড়া করেন। তখন সে কলেজের শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, যিনি ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই অজানাকে জানার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল। যে কোন জিনিষেরই তিনি কারণ খুঁজতেন। ধর্মীয় প্রেরণা প্রবল থাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের পার্থক্যের হেতু কি তা নিয়ে ভাবতেন। ফলে ধর্মীয় গবেষণার প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ময়মনসিংহ শহরে তাঁর বাসার নিকটে ছিল খৃষ্টানদের রিডিং রুম-গস্‌পেল হল। সেখানে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেন এবং খৃষ্টধর্মের পুস্তক পাঠে রত হন এবং হলের ইনচার্জ ও পাদ্রীদের সাথে আলোচনা করতে থাকেন। তাদের মতবাদের নিকট মুসলমানদের যুক্তির অসারতা উপলব্ধি করে তিনি ব্যথিত হন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কোন আশানুরূপ উত্তর তিনি মৌলানাদের নিকট পাননি।

এই টানাপোড়েনের মাঝে ১৯৫৫ সালে INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE HOLY QURAN নামক একটি গ্রন্থ তাঁর হস্তগত হয়। এটা আহমদীয়া জামা'তের নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) কর্তৃক রচিত, যাতে বেদ, বাইবেল ও পবিত্র কুরআনের তুলনামূলক আলোচনা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সন্নিবেশিত রয়েছে। এটা পাঠে চৌধুরী সাহেব এক ঐশী নেয়ামতের স্বাদ পান এবং আহমদীয়া জামাতের আরো পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করেন। ১৬ অক্টোবর ১৯৫৬ সালে খালাতো বোন রেহানা চৌধুরানীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। অতঃপর আহমদীয়াতের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে ১৯ মে ১৯৫৭ সালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বয়আত গ্রহণের প্রায় ৮ বছর পূর্বে স্বপ্নে তাঁকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে দেখানো হয়। তাঁর স্ত্রীও স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের সুসংবাদ পান।

বয়আত গ্রহণের পর তাঁর মাঝে বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি আহমদীয়া জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেমে পরিণত হন। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণায় ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণে লেখালেখিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ১৯৬০ এর দশক থেকে পাক্ষিক আহমদীতে তাঁর অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত লেখায় নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তা জ্ঞান-পিপাসু পাঠকদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হয়। ১৯৬০ সালে তিনি ধর্মের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং অনারারী মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োজিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে সেলবরস জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হন প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং দীর্ঘদিন এ জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিনি রিজিওনাল কায়েদ ছিলেন। খোদ্দামের কর্ণধারের এ দায়িত্ব পালনকালে ৪ ও ৫ নভেম্বর ১৯৬২ সালে খোদ্দামের প্রথম রিজিওনাল ইজতেমা এবং ২ ও ৩ নভেম্বর ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয় রিজিওনাল ইজতেমা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত ইজতেমা সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ৪৭তম সালানা জলসা। এতে প্রথম বক্তা ছিলেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর সাদাকাতের ওপর বক্তৃতা শুরু করলে বিরুদ্ধবাদীরা আশেকে মসীহদের ওপর আক্রমণ করে। ফলে মোহাম্মদ ওসমান গনি ও মোহাম্মদ আব্দুর রহিম শহীদ হন এবং শতাধিক আহত হন। চৌধুরী সাহেবের ওপরও ঢিল পড়ে।

চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশ জামা'তের মুখপত্র

শুধু পাক্ষিক আহমদীতেই লিখেননি। তিনি আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ থেকে ষাট দশক হতে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক 'আল মিনার' ও দ্বি-মাসিক 'ঋতুপত্র' নামে পত্রিকা দু'টির সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন তিনি। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ ও বাহাই প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের সত্যতা প্রচার করেন। এছাড়া তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণ এ দেশের শিক্ষিত সুধী মহলে প্রচারের লক্ষ্যে তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা করেছেন, যা একত্ববাদের শিক্ষায় ভরপুর। বিধর্মীরা যুগে যুগে একই ধর্ম আবির্ভাবের ঐশী-আলোর সন্ধান পান। তাঁর বইয়ে বাংলা, আরবী, উর্দু, ইংরেজী সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষার উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত আছে। কলকাতা ও ওয়াশিংটন থেকেও বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে। কাসরে সলীব পাবলিকেশন ও পরে ঋতুপত্র প্রকাশনী নামে তাঁর প্রকাশনা হতে পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করেছে। তিনি ক'বছর পাক্ষিক আহমদীর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯০ সালে চৌধুরী সাহেব ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পরে নায়েব ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি ২১ মে ১৯৯৫ সাল হতে ৩১ মে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এমারতের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর এমারতকালে এদেশের মোখালেফাতের প্রবহমান ধারাকে প্রতিহত করতে তিনি রাবেতার কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। নিজে লেখক ও সাহিত্যিক হওয়ার সুবাদে এদেশের কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে তাঁর সুপরিচিতি ছিল। তাই সুধী সমাজের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিরা মানবতা ও ন্যায়ের পক্ষে তথা আহমদীয়াতের অনুকূলে কথা বলেছেন।

তিনি যেমন একজন বিশিষ্ট গবেষক, সুলেখক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন, তেমনি একজন পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তাও ছিলেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ অসংখ্যক উদ্ধৃতির বক্তৃতায় মানুষ আকৃষ্ট হতো। জলসা এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাঁর বক্তৃতা প্রাণবন্ত হতো। শ্রোতারা মোহিত হয়ে যেতেন। তিনি অনেক দেশ সফর করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দান করেন। তন্মধ্যে পাকিস্তান, ভারত, সিঙ্গাপুর, কানাডা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, দোহা, মেক্সিকো, রাশিয়া, জার্মানী ও জাপান উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ধর্মের ওপর তাঁর বক্তৃতা আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশে বিদেশে তাঁর প্রধান বক্তৃতাগুলি হল :–

ঢাকা জলসায় প্রথম বক্তৃতা ৮/৫/১৯৬০, ইসলামিক একাডেমী ঢাকা ১৩/৭/১৯৬৭, নটরডাম কলেজ ঢাকা, ২৫/৬/১৯৬৯, ইসলামী (ফাউন্ডেশন) ঢাকা ২৫/৯/১৯৭০, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ ১৫/১/১৯৭১ ও ১৭/৫/১৯৭৩, ক্যাথলিক মিশন, ময়মনসিংহ ২৮/১২/১৯৭৩, বিবেকানন্দ হল কলকাতায় বক্তৃতা ১৩/১০/১৯৭৬, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ ১২/৪/১৯৭৮, গোলপার্ক, কলকাতা ১৩/৫/১৯৭৮, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৭/১৯৭৯, গোলপার্ক, কলকাতা ৭/৪/১৯৭৯, বিবেকানন্দপুর (পঃবঙ্গ) ২৬/৪/১৯৮০, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ১৫/১১/১৯৮০, বিবেকানন্দ কলেজ, বেহালা ১৮/১১/১৯৮০, মুসাবনি বিহার ১৭/৩/১৯৮১, বোলপুর (শান্তিনিকেতন) ১৭/৩/১৯৮৭, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ ৭/১০/১৯৮৯, উরিষ্যার কেরেঙ্গে ১৯ ও ২০ মে ১৯৯০, সুংড়া ২২/৫/১৯৯০, হিন্দুতীর্থ স্থান পুরীতে ২৫/৫/১৯৯০, কটকে ডিভাইন লাইফ সোসাইটির সভায় ২৩/২/১৯৯১, পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামান ১১/৫/১৯৯২ এবং উড়িষ্যার কেরেঙ্গ, সুরু, ভদ্রক ও কটকে ২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ মে ১৯৯৩। ২৫/৭/১৯৯৬ টিলফোর্ড ইসলামাবাদে ইংরেজী বক্তৃতা। ২৮/১২/১৯৭৩ বিবেকানন্দ হলের বক্তৃতা (উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৮০ বাংলায় প্রকাশিত)। শেষে সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, "চৌধুরী সাহেবের মত মানুষ যদি প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যেত, তবে সমগ্র পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত। (আলবুশরা নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৩)।" উড়িষ্যার এক বক্তৃতা সম্বন্ধে বদর পত্রিকা লিখে, "বাংলাদেশ জামাতের এই বিশিষ্ট বক্তা ইসলাম ও আহমদীয়াতের শানের ওপর এমন তত্ব ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন যে, সমস্ত সভাস্থল বিমোহিত হয়ে গেল এবং শ্রোতারা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল (১২ জুলাই ১৯৯০)। কটকের বক্তৃতায় হাজার হাজার হিন্দু 'গোলাম আহমদ কি জয়' ধ্বনি দিয়ে উঠে।" এই সংবাদ জেনে সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব বলেন, May you become a most successful Daee" ila Allah by the grace of Allah (2262/23-4-91) রাবওয়া থেকে নাজের ইসলাহ্ ও ইরশাদ লিখেন, "আপ জেয়সে ফিদায়ী দায়ী ইলাল্লাহ্ জামায়াত কো (আল্লাহ্ তা'লা) আতাকরে। (RF 5908/4-4-91) (সূত্র : আমার কথা পৃ:-৬৩-৬৪)

বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী চৌধুরী সাহেব আহমদীয়া জামা'ত ছাড়াও ময়মনসিংহে অনেক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন:– ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি, শুক্রবাসরীয় সাহিত্য মজলিসের সভাপতি, রাইফেল ক্লাব, নাটাব, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সমিতি ও বাংলা একাডেমীর সদস্য, বিকপ্যাজ এস, সি, ই, এম, আর, সি, গ্রামীন সংবাদ পত্র সম্পাদক পরিষদ ইত্যাদির কার্যকরী পরিষদের সদস্য, ঋতুপত্র পদকের প্রবর্তক, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ পত্রিকা 'মহুয়া'র অন্যতম সম্পাদক এবং উপদেষ্টা ইসলামী ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ প্রভৃতি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বে হিন্দু ধর্মের অধ্যায়টি দেখার জন্য চৌধুরী সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি তা দেখে হুযূরের খেদমতে পেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সেলবরস জামা'তকে প্রায় ষোল বিঘা জমি দান করেন এবং ময়মনসিংহ শহরে জামা'তের কবরস্থানের জন্য সাড়ে সাত শতাংশ জমি দান করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন।

অভিভাবক হিসেবেও চৌধুরী সাহেব সফল মানুষ। তাঁর সুযোগ্য একমাত্র ছেলে আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ছিলেন। রাবেতার কাজে তাঁর অবদান প্রশংসিত। চৌধুরী সাহেবের তিন মেয়ে। তন্মধ্যে দু মেয়ে আমেরিকা প্রবাসী। আহমদীয়া জামাতের এ পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি ৭৩ বছর বয়সে ১০ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ঢাকায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ওসীয়্যত অনুযায়ী ময়মনসিংহে তাঁর দানকৃত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি একজন মুসী ছিলেন, প্রথমে ১০ ভাগের এক ভাগ, পরে ৭ ভাগের এক ভাগ এবং শেষে ৫ ভাগের এক অংশ ওসীয়্যত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসীয়্যতের সব হিসাব পরিশোধ করে যান। কাদিয়ানের বেহেশ্‌তি মাকবেরায় মরহুমের কাতবা লাগানো হয়েছে। তিনি পরলোকে চলে গেলেও অমর হয়ে আছে তাঁর কীর্তি, লেখনীতে বেঁচে আছেন আহমদীয়াতের স্বর্ণালী ইতিহাসের পাতায় এবং তা প্রজ্জ্বলিত থাকবে আহমদীয়াতের বিজয় গাঁথা কাহিনীতে। তাঁর কর্ম ও জীবনালখ্যের ওপর গবেষণায় লেখা হবে নানা উপাখ্যান। আল্লাহ্ তা'লা এ কর্মবীর চৌধুরী সাহেবকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ-সমৃদ্ধ প্রতিনিধিদলের প্রথম বাঙলা সফরের পটভূমি

ভাষান্তর: মওলানা জাফর আহমদ

হযরত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের বয়আত: আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বছরটি গুরুত্ব বহন করে। সেটা এ ভাবে: বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন অনেক বড় আলেম হযরত মৌলবী সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (১৮৫৩-১৯২৬), যিনি হযরত মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব ফিরিঙ্গি মহলের প্রখ্যাত ছাত্রদের একজন ছিলেন, ১৯১২ সালে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর তবলীগে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দেড় হাজারের বেশী মানুষ আহমদীয়াত গ্রহন করেন।

হযরত মৌলবী সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সংবাদ হাকিম কুরাইশী মোহাম্মদ হুসাইন সাহেবের মাফরুহ আম্বরীর মাধ্যমে জেনেছেন। তিনি হুযূরের (আ.) কিছু অবস্থাও বর্ননা করেন এবং সেই সাথে "রিভিউ অফ রিলিজিওন" এর কয়েকটি পৃষ্ঠাও পাঠান। সেই পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য থেকে হযরত আকদাসের একটি প্রবন্ধের প্রতি যখন তার দৃষ্টি যায়, তখন তার মাঝে একটি বিশেষ অবস্থা অনুভূত হয়। প্রতিটি শব্দের মাঝে আলো দেখা দিচ্ছিল। তার হৃদয় স্বাক্ষী দিল যে, এটা মিথ্যার দলভুক্ত হতে পারেন না। এ উৎসাহ-উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে কাদিয়ান থেকে হযরত আকদাসের বেশ কয়েকটি পুস্তক তিনি আনিয়ে নেন এবং কালক্ষেপন না করে তা পাঠ করেন। এরপর হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের ধ্যান-ধারনা উপস্থাপন করেন। হযরত আকদাস নিজ হাতে এগুলোর উত্তর বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডে লিপিবদ্ধ করেন। তার নিকট ততক্ষণে সত্যতা স্পষ্ট হয়েছিল। এ কারণে তিনি কয়েকজন ছাত্র ও বন্ধু দৌলত খান সাহেবের নিকট সত্যের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। লোকেরা যখন বিষয়টি জানতে পারে, তখন তারা মোবাহাসার জন্য মৌলবীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু সেই সকল মৌলবীরা তার সামনে দাঁড়াতেই পারে নি। এ তর্ক-যুদ্ধের পরেও তিনি বিশেষভাবে এ জামা'তের সত্যতা যাচাই বাছাইয়ে লেগে থাকেন।

ইতিমধ্যেই হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকাল হয়। যদিও সত্য পুরোপুরি উদ্ভাসিত হয়েছে এবং হৃদয় খুলে গেছে, তারপরও মনে হয়েছে, হয়ত ভারতবর্ষের কোন আলেমদের নিকট আহমদীদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট দলিল বিদ্যমান আছে। তিনি প্রখ্যাত আলেমদের সাথে স্বশরীরে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হোন। এ সফরে তার কাদিয়ান যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল, যাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ)-এর সাহচর্য লাভকারীদের কর্মময় জীবন ও আধ্যাত্মিকতা নিজ চোখে দেখতে পারেন।

কাজেই ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে মৌলবী ইমদাদ আলী সাহেব, ক্বারী দেলাওয়ার আলী সাহেব ও ধনু মুন্সী সাহেবকে সাথে নিয়ে তিনি ব্রাহ্মনবাড়িয়া থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছান। সেখানে মৌলানা শিবলী সাহেবের সাথে একাকীত্বে সাক্ষাত করে প্রশ্ন করেন, কাদিয়ানী মতবাদের ব্যাপারে আপনার পর্যবেক্ষন কি? এ কথার প্রেক্ষিতে তিনি এটা বলে চুপ হয়ে যান যে, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখন কোন মিথ্যা-দলকে রোধ করা হয়, তো সেটা আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। আর যদি নিরবতা অবলম্বন করা হয়, তো সেটা এমনিতেই নি:শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সেখানে মৌলবী আব্দুল্লাহ টুঙ্গি সাহেবও চলে আসেন। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তিনি এ কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠেন, আসল বিষয় তো হচ্ছে মির্যা সাহেবের নবুয়্যতের দাবী। এ কথার উত্তরে মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত শেখ আকবর মুহউদ্দিন ইবনে আরাবী, ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শে'রানী এবং হযরত মোল্লা আলী ক্বারী ও হযরত শেখ মোহাম্মদ তাহের সাহেবের মতামত উপস্থাপন করে বলেন, মির্যা সাহেব যে ধরনের নবুয়্যতের আর্থাৎ (শরিয়ত বিহীন ও ছায়া) দাবীদার, এতে তো কোন ধরনের দোষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি খাতামান নাবীঈনের আয়াত উপস্থাপন করেন। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বলেন, খাতাম শব্দে তার ওপর কি যবর রয়েছে? যদি যবর থাকে তাহলে এ শব্দের অর্থ যে শেষ করছেন, এর স্বপক্ষে কি কোন প্রসিদ্ধ আরবী বাক্য দেখাতে পারেন? তিনি তাৎক্ষনিক জবাব দেন "লা নাবীয়া বাদী"। মৌলবী সাহেব বলেন, এ ধরনের শব্দ হাদীসে অসংখ্যবার এসেছে। যেমন লিখা আছে "লা ইমানা লেমান আমানাতাহু ওয়া লা দ্বিনা লেমান লা আহদালাহু" এ হাদিসেই "লা" শব্দটি না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি বরং পূর্ণতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর লা নাবীয়া বা'দীও এ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আমার পরে আমার মত মর্যাদাবান কোন নবী কেয়ামত পর্যন্ত আর আসতে পারে না। নবুওয়াতের এ আলোচনা মাগরিবের নামায পর্যন্ত চলতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন তিনি মৌলবী আব্দুল হাই সাহেবের জামাতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি ওফাতে মসীহর ব্যাপারে আলোচনা করতে অসম্মতি জানান এবং কেবল উস্কানি মূলক কথা বলতে থাকেন। পরিশেষে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে শাহজাহানপুর আসেন এবং ব্রেলভী ফেরকার পীর ও নেতা মৌলবী আহমদ রেজা খান সাহেবের বাড়িতে

ঈদ মুবারক

পৌঁছান। তিনি তাকে নিজের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। কথা শ্রবণ করার সাথে সাথেই তিনি হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কে ইসলামের গন্ডি-বহির্ভূত বলে ফতওয়া দিয়ে দেন। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এর স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ চান। এর উত্তরে তিনি বলেন, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মতে নবুয়্যতের দাবী করা কুফর। তিনি তার সামনেও স্পষ্ট করেন, যেভাবে মৌলবী আব্দুল্লাহ টুঙ্গীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন এবং তাকেও পুর্বের দাবী মানিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্থিমিত হয়ে যান। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, খাতামান নবীঈন শব্দটি কি? তিনি বলেন মোহর। তিনি বলেন এখন খাতামান নাবীঈনের অর্থ করুন। তিনি বলেন, সমস্ত নবীগণের পরে শেষ নবী। তিনি প্রশ্ন করেন, আখেরী এখানে কোন শব্দের অনুবাদ। মৌলবী আহমদ রেজা খান সাহেব জবাব দেন-আমরা ফতওয়া লিখে শেষেই সীল মোহর লাগাই।

তিনি বলেন, আমি তো এরূপ করি না। আমি তো প্রারম্ভে ডানদিকে মোহরাঙ্কিত করি আর এটাই হচ্ছে সরকারি নিয়ম। এতে তিনি সম্পূর্ণভাবে চুপ হয়ে যান। মৌলবী আহমদ রেজা খান সাহেবের সাথে আলোচনা করতে করতে বারটা বেজে যায়। আলাপ আলোচনার মাঝে কখনো কখনো তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। তিনি তার এ অবস্থা দেখে আলোচনা বন্ধ করে দেন। আমরোহায় মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর দিল্লী এসে মৌলবী আব্দুল হক সাহেবের (তফসীরে হাক্কানীর লেখক) নিকট পৌঁছান এবং তাকে প্রশ্ন করেন, মাহদীর আগমন ও মসীহর অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

তিনি বলেন, কোন মসীহ ও মাহদীর আগমনের প্রয়োজন নাই। যে সকল হাদিসে তার আগমনের কথা আছে তা একক-বর্ণনা এবং শুধু সন্দেহযুক্ত। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বলেন, হযরত আপনি যে এই মুহুর্তে খাজা কুতুবুদ্দিন সাহেব বুখতারী ফকিরের মাজার থেকে এসেছেন, আপনার সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল? মৌলবী আব্দুল হক সাহেব তার সেবক। সে উচ্চ স্বরে ডাক দেয় চা নিয়ে আসো আর মৌলবী সাহেবকে পান করাও। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। পরের দিন পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। অমৃতসরে পৌঁছে মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। সেই দিনগুলোতে মীর কাসেম আলী সাহেব ইস্তেহার দিয়ে রেখেছিলেন। যদি আমার প্রস্তাবিত শব্দে মৌলবী সানা উল্লাহ্ সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী প্রমানিত করে দেয়, তাহলে তাকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তিনি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছিলেন না।

তিনি যখন মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন, তো যখনই তার দৃষ্টি আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের প্রতি পড়ে, তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। জানিনা এটার কারণ কি? তিনি অল্প সময় পরে বাটালা আসেন এর পরের দিন সকালে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর নিকট যান। এরপূর্বে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন চিঠি লিখেছিলেন যে, মির্যা কাদিয়ানী সাহেবকে আমি যেভাবে রদ করছি, আর কেউ করেনি। সাত বছর থেকে এ কাজই করছি। সুতরাং "ইশায়াতুস সুন্নাহ" র সাতটি সংখ্যা আমার নিকট সংরক্ষিত আছে, আর প্রতিটির মূল্য তিন টাকা। উত্তরে তিনি বলেন, আপনি আমাকে বলেন, এ বছরে আপনি কতটি বিষয়ে মির্যা সাহেবকে পরাজিত করেছেন? মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এ সময়ে তাকে কাদিয়ান যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফন্দি এঁটে অনেক শক্ত কথা বলে। কিন্তু তিনি জবাব দেন, এতদুর যখন এসেই গেছি, তো কাদিয়ান না দেখে যাব না। কাজেই তিনি অনেক কষ্টে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর হাত থেকে ছুটে কাদিয়ান পৌঁছান। কাদিয়ানে তিনি পনের দিন পর্যন্ত হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রা.)-এর সাথে পরস্পরের ধ্যান-ধারনার আদান প্রদান করেন। তখন তিনি তার নোটকৃত সকল সন্দেহের সন্তুষ্টিমূলক জবাব পেয়ে সকল দিক থেকে পরিতৃপ্ত হোন। তিনি কাদিয়ানের আদিবাসীদের অবস্থাও মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখার পর তার হৃদয় পরিপূর্ণভাবে খুলে যায়। কাজেই তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন।

হযরত মৌলবী সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত খলিফাতুল মসিহ্র নিকট বাংলায় তবলীগের জন্য আলেমদের একটি দল পাঠানোর আবেদন করেন। সুতরাং হুযুর (রা.) ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে হযরত মৌলবী সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব, হযরত হাফেজ রৌশন আলী সাহেব, হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব, হযরত মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী , মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এবং মৌলবী আবু ইউছুফ সাহেবকে বাংলায় প্রেরণ করেন। সেই দলের আমীর ছিলেন হযরত সৈয়্যদ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব। প্রতিনিধিগণ পনের দিন যাবত বাংলার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমন করে সত্যের প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। এটাই ছিল প্রথম প্রতিনিধি দল, যাদেরকে কাদিয়ান থেকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ TAAREEKHE-AHMADIYYAT (History of Ahmadiyyat)

Vol-3 (Urdu) By: Dost Mohammad Shahid Saheb এর 'বাঙাল মে আহমদীয়াত' অংশ থেকে উদ্ধৃত]

"আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভাগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিষটি কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাহাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?"

–বেগম রোকেয়া, রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ৪১।

হে যুবক! জাগ্রত হও, তোমার ডাকের অপেক্ষায় খোদা অপেক্ষমান

মাহমুদ আহমদ সুমন

আজকের তরুণ সমাজ আগামী কালের দেশ ও জাতির কান্ডারী। একটি দেশ ও জাতির জন্য যৌবন হচ্ছে একটি আদর্শ-স্বপ্ন। যে জাতির যুব সমাজ যত দক্ষ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সে জাতি তত বেশি দ্রুত উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে। যুবকদের প্রেমময় রূপের কারণে দরিদ্র, নি:সহায়, প্রবঞ্চিত ও নি:গৃহীত জনতা লাভ করে নতুন জীবন, প্রদীপ্ত হয় অভিনব উদ্দীপনায়।

কোন জাতির মেরুদন্ড হচ্ছে যুব সমাজ। আজকের তরুণ সমাজ আগামী কালের দেশ ও জাতির কান্ডারী। একটি দেশ ও জাতির জন্য যৌবন হচ্ছে একটি আদর্শ-স্বপ্ন। যে জাতির যুব সমাজ যত দক্ষ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সে জাতি তত বেশি দ্রুত উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে। যুবকদের প্রেমময় রূপের কারণে দরিদ্র, নি:সহায়, প্রবঞ্চিত ও নি:গৃহীত জনতা লাভ করে নতুন জীবন, প্রদীপ্ত হয় অভিনব উদ্দীপনায়।

কিন্তু আজকের যুব সমাজ নানান ভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসরমান। আলোকিত ভবিষ্যৎকে নিজেরাই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সমাজ ও দেশে দেখা দিয়েছে নানা বিশৃঙ্খলা। যুবকদের এই সুন্দর জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পবিত্র রমযানের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি ঈদের গুরুত্বও কম নয়। রমযানের রোযার ফলে একজন যুবক হতে পারে দেশ, জাতি ও সমাজের আদর্শ। রমযান যুবকদের সংশোধনে হতে পারে আলোক বর্তিকা। রমযানকে কাজে লাগিয়ে একজন যুবক তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে।

যদিও রমযান প্রায় শেষ, তারপরও যে কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে, সে দিনগুলোকেও আমরা কাজে লাগাতে পারি। রমযান শেষে আসবে ঈদ, ঈদে যুবকরা আনন্দ-ফুর্তির নামে নানান অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমরা যারা যুবক রয়েছি, তাদের উচিৎ হবে ঈদের আনন্দকে ইসলামী-রূপ দান করা। আমাদের সবার ঈদ যেন পরিণত হয় ইবাদতে এই উদ্দেশ্যে ঈদ উদযাপন করা চাই।

আমরা জানি, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) তার যৌবনের দিনগুলো কিভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন

থাকতেন। ত্রিশ বছরের টগবগে যুবক দুনিয়াবী সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে যেতেন নির্জন এক গুহায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে। আশপাশের সব যুবকরা যখন নানান খেলাধুলায় মত্ত থাকতেন তখন আমার প্রিয় নবী থাকতেন ইবাদতে মশগুল। হায়! কি অসাধারণই না ছিল মানব-দরদী রসূল (সা.)-এর সারাটি জীবন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সবার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মক্কা এবং তার আশপাশের গোত্রগুলোর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে দেখে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে মক্কার কিছু সংখ্যক যুবকদের নিয়ে একটি সংঘ গঠন করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারীতদের সাহায্য করা, গরীবদের কষ্ট দূর করা আর অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো।

গরীবের এই প্রকৃত-বন্ধুর প্রকৃতিতে বাল্যকাল থেকেই সকল মানবের প্রতি ছিল অসাধারণ দয়া। তার আদর্শ দেখে হযরত আলী (রা.), হযরত ওসমান (রা.)-এর মত অনেক যুবকই ধীরে ধীরে মহানবী (সা.)-এর পাশে এশে দাঁড়িয়েছিলেন, যার ফলে সমাজ থেকে তিনি অতিদ্রুত সব অশুভশক্তি দূর করতে পেরেছিলেন, অন্ধকার সমাজকে আলোকিত করেছিলেন, পশুতুল্য মানুষকে ফেরেশতায় রূপান্তরিত করেছেন। হায়! কি কষ্টই না সহ্য করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী। শত্রুর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামকে জয়ী করেছিলেন। এ বিজয় কি এমনিতেই হয়েছে? এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল মহানবী (সা.) এবং যুবক-সাহাবীদের রাতের ইবাদত। আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি (সা.) এবং তাঁর প্রাণ প্রিয় সাহাবাগণ (রা.)। তাঁরা সব কিছুর উর্দ্ধে আল্লাহ্‌কে স্থান দিয়েছিলেন আর এর ফলেই ইসলামের বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ কৃপায় আমরা রমযান মাসের শেষ ভাগে অবস্থান করছি। প্রাপ্ত-বয়স্ক, সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারীর জন্য রমযানের রোযা রাখাকে আল্লাহ্ ফরজ করেছেন। আমরা যারা যুবক রয়েছি, আমাদের জন্য খোদাকে লাভ করার বিশেষ এক মাস হলো এটি। সাধারণত দেখা যায়, যারা সারা বছর ইবাদত-বন্দেগীতে দুর্বলতা দেখায়, তারাও রমযান আসলে ইবাদতের প্রতি অনেকটা মনযোগী হয়ে উঠে। রমযানের প্রথম দিনগুলোতে মসজিদে গিয়ে তারাবি আদায় করাসহ অন্যান্য ইবাদতও করে। কিন্তু যেদিন থেকে রমযান শেষ হয়, সেদিন থেকেই আবার ইবাদত-বন্দেগী করা ছেড়ে দেয়। যার ফলে এই রমযানের ইবাদতগুলো তাদের কোন কাজে লাগে না এবং এই রমযান তাদের জন্য সংশোধনের কোন বার্তাও নিয়ে আসে না।

রমযানের ইবাদতগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য রমযান চলে যাওয়ার পরেও বছরের বাকী এগারটি মাস যদি রমযানের দিনগুলোর মত ইবাদতে কাটাতে পারে, কোন যুবক তাহলেই না সে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হতে পারবে। ইতোমধ্যে রহমত ও মাগফিরাতের দিনগুলো আমাদের জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে, জানি না বাকী রোযাগুলো সুস্থতার সাথে পালন করতে পারব কি-না। কেননা মানুষ মরণশীল, অতএব যে রমযান চলে যাচ্ছে, তা জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। তাই প্রত্যেকের উচিত হবে, অবশিষ্ট এই দিনগুলো রোযার মাধ্যমে খোদার কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করে তোলা। তিনি যেন আমাদের সবাইকে গ্রহণ করে নেন এবং অতীতের সব পাপ ক্ষমা করে দেন।

আমরা যারা যুবক রয়েছি, তাদের ইবাদতকে খোদা অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন। খোদা অপেক্ষায় থাকেন কোন যুবক তার নৈকট্য পাবার বাসনা করে। বিশেষ করে পবিত্র রমাযনে যুবকদের প্রতি খোদার দৃষ্টি আরো বেশি পড়ে থাকে। যেমন হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহ.) পবিত্র রমযানে রোযার হকীকত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা রোযাদার, ইবাদতে মশগুল যুবকদের জন্য ফিরিশ্‌তাদের নিকট বড়াই করেন। আর বলেন, হে আমার জন্য কামনা বাসনা দমনকারী যুবক! হে আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! কোন ফিরিশ্‌তার চেয়ে তুমি আমার নিকট কম নও। হে ফিরিশ্‌তা মন্ডলী! তোমরা আমার যুবক বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, সে তার কাম-প্রবৃত্তি, তার ক্রোধ, তার মুখ, তার পানাহার শুধুমাত্র আমারই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বর্জন করেছে" (এহ্ ইয়া উলুমিদ্দীন)। যুবকদেরকে এখানে ফেরেশতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাক যৌবনের ইবাদতকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তাই কোনভাবেই এই রমযানের কল্যাণ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই, সে দিকে সবার লক্ষ্য রাখতে হবে।

হে যুবকগণ! তোমারা জাগ্রত হও, তোমাদের ডাকের অপেক্ষায় খোদা অপেক্ষমান। তিনি চান, প্রতিটি যুবক যেন তার কাছে বিনয়াবনত হয় এবং তার নৈকট্য লাভ করতে পারে। এছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যেভাবে বলেছেন 'যুবকদের সংশোধন ব্যতীত জাতি সমূহের সংশোধন হতে পারে না'– তাই যুবকদেরকেই প্রথমে সংশোধিত হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল ফিতর সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার

সংকলনঃ মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

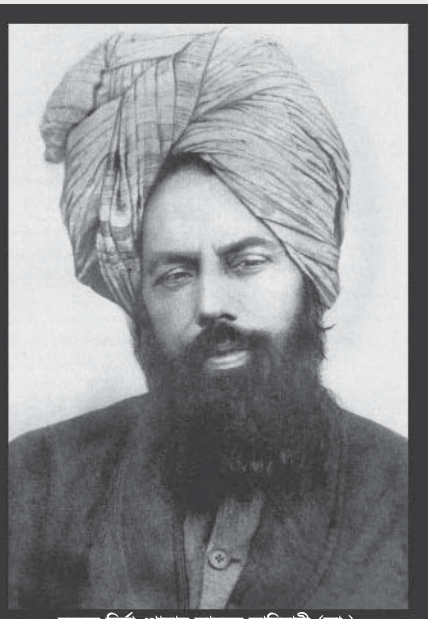

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

(শেষ কিস্তি)

আল্লাহ্ তা'লার তরফ হতে যে-সমস্ত মহাপুরুষ মানবের শিক্ষার জন্য নাজিল হয়ে থাকেন, তাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় নবী বা রসূল নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এরকম লোকদেরকে প্রাক-ইসলামী যুগে সংস্কৃত ভাষায় 'অবতার' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আরবীতে 'নাযেল' শব্দই সংস্কৃতে অবতার, নাযিল হওয়া, যার অর্থ অবতরণ করা। কিন্তু কোন কোন হিন্দু পন্ডিত 'অবতার' শব্দকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানব দেহে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করে এক মারাত্মক ভুল করেছে, ঠিক যেমন খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানব-দেহে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তা'লার এরূপ জন্মগ্রহণকে তারা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আল্লাহ্ বলে অভিহিত করে। আধুনিক মৌলানা ও মৌলভীরাও ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) এর নাযিল হওয়াকে সশরীরে আসমান হতে অবতরণ করায় বিশ্বাস করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রসূল এবং নবী আল্লাহ্ তা'লার তরফ হতে আবির্ভূত হন বলে নবী বা অবতার নামে অভিহিতি হয়েছেন। স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) সম্বন্ধেও নাযিল হওয়া অর্থাৎ অবতরণ করা শব্দ কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের সূরা আত তালাকের-১১, ১২ আয়াতে বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযিল করছেন এক স্মারক-একজন রসূল" অতএব নবী বা রসূলকে যে অবতার নামে অভিহিত করা হয়েছে, এতে কোন শিক্ষিত-ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত ঈসা মসীহ্ নামে অভিহিত হবার দাবী করেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই।" অর্থাৎ পৃথক পৃথক মাতৃভূমি, মাতৃভাষাও পৃথক, পৃথক সময়ে তাদের আবির্ভাব হয়ে থাকলেও একই আল্লাহ্‌র তরফ হতে, একই তৌহিদের শিক্ষার জন্য তাদের আবির্ভাব হয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক নবী পরস্পরের স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও অন্যান্য বহু নবীর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন এবং এজন্য তাঁকেও বহু নবীর নাম দেওয়া হয়েছে।

অতএব ভারতবর্ষেও প্রাক-ইসলামী যুগে রসূল এসেছিলেন। সুতরাং ভারত বর্ষের জাতি সমূহে যে সমস্ত মহাপুরুষ এসে ধর্মপ্রচার ও ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন অথবা ধর্মপ্রবর্তকরূপে যে সমস্ত মহাপুরুষ সহস্র সহস্র বছর ধরে যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানব হৃদয়ে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তারা যে আল্লাহ্‌র তরফ হতে প্রেরিত নবী ছিলেন, তা মনে করা স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে ভারত বর্ষে প্রেরণ করে হিন্দু জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবার জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়েছেন। (হাদীসুল মাহ্‌দী পৃষ্ঠা, ২৮৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী যেহেতু এই যে, মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পূর্ণ তাবেদারী এবং পূর্ণ গোলামীর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মুহাম্মদী হকিকত, মুহাম্মদী তরিকত, মুহাম্মদী শরীয়তকে জগতে পুন:প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিয়োজিত করেছেন, অতএব তিনি যে "বুরুজী তৌর পর" অর্থাৎ "বুরুজ" স্বরূপ খাতামুল আম্বিয়া হবেন, এতে কোন তর্ক থাকতে পারে না (হাদীসুল মাহ্‌দী পৃষ্ঠা, ২৯০)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, যেখানে আমি নবুওয়াত ও রেসালতের অস্বীকার করছি, শুধু এই অর্থে অস্বীকার করেছি যে, আমি কোন স্বাধীন শরীয়ত নিয়ে আসিনি এবং আমি কোন

ঈদ মুবারক

স্বাধীন নবীও নই, কিন্তু এ অর্থে যে, আমি আমার মুক্তাদা (অনুসৃত) প্রভু রসূলের অভ্যন্তরীণ আশীর্বাদ লাভ করে তাঁরই নাম পেয়ে তারই মারেফত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গায়েবী-এলম লাভ করেছি, রসূল এবং নবী হয়েছি, কিন্তু কোন প্রকারের নতুন শরীয়ত আমি পাইনি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থে শত শত জায়গায় রসূল করীম (সা.) এর তাবেদারী করে এ মরতবা লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সমস্ত কামালাত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর গোলামীতে লাভ হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ দুনিয়ার পূর্বাপর সমস্ত আম্বিয়া হতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা বিশ্বের সমস্ত নরনারীর নিকট প্রমাণ ও প্রচার করা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর প্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, মুহাম্মদী এশ্‌কের মদিরায় তিনি বিভোর ছিলেন (হাদীসুল মাহ্‌দী পৃষ্ঠা, ৩০৩)।

ইসলামে খেলাফত:

খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভীত হবার পর তাদেরকে তৎপরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে; আমার সাথে তারা কাউকে শরীক করবে না এবং তৎপর যারা অস্বীকার করবে, তারা হবে দুস্কৃতকারী।" (সূরা নূর, ৭ম রুকু, আয়াত ৫৬)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, শেষ যুগে যারা উম্মতী নবীর প্রতি ঈমান আনবে, নেক কাজ করবে, তাদের মধ্যে সেভাবেই খেলাফত কায়েম করে দিবেন, যেভাবে বনী ইসরাঈলী নবীগণের ওপর অর্থাৎ হযরত মূসা ও ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পর খেলাফত কায়েম করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা আলে ইমরানের ৮৮ নং আয়াতে বলেছেন যে, এ খিলাফত কায়েম থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। হযরত নু'মান বিন বশির হুযায়ফা হতে বর্ণনা করেছেন যে- হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসার পর পুনরায় নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। (আহমদ বায়হাকী এবং মিশকাত)

কুরআনের উক্ত আয়াত এবং মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী অনুযায়ী বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন এবং তাঁর ওফাতের পর খেলাফতে আহমদীয়া সিলসিলা কায়েম হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিকট এলহাম হয়েছিল, "মে তেরা তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারোঁ তক পৌঁছা দুঙ্গা" অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফাগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এ এলহামকে আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করে চলেছেন। বর্তমানে ২০৪ টি দেশে আহমদীয়াতের পতাকা উড়ছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, "আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অত্যাচারীদের ওপর–যারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত রাখত এবং এ পথকে বক্ররূপে দেখাতে চাইতো এবং পরকালকেও অস্বীকার করত।" (সূরা আ'রাফ : ৪৫-৪৬)

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে ইসলাম প্রচারে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ নেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

"যদি কেউ পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের অবমাননা করে।"

–হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)।

"পর্দার উদ্দেশ্য হল স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে পরস্পরকে অবাধ দর্শন হতে ও পরস্পরের শোভা-সৌন্দর্যের আকর্ষণ হতে বিরত থাকা। কারণ এতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

ধর্মীয়-জ্ঞানে নারীদের বুৎপত্তি লাভ করা প্রয়োজন

মূল ঃ হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)

অনুবাদ ঃ মওলানা রশিদ আহমদ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

যাকাত দেয়াঃ

এরপর দ্বিতীয় আদেশ হলো যাকাত আদায় করা। যদি কারো কাছে ৫২ তোলা রূপা বা সমপরিমান টাকা বছর ব্যাপী মজুদ থাকে তবে সে ১ টাকা যাকাত গরীব, মিসকীন, এতিমদের মাঝে বন্টন করবে। নামাযের মাধ্যমে যেমন খোদার হক বা অধিকার আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে অনুরূপ ভাবে যাকাত আদায় করার আদেশের মাধ্যমে মানুষের হক আদায়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

খোদা তা'লা নিজেই সরাসরি বান্দাকে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজে দেয়ার পরিবর্তে অপর বান্দার মাধ্যমে দিতে চাইলেন, যেন দানকারীও পুণ্য এবং প্রতিদানের অধিকারী হতে পারে।

রোযা রাখাঃ

তৃতীয় আদেশ রোযা সংক্রান্ত। আমাদের দেশে এমনও দেখা যায়, কিছু পুরুষ-মহিলা নামায পড়ে না, তবে রোযা রাখে। যাহোক এটিও গুরুত্বপূর্ণ আদেশ, আর এর মাঝে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে।

হজ্ব করাঃ

চতুর্থ আদেশটি হলো যদি কেউ ভ্রমনের খরচাদি বহণ করতে সক্ষম হয়, রাস্তায় বিপদের কোন আশংকা না থাকে, সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকে, তবে সারা জীবনে একবার হজ্ব পালন করবে।

এগুলো হলো বড় বড় আদেশ, যা পালন করা সকল মোমেন পুরুষ ও মহিলার জন্য আবশকীয়।

খেদমতে দ্বীন (ধর্মের সেবা)ঃ

এগুলো ছাড়াও ধর্মের সেবা করার আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, রসূল করীম (সা.) এর যুগের এবং তাঁর (সা.) পরবর্তী যুগের মুসলমান মহিলারা ধর্মের বড় বড় সেবা করেছেন। এমন কি ইসলামের জন্য জীবনও কুরবানী করেছেন। পূর্বে যেমন ইসলামের ওপর বিপদাপদ এবং সমস্যাদি আঘাত হানতো এখনো পূর্বের ন্যায় আঘাত হানে। তাই বর্তমানেও অনুরূপ খেদমত-গুযার নারীর প্রয়োজন রয়েছে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রসূল করীম (সা.) এর যুগে দুনিয়ার সংশোধনের জন্য তাঁকে (সা.) প্রেরণ করা হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণ করা হয়েছে। আর মসীহ মাওউদ (আ.)এর সময় ইসলামের অবস্থা এতই করুণ ছিল যে নামধারী মুসলমানদের কর্মকান্ডের ফলে এর ওপর আপত্তি উত্থাপন করা হতো।

হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেনঃ

বস্তুত পক্ষে তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে এটি মনে করে যে হযরত ঈসা আকাশে বসে আছেন আর যেকোন সময় তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এই বিশ্বাসের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথমত কুরআন করীম ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয় (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা কুরআন বলে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত- এর ফলে বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেছে। কেননা পাদ্রীরা যখন তাদের সামনে এ কথা উপস্থাপন করে যে, শোন! হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন, এ কথা তোমরাও বিশ্বাস কর। কিন্তু তোমাদের রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি মাটিতে শায়িত আছেন। এখন তুমি নিজেই বল কার মর্যাদা উঁচু হলো? তোমরা তো এটিও বিশ্বাস কর যে, তোমাদের রসূল সকল রসূলের চেয়ে বড়। আবার তাঁর চেয়ে যখন ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা উঁচু তাহলে প্রমান হলো তিনি (আ.) খোদা। এর কোন উত্তর তারা দিতে পারে না আর ইসলাম কে পরিত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায়, যদিও এটি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা যে হযরত ঈসা আকাশে জীবিত আছেন। তিনি তো সেই কবেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ.) এর পুনরাগমনের তাৎপর্যঃ

রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, ঈসা আগমন করবেন। এ থেকে মুসলমানরা এ ধারণা করল যে, পূর্বের ঈসা (আ.)-ই আগমন করবেন। বস্তুত রসূল করীম (সা.) বুঝাতে চেয়েছেন সেই ঈসার গুণে গুণান্বিত হয়ে এক ব্যক্তি আসবেন। যেহেতু তিনি (সা.) এ কথাও বলেছেন, আখেরী যামানায় মুসলমান ইহুদীদের ন্যায় হয়ে যাবে, (বুখারী কিতবিুল ই'তিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাতে, বাব কাওলিন নাবীয়্যে সা. লেতাত্তাবায়ানে সুনানে মিন কাবলেকুম), তাই পূর্ববর্তী ইহুদীদের সংশোধনের জন্য যেমন হযরত ঈসা আ. এসেছিলেন তেমনি ভাবে এদের সংশোধনের জন্য যে ব্যক্তির আগমনের কথা তাঁকেও ঈসা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নতুবা সেই ঈসা কিভাবে আসতে পারেন, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন? অতঃপর কুরআন করীম বলে, ***"ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ***

খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসূল" (আলে ইমরান-১৪৫) অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, আর তাঁর পূর্বে যত রসূল ছিল তারা সকলে মৃত্যুবরণ করেছে।

অতএব একথা মানতে হয় যে হযরত ঈসা রসূল ছিলেন না বরং খোদা ছিলেন তাই তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। কিন্তু তাকে খোদা আখ্যায়িত করা কুফুরী। আর যদি রসূল হয়ে থাকেন তিনি বাস্তবিক পক্ষেই রসূল ছিলেন এবং তাহলে তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন। কেননা কুরআন করীম স্পষ্ট ভাষায় বলছে আঁ-হযরত (সা.) এর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব কুরআন করীম হযরত ঈসা কে মৃত ঘোষণা করছে আর যে মৃত্যুবরণ করে সে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করে না, কেননা এটি খোদাতা'লার সুন্নতের বিরোধী।

আবার একজন মৃত-ব্যক্তিকে জীবিত করে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে পাঠানো আল্লাহ্ তা'লার কী প্রয়োজন? তিনি কাদের মুতলাক। দুনিয়ার সংশোধনের জন্য একজন নতুন ব্যক্তি সৃষ্টির পরিবর্তে দীর্ঘকাল মৃত থাকা এক ব্যক্তিকে পাঠানো তাঁর কোন প প্রয়োজন নাই। আমরা সব সময় দেখি পৃথিবীর কোন সম্পদশালী ধনী ব্যক্তি কখনো একবেলার বেঁচে যাওয়া খাবার পরেরবেলা খাওয়ার জন্য তুলে রাখে না। হাঁ গরীব লোকেরা এমনটি করে থাকে। কিন্তু খোদার তা'লা সম্পর্কে একথা বলা যে তিনি প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সেই ঈসা (আ.) কেই তুলে রেখেছেন যাকে কয়েকশ' বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর দ্বারা খোদা তা'লাকে কাঙ্গাল,হতদরিদ্র বানানো হয় আর তার কাদের মুতলাক হওয়াকে অস্বিকার করা হয়।

অথচ খোদা তা'লা একজন নয় বহু ঈসা সৃষ্টি করতে পারেন আর প্রয়োজনের সময় প্রেরণ করতে পারেন। পূর্বের নবীরাও মৃত্যুবরণ করেছে আর তিনি তাদের পরে অন্য নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। এমনটি কখনো হয়নি যে, তিনি তাদেরকেই জীবিত করে প্রেরণ করেছেন। তাই কী কারণে তিনি হযরত ঈসা কে দ্বিতীয়বার জীবিত করে প্রেরণ করবেন? মুসলমানদের মধ্যে এটি একটি বড় বেহুদা বিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুত হযরত ঈসার আগমনের তাৎপর্য হলো তারই বৈশিষ্টের এক ব্যক্তি আসবেন। আর সেই আগত ব্যক্তিটি হলেন হযরত মির্যা সাহেব। যিনি হযরত ঈসার ন্যায় ইহুদীদের সংশোধনের জন্য মা'মুর হয়েছেন, কেননা আঁ-হযরত (সা.) বলেছিলেন, মুসলমানরা ইহুদী হয়ে যাবে।

এই যুগের ফিতনাঃ

মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত নূহ (আ.) থেকে নিয়ে তিনি (সা.) পর্যন্ত সকল নবী (আ.) এই ফিতনার খবর দিয়েছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন এত বড় ফিতনা দূর করার জন্য কত জোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। আজকাল আমাদের জামা'তের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নারীরা দোয়া করুনঃ

নারীদের উচিত জামা'তের পুরুষদেরকে সাহায্য করা আর কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গ দেয়া ব্যথাতুর হৃদয়ে দোয়া করা উচিত যেন ইসলামের উন্নতির হয়, খোদা তা'লা যেন সত্য কবুল করার জন্য লোকদের হৃদয় উন্মোচিত করেন। আরো দোয়া করা উচিত দুনিয়া থেকে যেন নোংরামি এবং পাপ কাজ দূর হয়, আল্লাহ তা'লার নাম দুনিয়াতে প্রসার লাভ করে আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুনিয়াতে যে নুর এসেছে, তা থেকে যেন লোকেরা উপকৃত হয়।

চাঁদা দিনঃ

এছাড়াও তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব তারা যেন আর্থিক সেবা দান করেন। আঁ-হযরত (সা.) যখন পুরুষদের থেকে চাঁদা নিতেন তখন নারীদের থেকেও তা আদায় করতেন। আর এই চাঁদা তিনি (সা.) নিজের জন্য নিতেন না। আল্লাহর প্রেমাস্পদ তো নিজের সত্তার জন্য কিছু চাইলে খোদা তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করতেন। না আঁ-হযরত (সা.) নিজের জন্য কিছু চেয়েছেন, না তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের নিজের জন্য কিছু চেয়েছেন, না এই যুগে যাকে আল্লাহ তা'লা মসীহ মাওউদ বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তিনি নিজের জন্য কিছু চেয়েছেন, আর না তিনি, যিনি তাঁর (আ.) পরে দন্ডায়মান হয়েছেন অনুরূপ কিছু করেছেন। বরং সবাই ধর্মের জন্য চেয়েছেন। আর আমিও সেই উদ্দেশ্যেই বলছি, যেসকল মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন তারা তাঁর রাস্তায় নিজ সম্পদ প্রদান করুন। বিগত দিন গুলোতে আমি মহিলাদের চাঁদা দেয়ার জন্য তাহরিক করলে আমাকে বলা হয় পুরুষরা মহিলাদেরকে টাকা-পয়সা দেয় না বরং যে জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় তা এনে দেয়। তাই তারা চাঁদা কোথা থেকে দিবে। এই পন্থা শরীয়তের পরিপন্থি। আঁ-হযরত (সা.) এবং তার সাহাবা কেরামগণের এই পদ্ধতি ছিল যে, তারা নিজ সম্পদে মহিলাদের অংশীদারিত্ব প্রদান করতেন, এখনো এমনি করা উচিত। আয় যত নগন্য পরিমানই হোক না কেন তা থেকে মহিলাদের অংশ প্রদান করা উচিত। আর মহিলারা তা থেকে খোদার রাস্তায় দান করুন আর এ কথা খেয়াল করা উচিত নয় যে, এতো অল্প পরিমান অর্থে কিই-বা হবে। এক পয়সার চতুর্থাংশ দেয়ার ক্ষমতা থাকলে তাই দিন। আল্লাহ তা'লা ইখলাস দেখেন অর্থ-সম্পদ দেখেন না। যদি কারো কাছে কেবলমাত্র একটি রুটি থাকে আর সে যদি সেই রুটির এক চতুর্থাংশ খোদার পথে দান করে তবে সে খোদার দৃষ্টিতে তেমনি সোয়াব বা পুণ্যের ভাগীদার হবে যেমন একশত টাকার মালিক পঁচিশ টাকা দান করে সোয়াব কামায়। তাই অর্থ অল্প এ কথা চিন্তা করা উচিত নয়। হ্যাঁ, নিয়্যত বা ইখলাসের কথা চিন্তা করা উচিৎ। কেননা, খোদা নিয়্যত বা ইখলাস দেখে থাকেন আর সে অনুযায়ী প্রতিদান দেন।

নারীদের মাঝে তবলিগ করুনঃ

নারীদের মাঝেও তবলীগ করা উচিত । পরুষরা তো নারীদের মাঝে তবলীগ করতে পারেন না তাই এ কাজ নারীদের। তাদের উচিত গয়ের আহমদী, হিন্দু, খৃষ্টান অন্যান্য নারীদেরকে ইসলামের শিক্ষা বলা আর এমন দলিল মুখস্ত রাখা যা তবলীগ করার সময় তাদের কাজে আসবে। অশিক্ষিতি নারী হলেও মোদ্দা কথাগুলো নিজ স্বামী, পিতা, ভাইদের কাছ থেকে শিখে নিবেন। আমি দেখেছি কিছু অশিক্ষিত আহমদী ধর্ম সম্পর্কে এত জ্ঞান অর্জন করেন যে গয়ের আহমদী শিক্ষিত হয়েও তার প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে না। এক আহমদী কৃষক সে একেবারেই অশিক্ষিত ছিল আর দেখতেও সাদা-সিধা মনে হত সে শুনায়, আমার এক আত্মীয় আমাকে বুঝানোর জন্য এক শিয়া মৌলবীর কাছে নিয়ে যায়। সে (শিয়া মৌলবী) আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল আঁ-হযরত (সা.) মুসলমানদের কি হন? আমি বললাম পিতা। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে আঁ-হযরত (সা.)-এর মেয়ে মুসলমানদের কি হন? আমি বললাম বোন। সে বলল, আচ্ছা মির্যা সাহেব যে সৈয়্যদা কে বিয়ে করেছে এটা কিভাবে জায়েয হতে পারে? আমি বললাম, হযরত আলী (রা.) তো রসূল করীম (সা.)-

এর আপন মেয়েকে বিয়ে করেছেন এটা আপনি কিভাবে দেখেন বা ব্যখ্যা করবেন ? মির্যা সাহেব তো না জানি কত প্রজন্ম পরে বিয়ে করেছেন। মৌলভী বলল, হযরত আলী (রা.) তো এক বুযুর্গ মানুষ এবং খোদার প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। আমি বললাম, আমরা মির্যা সাহেবকে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি। এতে সে নিরুত্তর হয়ে বলতে লাগল, যা যা তোর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। এধরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আর এ থেকে বুঝা যায় যদি মানুষ সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তবে কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না। সত্য এক তলোয়ারের ন্যায়, আর এটি যার হাতে থাকবে সে শত্রুর মাথা উড়িয়ে দিবে। আর কোন শিশুও যদি শত্রুকে আঘাত হানে তবে আহত অবশ্যই করবে। অনুরূপভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি শত্রুর মোকাবেলায় বড় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার অশিক্ষিত ব্যক্তিও যদি ধর্মের জ্ঞান লাভ করে তবে সে-ও বিজয়ী হবে। তাই অশিক্ষিত মহিলাদেরও মোটা মোটা দলীল শেখা উচিত, আর যেখানেই মহিলা পাবে, তবলীগে লেগে যাওয়া উচিত।

তবলিগ করার সুযোগঃ

আজকাল রেলগাড়ীতে মহিলাদের তবলিগ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। এখানে আসার পথে বন্ধুরা আমাকে জানাল, এক খৃষ্টান নারী মুসলমান নারীদের সাথে কথাবার্তা বলছে। তারা তার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। আমি আমার কক্ষ থেকে আমার স্ত্রীকে সেই কক্ষে পাঠালাম। আর সংক্ষিপ্তাকারে বললাম প্রথমেই সে তোমাকে মুসলমান দেখে নিজেই আপত্তি উত্থাপন করবে। আর এই আপত্তির এই উত্তর দিবে। আর যদি আপত্তি না করে তবে তুমি নিজেই তাদের ওপর এই আপত্তি করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় আপত্তি এবং এর উত্তর আমি বলতে ভূলে যাই। যখন তিনি গেলেন খৃস্টান মহিলা সেই আপত্তিই তুলে ধরে। এর উত্তর আমি মহিলাদের কোন এক সভায় বলেছিলাম। সেই উত্তরই তিনি দেন। খৃস্টান মহিলা বলল, তোমাদের কুরআনে লিখিত আছে মহিলাদের মাঝে রুহ বা আত্মা নাই তাই তাদের আমলের বা কর্মের কোন প্রতিদান তারা পাবে না। তিনি বললেন, কুরআনে তো স্পষ্ট ভাষায় লিখা আছে কোন মোমেন পুরুষ এবং নারী কারো আমল বা কর্ম বিনষ্ট করা হবে না। বরং তার প্রতিদান প্রদান করা হবে। আপনি এটি কোথায় পেয়েছেন যে নারীদের মাঝে রুহ বা আত্মা নাই। খৃষ্টান মহিলা বলল, কুরআনে এ কথা উল্লেখ আছে, তুমি হয়ত বা জান না।

তিনি বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করলাম আর আপনি বলছেন তোমার জানা নাই। যদি কুরআনে এমন কোন আয়াত থেকে থাকে তবে বের করে দেখান। সেই খৃষ্টান মহিলা বলল, তুমি যদি লখ্নৌ আস তবে আমি তোমাকে বুঝানোর সব ব্যবস্থা করে তোমার মনতুষ্ট করবো। তিনি বললেন, আপনি যদি কাদীয়ানে আসেন তবে আমি আপনাকে বুঝানোর চেষ্টা করব। সেই খৃষ্টান মহিলা বলল, তুমি যুবতী আর আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি তাই তোমার কথার উত্তর দিতে পারছিনা। তিনি বললেন, বিষয় এমন হলে তো আপনার উত্তর দেয়া অবশ্যই জরুরী ছিল। কেননা আপনি জীবনের দীর্ঘ সময় ধর্মের বিষয়াবলী নিয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু সেই মহিলা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যায়।

সুতরাং রেলগাড়ীতে মহিলারা তবলীগের উত্তম সুযোগ পেতে পারে। আর গাড়ীতে যত মহিলা এবং বিভিন্ন জায়গার মহিলা একত্রিত হয় কদাচিৎ এত মহিলা কোথাও একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে যদি কেউ হেদায়াত লাভ করে তবে সে তার প্রভাব দূর-দূরান্তে প্রসার ঘটাতে পারবে। অনুরূপ ভাবে ঘরে বা মহিলাদের আড্ডায় সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য মোটা মোটা মাসলা-মাসায়েল মুখস্ত করা উচিত।

তাক্বওয়া অর্জন করাঃ

এছাড়াও আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করা একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, ইসলাম ধর্মের শিক্ষা কেবল কথা বা বক্তৃতা করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামের ভাষ্য হলো, মানুষকে নিজ অন্তরে আল্লাহ তা'লার ভয় এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করা উচিত। তাই এটি খুবই জরুরী বিষয় আর যতক্ষন পর্যন্ত এটি সৃষ্টি না হবে, কোন আমল বা কর্মই আমল বা কর্ম বলে বিবেচিত হবে না বা কাজে আসবে না। নামায নামায বলে বিবেচিত হবে না, রোযা রোযা বলে বিবেচিত হবে না। যাকাত যাকাত বলে বিবেচিত হবে না, হজ্ব হজ্ব বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু কেন? কেননা নামায মানুষের ব্যয়ামের জন্য রাখা হয় নাই, মানুষকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখার জন্য রোযা নয়, যাকাত আর্থিক ক্ষতির জন্য নয়, হজ্ব সফরের কাঠিন্য সহ্য করার জন্য নয় বরং আল্লাহর তাক্বওয়া এবং নেকী অর্জনই হলো এগুলোর উদ্দেশ্য। হিংসা-বিদ্বেষ, লড়াই-ঝগড়া, নোংরামী, প্রভৃতি মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করে মানুষকে মুত্তাকী বানানো এগুলোর উদ্দেশ্য। কেননা তাক্বওয়া সকল পুণ্যের মূল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন,

হার এ্যাক নেকী কা জার ইয়েহ্ ইত্তিক্বা হে

আগার ইয়েহ্ জার রাহী সাব কুছ রাহা হে

অর্থঃ সকল নেকীর মূল হলো তাক্বওয়া। যদি এই মূল বিদ্যমান থাকে তবে (মনে কর) সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং এটি অনেক জরুরী বিষয়। তাই আমাদের সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত আমাদের কোন কাজের ফলে যেন খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট না হন বা কোন মানুষ যেন কষ্ট না পায়। আজকাল মহিলাদের মাঝে এই ব্যাধি অধিক হারে পরিলক্ষিত হয় আর তা হলো তারা অন্যকে কষ্টে নিপতিত করে নিজে কিছু অর্জন করা দোষনীয় মনে করে না। কিন্তু তাক্বওয়া এমন কাজ থেকে বিরত রাখে। আবার মহিলাদের মাঝে এমনও ঘটে তারা একজন আরেক জনকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ হাসি তামাশায় লিপ্ত হয় দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং পরিশেষে ঝগড়ায় জড়িয়ে যায়। এসবই তাক্বওয়ার পরিপন্থি কাজ। এধরণের বহু দোষ মহিলাদের মাঝে বিদ্যমান। যদি সেগুলো বর্ণনা করা শুরু করি তবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। আজকে আমার গলায় ব্যথা রয়েছে তাই কেবল মূল নীতি বলেছি আর তা হলো, সেই সকল কাজ পরিহার করা উচিত যেগুলোর কারণে খোদা অসন্তুষ্ট হন বা খোদার কোন সৃষ্টির জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। যদি এটি নিজ অভ্যন্তরে সৃষ্টি করা যায় তবে আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া লাভ হবে।

উপসংহারঃ

এ মুষ্টিমেয় কথা যা আমি উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করলাম, যদি এগুলো স্মরণ রাখেন, এবং সে মোতাবেক আমল করেন, তবে লাভবান হবেন।

(আল-ফযল, ২৭ অক্টোবর ১৯১৭ইং)
(আনওয়ারুল উলুম, খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২৯-৪৮)

শান্তিধাম কাদিয়ানের স্মৃতিময় পঁয়তাল্লিশ দিন

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-জীব হলো মানুষ। আর এই মানুষকে তিনি দান করেছেন সীমাহীন নিয়ামত ও কল্যাণ। যদিও আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত ও অনুগ্রহ লিখে বা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, তবুও কিছু কিছু এমন অনুগ্রহ আছে যা বললে মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ নগণ্য জীব হিসেবে কতটুকুই বা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে? আজ এমনি কিছু নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো, যা আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার ভারতের বাটালা পরগনার গুরুদাসপুর জেলা 'কাদিয়ান' নামক গন্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সেই গন্ডগ্রামটি আজ শহরে রূপান্তরিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। শহর হিসেবে যা প্রয়োজন সবকিছুই আজ সেখানে পাওয়া যায়। এবার এই অধমের উক্ত পবিত্র ভূমিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্। তারই কিছু উল্লেখযোগ্য দিক পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, যা আধ্যাত্মিক খোরাক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বিশেষ অনুগ্রহে আমরা নিম্নোক্ত ছয় জন ওয়াকফে জিন্দেগী এ বছর জামেয়া আহমীদয়া কাদিয়ানে রিফ্রেসার্স কোর্স করার তৌফিক লাভ করি, শুকর আলহামদুলিল্লাহ্। সৌভাগ্যশালী সেই ওয়াকফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম ভাইয়েরা হলেন সর্বজনাব মৌলবী মাহমুদ আহমদ শরীফ, মৌলবী এনামুল হক রনী, মৌলবী সেলিম আহমদ কাজল, মৌলবী মোস্তাফিজুর রহমান, মৌলবী আসাদুজ্জামান রাজীব, আর এই অধম। আমাদের নিগরানীর দায়িত্বে ছিলেন মওলানা বশীরুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল-১, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

এছাড়া একজন অতিথিও ছিলেন জনাব আলহাজ্জ সাজদার রহমান মন্ডল, তাহেরবাদ রাজশাহী। আমরা ২১-০৩-২০১৪ রোজ শুক্রবার রাত ৯-৫০ মিনিটে দারুত তবলীগ বকশীবাজার হতে জামা'তের গাড়িতে কল্যাণপুর রওয়ানা দেই। রওয়ানা কালে আমাদের স্বনামধন্য ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বিদায় দেন। সে সময় মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশসহ আরও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সবার সাথে কোলাকোলি করে আমরা বিদায় নেই। রাত ১০-৪৫ মিনিটে বি, আর, টি, সি এসি বাসটি আমাদের ও অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে যাত্রা করে এবং রাত ৪-৪০ মিনিটে আমরা নাভারণ সাতক্ষীরা রোড, শার্শা, যশোর পৌঁছি। মাঝে যশোর মনিহার মোড়ে সামান্য যাত্রা বিরতী ছিল এবং সেই সময় আমরা কয়েকজন সন্দেশ ও চা খাওয়ার সুযোগ পাই।

ঐ রাতেই নাভারণ হতে সোহাগ বাসে বেনাপোল বাসষ্ট্যান্ডে পৌঁছি তখন ফযরের আযান হচ্ছিল। ওখানে মনিম আহমদ নামে এক আহমদী খাদেম আমাদের সবাইকে পাশেই অবস্থিত তার নতুন বাড়ীতে নিয়ে যান। তিন চার বৎসর পূর্বে সে এখানে বাড়ি করেছে। সে সুন্দরবন জামা'তের মুন্সিগঞ্জ হালকার মরহুম আলী আকবর গাজী সাহেবের ছেলে এবং ওয়াকফে নও। এখানে সে বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। তার বাড়িতে পৌঁছে ফযর নামায বা-জামাত আদায় করি। তারপর হালকা নাস্তা করি এবং সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। এরই মাঝে আমাদের সবার পাসপোর্টগুলো মনিমের মাধ্যমে বর্ডারে পাঠানো হয় কাজ এগিয়ে রাখার জন্য। যাহোক, আমরা বেলা ১০টার দিকে সবাই তৈরী হয়ে খাবার খাই। খুব সুস্বাদু খাবার ব্যবস্থা ছিল। একটি ভ্যানে সবগুলো ব্যাগ ও লাগেজ নেয়া হয়। আমরা পায়ে হেটে মেইন রোডে এসে অটোতে চড়ে বর্ডারে যাই। বর্ডারের যাবতীয় নিয়ম-কানুন শেষ করতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছে। মনিমকে বিদায় দিয়ে ইন্ডিয়া বর্ডার পার হয়ে সি এন জিতে বনগাঁও রেলষ্টশন পৌঁছি। ২ টি সি এন জিতে মোট দুইশত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া নিয়েছে। বনগাঁও হতে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্যন্ত জন প্রতি কুড়ি টাকা করে নিয়েছে। ১২:৪৫ মিনিটে বনগাঁও হতে আমাদের গাড়ী শিয়ালদাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বেলা ৩

টার দিকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছি। অনেক বড় ষ্টেশন। নামার পর দেখি হাজার হাজার যাত্রী ছুটাছুটি করছে ট্রেনে উঠার জন্য। ভীড় ঠেলে আমরা মেইন রোডে আসি। ওখান থেকে বাসে ৪নং পুলের পাড়, তফসিয়া থানার অপর পার্শ্বে ২০৫ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট কলকাতা আঞ্জুমানে পৌঁছি। সেখানের দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বিছানাপত্র পাতা ছিল। মনে হল নিজেদের পরিচিত বাড়ী। এরপর সবাই পরিষ্কার হয়ে পাশের হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে যাই। তেমন ভালো হোটেল নয়, কোন রকম খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের খাবারের চেয়ে মান ভাল না। যাই হোক খেয়ে সবাই মসজিদে চলে আসি এবং বিশ্রাম নেই। আসরের সময় উঠে প্রথমে যোহর পড়ে নেই তারপর বাজামাত আসর নামায আদায় করি। সেদিন চৌদ্দজন মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। সবার সাথে পরিচয় পর্ব সেরে ফেলি। আমার এবং কাজলের জন্য এটি প্রথম সফর ছিল। অন্যরা পূর্বে একাধিকবার এসেছেন। কলকাতাতে আমাদেরকে ২২ মার্চ হতে ২৬ মার্চ বিকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছে, কারণ ওখানে ট্রেনের টিকেট পাওয়া খুব কঠিন, পূর্বের থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। ২৫ মার্চ সকাল দশটার পর আমরা ২৬ মার্চ বিকালের ট্রেনের টিকেট পেয়ে যাই। টিকেট পাওয়ার পর সবাই খুব খুশি। হাওড়া অমৃতসর মেইল ট্রেনে টিকেটের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রায় ৯ শত টাকা খরচ হয়েছে প্রতি টিকেটে।

কলকাতা অবস্থান কালে আমরা সায়ন্স সিটি, ভিক্টোরিয়া পার্ক (মহারানী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল) বিবেকানন্দ উদ্যান, টিপু সুলতানের নাতির নামে যে রোড রয়েছে অর্থাৎ পিন্স আনোয়ার শাহ রোড হয়ে সাউথ সিটিতে একটি বড় সপিং মল দেখতে যাই। এখানে সন্ধ্যায় "কচুরি ডাল" খুব ভালো সুস্বাদু নাস্তা খাওয়া হয়। হাওড়া ব্রিজ দেখার জন্য একদিন যাওয়া হয়। কলকাতায় কয়েকটি দিন মোটামুটি ব্যস্ততা ও ইবাদতের মাঝেই অতিবাহিত হয়। ২৬-৩-১৪ তারিখ যোহর ও আসর নামায জমা আদায় করে দু'টি টেক্সিতে হাওড়া ষ্টেশন চলে আসি। হাওড়া ষ্টেশনটিও অনেক বড়। অনেকগুলো প্লাটফর্ম রয়েছে এখানে। আমরা আট নম্বর প্লাট ফর্ম হতে সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটে ট্রেনে উঠি। অনেক লম্বা ট্রেন, ২১টি বগি ছিল। এ ট্রেনগুলো স্লিপার সিষ্টেম, রাতে ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে। হাওড়া হতে অমৃতসর ১৯১০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। একেকটি প্রদেশ পার হতে অনেক সময় লেগেছে। পথে জলন্ধর, লুধিয়ানা। বেয়াস ষ্টেশনে নেমে আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। অত্র এলাকাতে মসীহ্‌র অনুসারী ছিলেন।

বনগাঁও রেল ষ্টেশনে লেখক ও অন্যান্য সফরসঙ্গীরা

২৮ মার্চ সকাল ১০টায় আমরা অমৃতসর পৌঁছি। আমাদের মালসামান ক্লক রুমে রেখে অল্প সময়ের জন্য স্বর্ণ মন্দির দেখতে যাই। চারদিকে পানি, মাঝে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। ভক্তরা বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছে, প্রসাদ খাচ্ছে। পানিতে অনেক ধরনের বড় মাছ নজরে পড়েছে। এদিন দুপুরে অমৃতসর ষ্টেশনে রুটি-জল খেয়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি। বেলা ১-১০ মিনিটের ট্রেনে আমরা অমৃতসর হতে বাটালা হয়ে কাদিয়ান যাবো। আনুমানিক বেলা ৩ টার দিকে কাদিয়ান পৌঁছার পূর্বেই ট্রেন থেকে দূরে "মিনারাতুল মসীহ্" দেখতে পাই। খুশিতে মনটা ভরে গেল, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। যে উদ্দেশ্যে এত পথ পাড়ি দেওয়া, তা যেন হাতের নাগালে পেতে যাচ্ছি।

চারদিকে গম খেত মাইলের পর মাইল। মাঝে মাঝে ২/১ টি বসতি চোখে পড়ে। পরিশেষে আমরা কাদিয়ান রেলষ্টেশনে নামলাম। ছোট্ট একটি ষ্টেশন এখানো আধুনিকতার ছোঁয়া তেমন লাগেনি। ষ্টেশনে নেমেই গ্রুপ ছবি তুলে নিলাম। আর আমার একটি কবিতা তৈরী হয়ে গেল, যা নিম্নে পাঠকের উদ্দেশ্যে দেয়া হল।

"হে কাদিয়ান তুমি মহান!
ছিলে তুমি অপরিচিত, গন্ড একটি গ্রাম
আজ তুমি সুপরিচিত, কত মহীয়ান
প্রতিদিন কত আসছে মানুষ
দূর দূরান্ত হতে,
দেখবে বলে তোমায়,
নয়কো তুমি আজ একা
আছো তুমি সারা বিশ্বময়
কাদিয়ান দারুল আমান
উচারাহেগা তেরা নিশান
হে কাদিয়ান তুমি যে অতি মহান।

কাদিয়ান ষ্টেশন হতে ট্যাম্পুতে করে আমরা "সরায়ে ওয়াসীম" পৌঁছি। এই গেষ্ট হাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। দোতলাতে দুজন করে প্রতিরুমে প্রবেশ করি। অনেক লম্বা সফরের কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গোসল শেষ করে প্রথমে গেষ্ট হাউজের পাশে নাসেরাবাদ মসজিদে যোহর ও আসর নামায আদায় করি, আর মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করি এই পবিত্র ভূমিতে আমাদের আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। নামায শেষে আমরা চা নাস্তা খেয়ে এমটিএ-তে খুতবা দেখি দারুয জিয়াফতের একটি রুমে (লঙ্গর খানার একটি রুমে)। ওখান থেকে মসজিদ মোবারকে মাগরিব ও এশা নামায পড়ে বিভিন্ন জনের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় পর্ব চলে বেশ কিছুক্ষণ। ইতিপূর্বে যারা কাদিয়ান এসেছিলেন, তাদের ভাষ্যমতে বর্তমানে কাদিয়ানের অবকাঠামোর অনেক পরিবর্তন

বেহেশতী মাকবেরা

হয়েছে। নামাযে অনেক দোয়া করলাম সবার জন্য। প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসা কাদিয়ান যেন নিজের আবাস ভূমি। শান্তির এক পূণ্য ভূমি কাদিয়ান। বর্তমানে চারদিকে বিল্ডিং এর অনেক কাজ চলছে। ২৯ মার্চ রাত হতে নিয়মিত বায়তুদ্ দোয়া বায়তুল ফিকির, আদ্‌দার, হুজরা, বায়তুর বিয়াদ ও বেহেস্তী মাকবেরায় ইবাদত ও দোয়ার করার অনেক সুযোগ হয়। জলসার সময় বা দিনে এতটা সুযোগ পাওয়া যায় না।

কাদিয়ান থাকা অবস্থায় আমরা সবাই চেষ্টা করেছি এর-প্রতিটি স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখতে। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ও খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে কামরাতে জন্ম নেন, সেখানে যাই, নফল আদায় করি ও দোয়া করি। আম্মাজানের রান্না ঘর, ৯ মাস একাধারে যে কামড়াতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) রোযা রেখেছেন সে রুমেও নামায পড়ি এবং দোয়া করি। মসজিদ মোবারক হতে প্রতিদিন ফজর নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের পর সোজা চলে যেতাম বেহেস্তী মাকবেরাতে। গেইটে প্রবেশ করতেই মনে হতো এটা যেন বেহেস্তখানা। ঠান্ডা মনোরম পরিবেশ প্রতিদিন মুসল্লীগণ সকাল-বিকাল জিয়ারত করতে আসেন। লাজনারাও এসে থাকেন, এমনকি আমি দেখেছি শিখ ভাই-বোনেরাও দোয়া করতে আসেন। বেহেস্তী মাকবেরা প্রবেশ পথের সোজা পশ্চিমে কুদরতে সানীয়া, যেখানে খেলাফতের প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ২৭ মে ১৯০৮ সালে। তার পাশেই একটি রুমে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মরদেহ রাখা হয়েছিল। এগুলো এখন সংস্কার করা হচ্ছে। দু' ধারে আমের বাগান ও রাস্তার পাশে ফুলের বাগান, দৃষ্টিনন্দন এক পরিবেশ। স্বচক্ষে না দেখলে অনুভব করা সম্ভব নয়।

বেহেশতী মাকবেরার প্রবেশ পথেই কবরে পাঠ করা দোয়া লেখা আছে, যা পাঠ করে আমরা ভিতরে যেতাম, দোয়াটির অর্থ হলো, "হে কবরের আদিবাসীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আগে আগে যাও। আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি। আল্লাহ্ যদি চান, আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো।" সত্যিকার অর্থে বলতে হয় যারা এই পবিত্র বেহেস্তী মাকবেরাতে সমাহিত হয়েছেন এবং যাদের (ইয়াদগার) ফলক লাগানো হয়েছে এবং হবে, তারা অবশ্যই জান্নাতী হবেন। এখানে প্রবেশ করলেই মনে প্রশান্তি পাওয়া যায়। বেহেস্ত বা জান্নাত যে শান্তির-স্থান, তা অনুভূত হয়। বেহেস্তী মাকবেরার দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.), তাঁর বংশের ও কিছু কিছু বিশেষ সাহাবীর মাজার ও ইয়াদগার রয়েছে যেটা গ্রীল দিয়ে ঘেরা। অনুমতি সাপেক্ষে ভিতরে যাওয়া যায়। আমরাও একদিন ভিতরে গিয়েছিলাম সে কথায় পড়ে আসছি।

আর দ্বিতীয় অংশটি খোলা, যেখানে মাজার ও ফলক রয়েছে। সারি সারি সাদা নাম-ফলকগুলো দৃষ্টি কারে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দিয়ে ঢাকা কবরগুলো। এখানে সাহাবীদের কবর, দরবেশদের কবর এবং বিভিন্ন দেশের ওসীয়্যত কারীদের ফলক লাগানো আছে এবং প্রতিনিয়ত লাগানো হচ্ছে। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে সুউচ্চ সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী মিনারাতুল মসীহ্ দেখা যায়। আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেক বাঙ্গালী আহমদীদের ফলকের ছবি আনতে, হয়তো ২/১ টি বাদ পড়তে পারে। প্রতিদিন এখানে এসে জিয়ারত করার উত্তম সুযোগ হয়েছে। এখানে আসা যাওয়ার সময় আহমদীদের সাথে সালাম বিনিময়, সংক্ষিপ্ত কুশলাদী জিজ্ঞাসা খুব ভাল লাগতো। মনে হতো, আমরা যেন একই পরিবারের অংশবিশেষ। সেদিনগুলির কথা মনে হলে আজ কষ্ট পাই, কেন আরও কিছুদিন থাকলাম না। হৃদয়ে প্রশান্তি পাওয়ার মত স্থান কাদিয়ান। আধ্যাত্মিকতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত কাদিয়ান। আত্মার খোরাক পাওয়ার মত একটি স্থান কাদিয়ান। খোদাকে পাওয়ার মত উত্তম স্থান হলো কাদিয়ান।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের নিগরানের দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্। কাদিয়ানে অবস্থান কালে যাবতীয় কাজে সহযোগিতায় ছিলেন মাওলানা তাহের আহমদ চিমা সাহেব। অত্যন্ত নরম স্বভাবের মানুষ, তিনি সর্বদা হাসিমুখে কথা বলেন আমাদের খোঁজ খবর রাখতেন। যথারীতি ৩০ মার্চ হতে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত কাদিয়ান জামেয়া আহমদীয়ার ২১৩ নম্বর রুমে আমাদের কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে সকাল ৯-৪৫ হতে বেলা ১২-৪৫ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস ছিল। পরবর্তীতে সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে বেলা ১২-৩০ মিনিট এ আনা হয়। আমরা প্রতিদিন রাতে ৩-৩০ মিনিটে উঠে ইবাদতের ও যিয়ারতের কাজগুলো শেষ করে রুমে এসে ব্যক্তিগত পড়াগুলো শেষ করে ৬ জন একত্রে বাচ্চাদের মত ব্যাগ ঝুলিয়ে জামায়ায় যেতাম। প্রথম ২/১ দিন খারাপ লেগেছিল, এ বয়সে পায়ে হেঁটে ক্লাস করতে যাওয়া বড়ই বিরক্তিকর। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। ভালই লাগছিল ক্লাস করতে মনে হয়েছে আরও কয়েকদিন থাকতে পারলে উপকার হতো। প্রতিদিন পাঁচটি ক্লাস হতো। মাঝখানে ১৫ মিনিট বিরতি থাকতো, চা পানি খাবার জন্য।

(চলবে)

ঈদ মুবারক

নবীনদের পাতা-

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক রয়েছে

মোহাম্মদ সালা উদ্দীন ঢালী, সুন্দরবন

যদি প্রশ্ন করা হয় ধর্ম কি, কখন এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে, তখন এর উত্তর দেয়া বড় কষ্টসাধ্য হবে, কারণ পৃথিবী সৃষ্টির আদি-লগ্ন থেকে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করে আসছে এবং যার যার ধর্ম তার তার কাছে ঠিক মনে করে তারা ধর্ম পালন করছে। তারপরও আসুন, জেনে নেয়া যাক ধর্মের মুটামুটি একটা ছোট খাটো সংজ্ঞা। ধর্ম শব্দটির অর্থ হল– যা ধারণ করে। অর্থাৎ যা মন থেকে ধারণ করা হয় । দু-চোখ বন্ধ করে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য একাগ্রচিত্তে মন থেকে ধারণ করে কল্পনা করলে এর একটা সমাধান পাওয়া যায় এবং তার সমাধান হচ্ছে আল্লাহ্ এক। কারণ সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হয় পশ্চিমে অস্ত যায়, এটা চিরন্তন সত্য। যদি আল্লাহ্ দু-জন হত বা তার অধিক হত, তবে একজন বলত আজ সূর্য দক্ষিণ দিক থেকে উঠবে, অন্য জন বলত না উত্তর দিক থেকে উঠবে। ফলে কি সৃষ্টি হত? এ নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হত। যেমন অনেক মানুষ একটি জিনিষকে নিয়ে ভাগবাটোয়ারা করতে এ রকম গোলযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া আরও অনেক যুক্তি-তর্ক খাড়া করা যায় যে, আল্লাহ্ এক, তার কোন শরীক নেই। কুরআনে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে–"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক রয়েছে।"

সনাতন ধর্ম গীতায় আছে–"যদা যদাহি ধমস্য গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যস্থানম ধর্মম তদাতনানং সৃজস্যিহম ॥" অর্থঃ যখন ধর্মে গ্লানি বা পাপ উপস্থিত হয়, তখন ধর্মের জাগরণ বা অভুত্থান ঘটাতে আমি (ঈশ্বর) যুগে যুগে পবিত্র পূণ্যাত্মা-মানুষদিগকে সৃষ্টি করি। তারা ধর্মকে রক্ষা করেন এবং শান্তি স্থাপন করেন।"

বর্তমান জামানায় ইমাম মাহ্দী (আ.) ঠিক একই কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যেমন– ধর্মীয় সংস্কার। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল শিক্ষা কুরআন করীমের শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শের বিরুদ্ধে স্থান লাভ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা ও খারাবী অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলোর সংশোধন ও সংস্কার করা।

বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পাই, আদিতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী ছিল। সূর্যের সামান্য একটি অগ্নিখন্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং দিনে দিনে বাতাস-এর সংস্পর্শে অগ্নি খন্ডটি ঠান্ডা হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এক এক সময় এক এক ধরণের গবেষণার মাধ্যমে এটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞান কুরআনের বাইরে নয়। কুরআনে আছে–এই গ্রন্থ যাবতীয় জ্ঞানের আধার (৩৬ঃ২)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "যাকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করা হয়েছে; তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।" পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তুমি কি দেখ না যে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করত আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।"

তিনি আরও বলেছেন, "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই।" মহান আল্লাহ্ তা'লা যে পৃথিবীর সৃষ্টিকারী এবং ধ্বংসকারী, তাতে বিন্দুপরিমাণে সন্দেহ নেই। যেমন আছে বেদেও "পরমাত্মা বা ঈশ্বর সর্বরক্ষক; তিনি প্রাণ-স্বরূপ; দুঃখ-নাশক ও আনন্দ-স্বরূপ।" (মজু ৩৬/৩) পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে জীবনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীরা এখনও এটা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার ইবাদত কর।" কিন্তু এই মানুষ কত অসহায়, কত নির্বোধ, কত বোকা যে তারা নানা শক্তির পূজা করে। অনেক মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে হরেক রকম কামনা করে, পূজা করে॥" গীতার এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, এই সকল ব্যক্তি জ্ঞানহীন এবং মহামূর্খ। অন্যত্র কৃষ্ণ বলেছেন, "তামসিক বা অন্ধকার-বুদ্ধি যে সকল মানুষের মনে সর্বদা থাকে, তারাই জড়-মূর্তি বা পুতুলের পূজা করে, অন্ধকার-জগতে পড়ে থাকে ॥"

আদিম যুগের মানুষ ছিল চরম অসভ্য। সভ্যতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কোন জ্ঞান ছিল না। এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলেও মূর্তিপূজা, মদ, জুয়া, ও অনৈতিক কাজ চলত। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল তার কবিতায় এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন"

"সেই আদি যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে- কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?
দংশিছে দংশক গাত্রে গাদে সরীসৃপ,
শূন্যে কোন উড়ে,
কে তাহারে উদ্ধারিল?"

কাতর আহ্বান, গ্রহে গ্রহে অনুসন্ধান, ক্ষুদ্ধ অন্ধকার মরুর গর্জন, অন্ধকার পৃথিবী অরণ্যে ভরা, পিচ্ছল, কান্ডে সম্পূর্ণ হিংস্র মাংসাসী পশু-এ রকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি ছিল আদি যুগে। মানুষ বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে শিকার করে বেড়াত। শরীরে বস্ত্র জড়াতে জানত না। তাদের সামনে কোন বড় জন্তু বা তাদের চেয়ে শক্তিশালী কোন কিছুকে দেখলে তারা তার পূজা করা শুরু করে দিত। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, নদী, বড় গাছ, বড় জন্তুর পূজা তারা করত। এ যুগে আমরা তার প্রমাণ পাই। গ্রামাঞ্চলে এখনও সাপের পূজা করে, যাকে বলা হয় মনসা পূজা। সুন্দরবন এলাকায় বাঘের মূর্তি তৈরী করে পূজা করা হয়। বর্তমান সভ্য যুগেও এমন কর্মকান্ড অহরহ দেখতে পাই। পৃথিবীতে এখনও অনেক জায়গা আছে, যেমন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, ইত্যাদি মহাদেশে কিছু কিছু আদিবাসী আছে, যারা উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এসব অসভ্য মানুষকে সভ্য করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'লা নবী রসূলদের প্রেরণ করলেন। শুরু হল সেসব নবীদের ওপর অত্যাচার যুলুম, নিপীড়ন। সৎপথে চলার কথা বললে এ সকল মানুষ পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদেরকে আঘাত করত। এই যুগকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়া।

ঐতিহাসিক পিকে হিট্রি বলেছেন, "এ সময় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অরাজকতা

ঈদ মুবারক

বিরাজমান ছিল। একজন মহান ধর্মীয় নেতার অভ্যুদয়ের জন্য সময়টা উপযোগী ছিল। মঞ্চও প্রস্তুত হয়েছিল।" এটা মুহাম্মদ (সা.) এর যুগের কথা। এর আগের যুগের কথা আমরা কুরআন থেকে পাই। রসূলের যুগের কথাই ধরা যাক। তখন জুয়া, খেলা, মদ্যপান, কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নারীর মর্যাদার ক্ষুন্নতা, ক্রীতদাস প্রথা, সুদপ্রথা, ঘুষ, গোত্র-কলহ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, পেশাগত বিভাজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মূর্তিপূজার প্রথা ছিল ব্যাপক। হিন্দু ধর্মে বর্ণের ভেদাভেদ ছিল, যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, ইত্যাদি। তাদের এহেন অকারণ নীতি-নির্ধারক ও প্রথাগত ভাব আজ অবধি চলে আসছে। পূর্বপুরুষেরা পূজা করতেন, তাই এখন তারাও পূজা করেন। হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। বেদ শব্দের অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান আর বেদের সারকথা হল–

ইকনাম ঈশ্বরের– ওম
এক ধর্ম– সনাতন
এক ধর্মগ্রন্থ– বেদ
এক সংগে উপাসনা– সকাল, সন্ধ্যা

এক অভিবাদন– নমস্তে বা নমস্কার। তারা এক ঈশ্বরের আরাধনা করতে শুরু করলেন।

ঈশ + বর = ঈশ্বর
ঈশ মানে, ব্যাপক বা শ্রেষ্ঠ
বর মানে– প্রধান

যে ব্যক্তি হৃদয়ের মধ্যে একাগ্রচিত্তে ওম উচ্চারণ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন, সে পরম ব্রহ্মাকে লাভ করেন।

ওঁ

অ–ব্রহ্মা– যার অর্থ- সৃষ্টি।
উ–বিষ্ণু– যার অর্থ পালন-কর্তা।
ম–মহেশ্বর– যার অর্থ ধ্বংস-কর্তা।

তাহলে হিন্দু ধর্মেও আমরা মূর্তি পূজার প্রথা দেখতে পাই না। প্রকৃত আরাধনা হল তাদের আসল ধর্ম। মূর্তি পূজার বিরোধিতা স্বয়ং রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও করেছেন তার বিসর্জন নাটকের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ দ্বারা মূর্তি বানিয়ে তার প্রকৃত রূপ তুলে ধরে নাটকের শেষে তিনি তা বিসর্জন দিয়েছেন।

"পাষাণে ভাঙ্গিয়া গেল জননী আমার

এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা;

জননী অমৃতময়ী ॥"

মন্দিরের প্রতিমা জলে নিক্ষেপ করে অর্পনার হাত ধরে মন্দির ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ যুগে যুগে ধর্মকে নানা ভাবে-ভঙ্গিময়, নানা আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং শেষ জামানার ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর প্রাক্কাল পর্যন্ত ধর্মকে মানুষ নানা ভাবে ব্যবহার করে আসছে এবং এটা এখন বড় ব্যবসায় পরিণত হয়ে গেছে। এ সকল প্রথা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) নানাভাবে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন তার ৯১ খানা বইয়ের মধ্যে। শেষ যামানার ধর্ম সংস্কারক সম্বন্ধে রসূলের হাদীস আছে, যেমন–"তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্‌দী এবং মীমাংসাকারী ন্যায়-বিচারক হিসেবে।"

ধর্মের অপব্যবহার, অপপ্রচার, অলিকভাবে কল্পনা, ধর্মকে কেন্দ্র করে ব্যবসা, ইত্যাদি কু-প্রথা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হল মূল সংবিধান কুরআন। আল্লাহ্ আমাদের প্রচুর পরিমাণে কুরআন পড়ার তৌফিক দান করুন, যাতে আমরা আমাদের আসল ধর্মকে পুনরুদ্ধার করতে পারি, আমীন।

সত্য কোন ভাবেই চাপা থাকে না

মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ, শ্যামপুর, রংপুর

কিছু নামধারী মুসলমান মনে করেন ঈসা ইবনে মরিয়ম জীবিত আছেন। কিন্তু তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই। না আছে খৃষ্টানদের কাছে, না আছে এই মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে। যে সব মুসলমান বিশ্বাস করে ঈসা (আ.) বেঁচে আছে, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, অথচ আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অধিকাংশ কথাই মানে না।

ঈসা (আ.) মৃত্যু সম্পর্কিত কুরআন শরীফের ৩০টি আয়াত তাদের সামনে তুলে ধরলে তারা এই আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে। এর কারণ একটাই, এসব আয়াত মানলে সমাজে তাদের কোন দাম থাকবে না। একটি কৌতুক বলি, "এক লোকের নাম নূরুল ইসলাম। তিনি আসর নামায শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি খোলা ম্যানহোলে পড়ে গেলেন আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাতে এলো না। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি ইসলাম গেল, ইসলাম গেল বলে চিৎকার করতে লাগলেন। তখন আশেপাশের মানুষজন, কিছু নামাযি এসে নূরুল ইসলামকে ম্যানহোল থেকে উদ্ধার করে বলল, ইসলামের কি হল, আর ইসলামই বা কোথায় গেল?' তখন নূরুল ইসলাম বলল, আমি যখন বাঁচার জন্য চিৎকার করছি, তখন কেউ আমাকে বাঁচালো না। আর আমি যখন আমার নামের শেষ অংশ ইসলাম নিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, তখন তোমরা এসে আমাকে বাঁচালে।" আর এই হল বর্তমান যুগের কিছু নামধারী মুসলমানের অবস্থান। তারা বাঁচার তাগিদে সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না, সত্য কোন ভাবেই চাপা থাকে না। একদিন না একদিন বের হয়ে আসবে আর সেদিনই আহমদীয়াতের জয় হবে।

ঈদগাহে যাতায়াতের সময় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত-

"আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

এ তকবীর ঈদুল ফিতরের নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করবেন।

ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-ও এ তকবীর বেশি বেশি পড়তেন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ঈদ শুধু আনন্দ নয় বরং ইবাদত”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ঈদ শুধু আনন্দ নয়, বরং ইবাদত

‘ঈদ’ শব্দটি ‘আওদ’ শব্দ থেকে এসেছে। ঈদ অর্থ আনন্দ, আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব ইত্যাদি। আর ‘আওদ’ শব্দ ফিরে আসা, বার বার আসা। অর্থাৎ যে আনন্দ বিশ্ববাসীর মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়।

ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পুত পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ওপর কর্ম সম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পুত পবিত্র চিরস্থায়ী ভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে। আর সেই ঈদ হবে ইহকাল ও পরকাল সজ্জিত ঈদ।

ঈদ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল করীম (সা.) মদীনাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, সেখানের অদিবাসীরা বছরে দুটি দিন (পায়মুক্ত ও মিহিরজান) খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করে। হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন এ দুটি কিসের দিন? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমরাও এ দু’টি দিনে খেলা ধূলা ও উৎসব পালন করতাম। হুযূর (সা.) একথা শুনে বললেন, ‘আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন। আর তা হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।’

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

ঈদ উপলক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-“সেই দিন কোন্‌টি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিনের চেয়ে উত্তম? তা হলো মানুষের তওবা করার দিন। কেননা ঐ দিন তার আমলনামা (কর্মলিপি) ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। অতএব রমযানে যদি সত্যিকারের তওবা করা হয়, সত্যিকারের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের দিন হবে। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ সেপ্টেম্বর-২০১০)

আমাদের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বলেছেন : এক প্রকৃত ঈদ এটাই যখন সে তার জীবন খোদার জন্য বিক্রি করে দেয়। আজ রমযানকে ভুলে যাওয়ার দিন নয় বরং তা স্মরণ রাখার অঙ্গীকার করতে হবে তাহলেই আমাদের ঈদ কল্যাণময় হবে ঈদ হবে। এক মাসের রোযা এবং ঈদ দুটিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা একমাস রোযা রাখি তারপর ঈদ উদযাপন করি, এসব কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যই করে থাকি। খোদা তা’লার কৃপা হলে কদিন পর আমরা ঈদ উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবো। এই যে ঈদ উদযাপন করবো এটাও কিন্তু আল্লাহ্‌র আনুত্যের ফলশ্রুতিতেই আমরা করবো।

ঈদ সম্পর্কে আহমদীয়া জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে যাবে।

আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠতে শুরু করবে। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৭ জুলাই ১৯৪৮)

ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি বিশেষ রহমত ও আল্লাহ্‌র দেয়া আদেশ। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। অন্য কথায় ঈদ হলো তাক্‌ওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক। বলা যায় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অপসন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তাই প্রকৃত ঈদ। যারা পবিত্র মাহে রমযানে সারা মাস রোযা রেখেছে এবং অন্যান্য ইবাদত গভীর মনোনিবেশ সহকারে করেছে তাদের জন্যই ঈদ প্রকৃত আনন্দের আর এই ঈদ ইবাদতের।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, ঈদ এমন এক বিষয় যে, পৃথিবীর সকল জাতি এটিকে পালন করে থাকে। কেউ এর নাম তাহ্‌ওয়ার রাখে, কেউ ঈদ এবং কেউ খৃষ্টমাসটডে বলে অভিহিত করে মোটকথা, দুনিয়ার এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে আনন্দ উৎসব নাই। প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ভাবে ঈদ পালন করে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আনন্দ উৎসবের আবেগ মানব প্রকৃতিগত সেই আবেগ যদি মানব প্রকৃতিগত না হতো তাহলে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন্ আনন্দ উৎসব করা হয়? শত শত এবং হাজার হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করে।

আমেরিকাবাসীগণ পৃথিবীর অন্য জাতির সাথে ততদিন পর্যন্ত মিলিত হতে পারে নাই, যতদিন পর্যন্ত না কলম্বাস এটিকে আবিষ্কার করে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরাও একটি সময় পর্যন্ত অন্য জাতির সাথে মিলিত হতে পারে নাই। কিন্তু তবু সে দেশের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, তাদের পুরাতন বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দ উৎসবের প্রথা ছিল। অনুরূপভাবে আফ্রিকার পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যেও তেহ্‌ওয়ার পাওয়া যায়। যাহোক ঈদের উপলক্ষে বিভিন্ন হলেও এর অস্তিত্ব প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশে পাওয়া যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃতির

সাথে ঈদের সম্বন্ধ রয়েছে।

ইসলামেও বছরে দুটি ঈদ রাখা হয়েছে। যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এছাড়া রসূলে করীম (সা.) জুমুআর দিনকেও মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন বলে ধার্য করেছেন। ফলে ইসলাম ঈদের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি ধর্মের ও তুলনায় অগ্রগামী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঈদ কাকে বলে? নিশ্চয় কোন কারণ আছে যে জন্য প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ঈদের ব্যবস্থা আছে।

ঈদের ব্যবস্থার কারণ এটাই যে, মানুষ যদি সদা দুঃখকে দেখতে থাকে তাহলে তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কখনও কখনও তাদের দৃষ্টি উচ্চ লক্ষ এবং সফলতার দিকেও আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যদি তারা জাতীয় সাফল্যের স্মতিকে জাগুরুক রাখে এবং নিজেদের লক্ষকে স্থির রাখে তাহলে তাদের উদ্দীপনা বাড়তে থাকবে এবং এর দ্বারা জাতী মরবে না। যদি আনন্দ উৎসব পালিত না হয় অথবা আনন্দ উৎসব পালিত হয় কিন্তু এর কোন উপলক্ষ্য না থাকে বরং গতানুগতিক প্রথা মাত্র হয় তাহলে জাতি মরে যায়। ঐ জাতির আত্মা মরে যায় এবং কেবল ছবি বাকী থেকে যায়। যদি সত্যিকার ভাবে জান ও মাল কুরবানীর প্রেরণা পাওয়া যায়, যদি আমরা কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাই তাহলে আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদ এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও রসূল করীম (সা.)-এর সম্মুখে চোখ তুলে চাইবার যোগ্য। নচেৎ আমাদের ঈদ কিছুই নয়, বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাণহীন করে দিবে। (১৯৪১ সনের ২৮ জুলাই প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা)

মুসলমাদের জন্য ঈদ একটি মহা ইবাদত। ঈদের ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি বিধান রয়েছে, যা পলনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধন সুসংহত হয়। ঈদুল ফিতরের শরীয়তী দিক হলো, ঈদের নামাযের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদগাহে দু'রাকাত নামায আদায় করা খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৩ই অক্টোবর ২০০৭ মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদান কালে এস্থানে বলেন, কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো, মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযা ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ, এর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। সুতরাং এ ঈদ ভালো খাওয়ার ও পড়ার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর।" আমাদের এ ঈদ তখনই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যথা অনুভব করে, দলবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য চেষ্টা করবো। যার ফলে এ ঈদ মহা ইবাদতে রূপ লাভ করবে।

তাই আমাদের এ ঈদ উদযাপন যেন কল্যাণময় ও ইবাদতে পরিণত হয় এ দোয়াই করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত ঈদ উদযাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মিলা পাটোয়ারী, আহমদনগর

ঈদ মুসলমানদের ইবাদতের শিক্ষা দেয়

সারা বিশ্বের মুসলিম জাহানে সিয়াম সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বান্দা তার অতীতের সকল ভুল ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে আমলে সালেহ্‌কে যথাযথ কাজে লাগিয়ে নতুন অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সাফল্যমন্ডিত অনুষ্ঠান হচ্ছে এ পবিত্র ঈদ।

আর কয়েকদিন পরেই আমরা ঈদ পালন করতে যাচ্ছি। ঈদে আমাদেরকে এ নিয়্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, যাতে আমাদের মনোযোগ খোদার সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধ থাকে, প্রকৃত ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তবেই আমাদের ঈদ হবে প্রকৃত ঈদ।

মুসলমানদের মধ্যে ঈদের ব্যবস্থার কারণ এটাই যে, আমরা যদি সব সময় দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপতিত থাকি তবে আমাদের মন ও শক্তি দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ঈদের আনন্দ মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ ও ইবাদত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৩ অক্টোবর ২০০৭ মসজিদ বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদান কালে এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আদেশে একমাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। এই একমাস রোযা আমরা আমাদের তাক্‌ওয়া ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য রেখেছি।

আর রোযা এজন্য রাখা যেন আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি। তাক্‌ওয়া অবলম্বনকারী হতে পারি। এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এও আদেশ দিয়েছেন তোমরা আনন্দ উৎসব কর। কিন্তু একথাও বলেছেন কখনও আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেও না। ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয়। বরং প্রকৃত ঈদ হচ্ছে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। গভীর মনোযোগ সহকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। আর যারা রমযান মাসে গভীর মনোযোগ সহকারে রোযা রেখেছে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে তাদের জন্য ঈদ হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত ও আনন্দের। ঈদ শুধু খুসি তামাশা আর ভাল খাওয়া দাওয়ার নাম নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার আদেশে সকল ভাল কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখার নামই হচ্ছে ঈদ। আমরা যখন পুরোপুরি ভাবে আমাদের গরীব ভাই বোনদের অভাব দূরীকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই ঈদ আমাদের প্রকৃত ঈদ হবে। গরীবদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত। গরীব ধনী সবাই যেন একত্রিত হয়ে ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। এতে একজন আরেকজনের প্রতি পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার বন্ধন সুসংহত হয়।

ঈদের মাধ্যমে আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি হয়। আর নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। যদি এমনটি হয়ে থাকে তবেই আমাদের ঈদ পালন ইবাদতে গণ্য হবে।

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত, ঈদ যেন আমাদের জীবনে কল্যাণময় হয় ও ইবাদতে পরিপূর্ণ হয়। এই ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমাদের বেশি বেশি খোদা তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

ঈদ তখনই প্রকৃত আনন্দ হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যাথা অনুভব করব এবং প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট দুর করবো

ঈদ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলে করীম (সা.) মদিনাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, সেখানের অধিবাসিরা বছরে দু'টি দিন (পায়মুক ও মিহিরজান) খেলা ধূলা ও আনন্দ উৎসব করে। হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন এ দু'টি কিসের দিন? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, জাহেলিয়তের যুগে আমরাও এ দু'টি দিনে খেলা ধূলা ও উৎসব পালন করতাম। হুযূর (সা.) এ কথা শুনে বললেন, 'আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দু'টি উত্তম দিন প্রদান করেছেন। আর তাহলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা' (আবুদাউদ, তিরমিজি)।

আর কয় দিন পরেই আমরা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে ঈদ পালন করতে যাচ্ছি। ঈদ আমাদেরকে এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। আমরা যদি সর্বদা এই চিন্তা করি যে, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খোদা তাআলার নির্দেশমত চলতে হবে। আর এ শিক্ষাই কিন্তু আমরা রমযানের রোযা আর ঈদ থেকে লাভ করি। এক মাসের রোযা এবং ঈদ দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা এক মাস রোযা রাখি তারপর ঈদ উদযাপন করি, এসব কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই করে থাকি। খোদা তাআলার কৃপা হলে ক'দিন পর আমরা সবাই ঈদ উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবো। এই যে ঈদ উদযাপন করবো এটাও কিন্তু আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই আমরা করবো।

ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক। বলা যায় আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তা-ই প্রকৃত ঈদ। যারা পবিত্র মাহে রমযানের সারা মাস রোযা রেখেছে এবং অন্যান্য ইবাদত গভীর মনোনিবেশ সহকারে করেছে তাদের জন্যই ঈদ প্রকৃত আনন্দের আর এই ঈদ ইবাদতের।

তাই আমাদের এ ঈদ উদযাপন যেন কল্যাণময় ও ইবাদতে পরিণত হয় এ দোয়াই আমাদের করা উচিৎ। আর কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। আমাদের এতে বেশি বেশি খোদার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আমাদের এ ঈদ তখনই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যাথা অনুভব করে, এক দলবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য চেষ্টা করবো। যার ফলে এ ঈদ মহা ইবাদতে রূপ লাভ করবে।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

ফিতরানা ও ফিদিয়া

* এ বছর ফিতরানা ধার্য হয়েছে ১০০/- (একশত) টাকা। প্রত্যেকের জন্য, এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অস্বচ্ছল, তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

* যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না, তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১৫০০/- (পনেরশত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১২০০/- (বারশত) টাকা ধার্য হয়েছে। যাদের সামর্থ আছে, তারা রোযা রাখা সত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে পবিত্র হজ্বের গুরুত্ব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১০ আগষ্ট, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

নারায়ণগঞ্জে মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২০/০৬/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মিশনপাড়া মসজিদে মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সাজ্জাদ খন্দকার অনিক, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। বক্তৃতাপর্বে ওসীয়্যতকারী বাড়ানো বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ডা: মুজাফ্‌ফর উদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডা: আসাদুজ্জামান, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খোকন এবং জনাব আব্দুর রব। ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের রিপোর্ট পেশ করেন জনাব শামীম আহমদ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত। এছাড়া তিনি আসল আমদ ফরম পূরণ, চাঁদার গুরুত্ব, আল ওসীয়্যত পুস্তক পাঠ, কুরআন শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে স্থানীয় আমীর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে মুসী এবং অন্যান্যসহ ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমদ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'রাজে হাকীকত'-এর ওপর সেমিনার

গত ২০/০৬/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলীর ব্যবস্থাপনায় হযরত আকদাস ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর লিখিত পুস্তক 'রাজে হাকীকত' এর ওপর এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব আবুল হায়াত বিশ্বাস। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আতাউল মান্নান। এতে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ শাহিনূর রহমান, যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলী। উক্ত পুস্তকের ভূমিকাসহ আলোচনা করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলী। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিল্টু

ফুলপুরে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ মে, ২০১৪ তারিখ বাদ আছর ময়মনসিংহের ফুলপুর পকেটে তবলীগে খাসের অধীনে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব ড: প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী তবলীগ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হামিদুল হক। 'আমাদের ধর্মবিশ্বাস' পাঠ করে শুনান সভাপতি সাহেব। এরপর আহমদীয়াত কি এবং কেন ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও লক্ষণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, আহ্বায়ক, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা জোন। তারপর মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রাণবন্ত উত্তর প্রদান করেন সভাপতি সাহেব ও মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ। প্রশ্নোত্তর শেষে বই/লিফলেট বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে সভাপতি সাহেবের আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে মেহমানদের মধ্য থেকে জনাব জুলমত আলী খান সাহেবের পরিবারের সদস্যরা বয়আত নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখেল হন, আলহামদুলিল্লাহ্। তাদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

জামালপুর লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১০ জুন (নয়াপাড়) জামালপুর লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে। ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এতে বিভিন্ন হালকা, পকেটস্ থেকে লাজনা বোনেরা অংশ গ্রহণ করেন। ইজতেমায় মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রেজওয়া ইসলাম (রিপা)

খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৮ মে ২০১৪ তারিখ হতে ১০ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী ১৬তম খুলনা বিভাগীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ৮ মে বাদ মাগরীব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আসিফ আহমদ এবং নযম পাঠ করেন তানভীর আহমদ (শোভন), সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। তার নসিহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন সহকারী সেক্রেটরী ওয়াকফে নও জনাব এস, এম রবিউল ইসলাম, মওলানা খোরশেদ আলম এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক।

৩ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও এর এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ মে ২০১৪ বিকাল ৩ টায় ন্যাশনাল সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আসিফ আহমদ, নযম পাঠ করেন তানভীর আহমদ এবং ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুর রহমান, মওলানা খোরশেদ আলম এবং জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম।

অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়। ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ১৬তম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনে খুলনা জামা'তের ১৫ জন, উথলী জামা'তের ১ জন ওয়াকফে নও পিতা, ১২ জন এবং ওয়াকফে নও ও ১৭ জন মাতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটি।

এস, এম রবিউল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার প্রথম তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৫/২০১৪ তারিখ হতে ২৭/০৫/২০১৪ইং ৩ দিন ব্যাপী খুলনার প্রথম আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আমাতুল কাইয়ুম, (নায়েব সদর-১)। আরও উপস্থিত ছিলেন ফারজানা শাহীন শিলা, (মুয়াভিন সদর), দীনা নাসরিন (মুফাত্তিস, খুলনা অঞ্চল), আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রোখসানা মঞ্জুর। এরপর দোয়া ও তরবিতীমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা খোরশেদ আলম। নযম পেশ করেন সোফিয়া খিলাত। লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে নসীয়তমুলক বক্তব্য রাখেন দীনা নাসরিন। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। বিকাল ৪-৩০ মিনিট থেকে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। নযম পেশ করেন সোফিয়া খিলাত ও জাবিন মোবারাকা ঐশী। এতে বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ক্লাসের সমাপনিতে ১৮৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৬ ও ২৭ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২ দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাস প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত চলে। কেন্দ্রীয় সিলেবাসের ওপর ক্লাস নেওয়া হয়। এতে কুরআন শুদ্ধ উচ্চারণ, হাদীস, দোয়া, নযম, অর্থসহ নামায, নামায পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি, বয়আতের শর্ত, হুযূও (আই.)-এর তাহরীকের দোয়াসমূহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ক্লাস নেয়া হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন ৭ জন এবং দ্বিতীয় দিন ৮ জন উস্থিত ছিলেন।

খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ০৬/০৬/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মিসেস মোস্তারীন আকতার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন সাবিহা আক্তার তমা। হাদীস পাঠ করেন আমাতুর বাসিত অহনা, নযম পেশ করেন যথাক্রমে সালেহা আক্তার অনামিকা ও আমাতুর বাসিত অহনা। বক্তৃতা পর্বে 'আহমদীয়া খেলাফতের জগৎময় কল্যাণ' 'খিলাফত আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপান' 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' এবং 'মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাঁচ খলীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী' নিয়ে যথাক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন জেসমিন আক্তার, আমাতুল মজিদ বৃষ্টি, আমাতুল মতিন এবং আমাতুল মজিদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজিদ

তাহেরাবাদে খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ১৭/০৬/২০১৪ তাহেরাবাদে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তৌহিদুল ইসলাম। নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন মৌ. মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন এবং জনাব আব্দুল খালেক মোল্লা। সভাপতি সাহেবের সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহম্মদ ফরহাদ হোসেন

শরিষাবাড়ীর ডোয়াইলে ইফতার আয়োজন

গত শনিবার ৫-৭-১৪ ইং তারিখে ডোয়াইল পকেটে ইফতারির আয়োজন করা হয়। এ ইফতারিতে পুরুষ মহিলা মিলে মোট ৩০ জন উপস্থিত হন।

সেখানের একজনের একটি ঘরে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে তারা নিয়মিত নামায আদায় করছেন।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৯ মে হতে ২৩ মে পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ঘাটুরায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন বাদ মাগরীব হতে রাত ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সিলেবাসের ওপর ক্লাস নেওয়া হয়। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত এস, এম, হাবিবুল্লাহ্। ২৩ মে শুক্রবার বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং রিজিওনাল নাযেম সাহেব উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের পরীক্ষা নেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব কায়েদ তালিম মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ কামাল মুন্সি। এরপর যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন, রিজিওনাল নাযেম, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও যয়ীমে আলা। সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, হাবিবুল্লাহ্

কুকুয়ায় খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ০৬/০৬/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব যথাযথ মর্যাদায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুকুয়ার খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট এতে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ মিজবাহুর রহমান বাপ্পি। বক্তৃতা পর্বে 'আহমদীয়া খেলাফত দুনিয়ার জন্য কল্যাণ' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এস, এম, শামিম আহমদ। 'ইসলাম প্রচারে খেলাফতের গুরুত্ব' এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব শাহ্ আলম মাষ্টার। 'খলীফার আনুগত্য করা একান্ত জরুরী' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী খলীফা 'খেলাফত বিহীন উম্মত পথহারা' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম (বুলবুল), প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুকুয়া। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আলামীন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরায় আতফাল ও পিতামাতা দিবস উদযাপিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে গত ১৬ই মে ২০১৪ আতফাল ও পিতামাতা দিবস পালন করা হয়। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস এম সেলিম-এর সভাপতিত্বে। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। বাদ মাগরীব জনাব এস, এম, ইব্রাহীম এর সভাপতিত্বে পিতামাতা দিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব এস, এম, আরমান, মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া এবং জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ্। এরপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শেখ সানাউল্লাহ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ১৩-০৬-২০১৪ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ।

হাদীস পড়ে শোনান ঝরণা আলমগীর। এরপর দোয়া ও আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী সাহেবা এরপর নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। 'নেযামে খেলাফত ও ইশায়াত'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন কোরায়েশা মাজেদ। 'ঐশী খেলাফতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক। এরপর খেলাফত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেন দীনা নাসরিন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রোখসানা মঞ্জুর ডলি

রাজশাহীতে খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে বিকাল ৬ ঘটিকার সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান-এর সভাপতিত্বে রাজশাহী জামা'তের উদ্যোগে খেলাফত অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এনামুর রহমান। আতফালের মধ্য থেকে খেলাফত দিবস কি ও কেন– এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বেনজির হাসান হৃদয়। খেলাফতের প্রতি জামা'তের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মিসেস সাজলিনা রহমান। খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত এবং আমাদের দায়িত্বাবলীর ওপর বক্তৃতা করেন জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী। খেলাফতে রাশেদার যুগ সম্পর্কে আলোচনা করেন আলহাজ্জ প্রফেসর তারেক সাইফুল ইসলাম। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে খেলাফতের ভূমিকা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আতাউর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে খেলাফত দিবস উদযাপিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ৩০-০৫-২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজের সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া। বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন সুরাইয়া নাসের তুলি এবং খাওলাদীন উপমা। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে খেলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যাক্রমে আলোচনা করেন তাসনুভা তাহের তৃণা, আফসানা আহমদ টুম্পা, খাদিজা বেগম তুষ্টি এবং তানজিদা আহমদ শান্তা। সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে খেলাফত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩২ জন লাজনা ৭ জন নাসেরাতসহ কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

মাহবুবুর রহমান জেপির স্ত্রীর মৃত্যুতে যিকরে খায়ের সভা

গত ০৬/০৬/২০১৪ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোহতামীম মাল এর স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে গত ১৩/০৬/২০১৪ তারিখে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট ক্রোড়ার সভাপতিত্বে মরহুমার শ্বশুরালয়ে এক যিকরে খায়ের সভার আয়োজন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূইয়া। মরহুমা একজন ধর্মপরায়না নারী ছিলেন। স্বল্প সময়ের সাংসারিক জীবনে তিনি শ্বশুরালয়ের সকলের প্রিয় হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত দান করুন এবং জান্নাতে তার উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন।

এনামুল হক

মরহুমা সালেহা খাতুনের স্মরণে কোড্ডায় যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

মিসেস সালেহা খাতুন, স্বামী বীর মুক্তি যুদ্ধা জনাব ছোবেদার আবু তাহের, কুড়াবাড়ি গত ১৭/০৩/২০১৪ তারিখ রাত ১২-১০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমার স্মরণে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার প্রেসিডেন্ট নার্গিস আক্তারের সভানেত্রীত্বে মরহুমার নিজ বাসভবনে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিয়া বেগম, নযম পাঠ করেন শেফালী বেগম। তারপর পর্যায়ক্রমে তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন শামসুন্নাহার কল্পনা, শাহনাজ পারভীন বীনা, নীলুফা আহমদ, রিকিন আক্তার, লায়লা বেগম, নাজমা আহমদ, রুবিনা বেগম ও হাফিয়া বেগম। তিনি ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এই মহীয়সী নারী অত্যন্ত পবিত্র চিত্তের অধিকারী ছিলেন ও সবার শুভ কামনায় রত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত দান করুন এবং জান্নাতে তার উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। সবশেষে সভানেত্রীর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত যিকরে খায়ের সভায় ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

শুভ বিবাহ

১৩/০২/২০১৪ শিরিন সুলতানা, পিতা- মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, ৮৮/২ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এর সাথে আশরাফ উল আলম, পিতা- মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ৪৪০/২ পূর্ব কাফরুল, ঢাকা'র বিবাহ ৬,০০,০০১/- (৬ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৯/১৪

২১/০৬/২০১৩ ইসরাত জাহান, পিতা আনোয়ার হোসেন, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া'র সাথে তফসির উদ্দিন, পিতা-মন্তাজ উদ্দিন, নাটাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৬০/১৪

২১/০২/২০১৪ রুবিনা আক্তার (রুমি), পিতা- মোহাম্মদ আজিজার রহমান, ডোহান্ডা, রামপুর, কাহরোল, দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আবুল হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ ফালু মিয়া, ভেলার তল, বেংহাড়ী, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৭২,০০১/- (বাহাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৬১/১৪

গত ২৪/০১/২০১৪ তারিখ, মর্জিনা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ মজিবর রহমান গাজী, কুলতলি, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, পিতা– আব্দুল গনি খান, ঘড়িলাল, চরামুখ, কয়রা, খুলনার বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬২/১৪

গত ২১/০৩/২০১৪ তারিখ, মাহবুবা আখতার গনি, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল গনি, বাসা#০৭, রোড#০৬, ব্লক#এ, কাদেরাবাদ হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকার সাথে মিজানুর রহমান, পিতা- মরহুম উমর আলী সরকার, ৩৮/এ, ঢাকা রিয়েল এষ্টেট-এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৩/১৪

গত ০৬/০৬/২০১৪ তারিখ, রিয়া শিকদার, পিতা- রবিউল্লাহ্ শিকদার, নাটাই, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মশিউর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর, ঢাকার বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৪/১৪

গত ১৭/০৪/২০১৪ তারিখ, হীরা পারভীন লতা, পিতা- মোহাম্মদ শহীদ মীর, মীরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে মোহাম্মদ জসিম আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ ইব্রাহীম সরকার, যতীন্দ্রনগর-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৫/১৪

গত ১১/০৪/২০১৪ তারিখ, দীবা পারভীন, পিতা- গোলাম ঢালীর, পো: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে হাফিজুর রহমান মোড়ল, পিতা- রফিকুল ইসলাম মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৪০,০০১/- (চাল্লিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৬/১৪

গত ০৪/০৪/২০১৪ তারিখ, মোছা: জনুফা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, গ্রাম: বেলারতল, পো: ফুলতলা, থানা বোদা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আল আমিন, পিতা- উমর মিয়া, হরিগদী, সুহিলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,০০,২০১/- (একলক্ষ দুইশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৭/১৪

গত ১১/০৪/২০১৪ তারিখ, আমাতুল বুশরা রোশনি, পিতা-মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, গনেশপুর, রংপুর-এর সাথে আতাউর রহীম, পিতা- আব্দুর রহমান, গ্রাম: শালশিড়ি, পো: ফুলতলা, পঞ্চগড় এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৮/১৪

গত ২৬/০৩/২০১৪ তারিখ, কোহিনুর সুলতানা, পিতা-মরহুম মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেদ সাহেব, ঘাটুরা জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে ছিদ্দিক আহমদ, পিতা-সৈয়দ আহমদ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৬৯/১৪

গত ২৬/০৩/২০১৪ তারিখ, আমেনা আক্তার (সিমা), পিতা- মোহাম্মদ ইব্রাহীম চৌধুরী (বাবুল), ১০৪ চশমা পাহাড় আ/এ, পূর্ব নাসিরাবাদ, ষোলশহর, চট্টগ্রামের সাথে মোহাম্মদ আনসার আলী, পিতা- মোহম্মদ এহসান উদ্দিন, কেরানীগঞ্জ ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭০/১৪

গত ০৯/০৪/২০১৪ তারিখ, আমাতুর রহমান লবিনা, পিতা- আবু নদুর, বড়চর, উপজেলা নবীগঞ্জ, জেলা, হবিগঞ্জ-এর সাথে শাহ মোবাশ্বের আলী, পিতা-মরহুম শাহ আফজাল আলী, বড়চর-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চারলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭১/১৪

গত ০৪/০৪/২০১৪ তারিখ, ইয়াছমিন আক্তার, পিতা- মরহুম মোহাম্মদ আলী, শালশিড়ী, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর সাথে ফারুকুজ্জামান (শিহাব), পিতা- মরহুম ডা. আবু তাহের, আহমদনগর-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭২/১৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৪ জুলাই ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

হুযূর (আই.) বলেন, এই আয়াত থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, রমযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাক্বওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বন।

পবিত্র কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বেশি সম্মানিত সে যে খোদাভীরু। হাদীসে এসেছে রোযা ঢাল স্বরূপ আর আগুন থেকে রক্ষাকারী। কিন্তু তারাই আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারে যারা লৌকিকতার উর্ধ্বে উঠে কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে এবং খোদাভীতির সঙ্গে দিন কাটায়। খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা না থাকলে ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত থাকার কোন মূল্য নেই। রোযাদারের উচিত দিনের বেলা বেশি বেশি খোদার স্তুতি গাওয়া এবং রাত জেগে খোদার ইবাদতে মগ্ন থাকা।

হুযূর বলেন, এ মাসে অর্জিত প্রশিক্ষণ সারা বছর ধরে রাখতে হবে। খোদার নৈকট্য লাভের বাসনায় শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন আর তাদের পরিণাম শুভ হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, মুত্তাকী ও অনিষ্টকারী একস্থানে সমবেত হতে পারে না। মুত্তাকীর জন্য সুসংবাদ হলেও অনিষ্টকারীর জন্য রয়েছে অভিসম্পাত। আজ পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আহমদীদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরানোর অপচেষ্টা চলছে। কিন্তু আহমদীদের মনে রাখতে হবে, আমাদের খোদা প্রবল শক্তির অধিকারী। যারা শুধুমাত্র খোদার জন্য পার্থিব সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে তার জন্য নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেন। এবং এমন স্থান হতে তার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন যা সে চিন্তাও করতে পারে না। আর তাদের ইহ ও পরকাল হয় সুনিশ্চিত।

হুযূর (আই.) বলেন, আজ একশ্রেণীর নামধারী আলেম-উলামা মুসলমান যুবকদের আবেগকে উস্কে দিয়ে জিহাদের নামে তাদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। মুসলমান দেশগুলো হানাহানি ও খুনোখুনিতে লিপ্ত। আর ইসলামের শত্রুদের প্রতারণার শিকার হয়ে তারা নিজেদের মাঝে এরূপ জঘন্য কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এরফলে ইসলামের দুর্নাম হচ্ছে বিশ্বময়। ইসলামের নবী, বিশ্বনবী যিনি ছিলেন বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ, তাঁর দুর্নাম হচ্ছে। আর এই সুযোগকে লুফে নিয়ে অ-মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিতে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করছে।

মহানবী (সা.)-এর সম্মান রক্ষায় আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা উচিত। আর বিশ্ব মুসলিমের প্রতি সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে পবিত্র রমযানে তাদের জন্যও বেশি বেশি দোয়া করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, নিরীহ মানুষ হত্যা করে বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে কেউ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদ অনুসারে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্ধারিত সময়ে। এখন সবার উচিত এর মূল্যায়ন করা এবং এই খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেই জয়যাত্রায় অংশ নেয়া।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, তাক্বওয়ার উন্নত মান অর্জন করতে চাইলে বেশি বেশি কুরআন পাঠ আবশ্যক। কুরআনের অনুসরণ ও এর বুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এ যুগে মহানবীর ভালবাসায় বিভোর হবার কল্যাণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআনের সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেছেন এবং জামাতের হাতে তা তুলে দিয়েছেন, আমাদের সবার উচিত এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ সত্যিকার অর্থেই এই রমযানে আমাদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিন, আমীন।

এ মাসে অর্জিত প্রশিক্ষণ সারা বছর ধরে রাখতে হবে। খোদার নৈকট্য লাভের বাসনায় শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন আর তাদের পরিণাম শুভ হয়।

গাম্বিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় আহমদীয়া জামা'তের কুরআন প্রদর্শনী

প্রতিবছর কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গাম্বিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এতে বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করেন। আর এসব দেশের মধ্যে আফ্রিকা ছাড়াও এশিয়া হতে পাকিস্তান, ভারতসহ অন্যান্য দেশ অংশ গ্রহণ করে। আর এ উপলক্ষে প্রতিবছর আহমদীয়া জামা'ত, গাম্বিয়া কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এবছরও ১লা মার্চ হতে ১৬মার্চ পর্যন্ত কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, এবছর মেলায় ১২টি দেশের ২৬০টির অধিক স্টল খোলা হয়েছিল। এই মেলার উদ্বোধন করেন দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আয়শা নাজাই সীডী সাহেবা। এরপর তিনি বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

আহমদীয়া জামা'তের উদ্যোগে ৭০টির অধিক ভাষায় অনুদিত কুরআন প্রদর্শনী মেলায় আগত সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। গাম্বিয়ার স্থানীয় ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ক্রয় করে। অনুরূপভাবে হুযূর (আই.)-এর পুস্তক World Crises and pathway to peace বইটির প্রতিও মানুষের গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই আবার ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রকাশিত জামা'তের বই-পুস্তক ক্রয় করেন। এছাড়া জামা'তের অন্যান্য বই-পুস্তক, খলীফাদের বিভিন্ন দেশ সফরের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র দ্বারা সুন্দরভাবে স্টলটি সাজানো হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হুযূরের বিভিন্ন ছবিও প্রদর্শন করা হয়। এসব ছবি দেখে অনেকেই বলেন, এরূপ জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে আমরা টিভির পর্দায় অনেকবার দেখেছি। প্রদর্শনী চলাকালে একটি ইন্টারনেট চ্যানেল সরাসরি একটি সাক্ষাতকার সম্প্রচার করে এবং আমাদের প্রদর্শনীর পুরো বিবরণও তুলে ধরে। প্রায় ২০হাজার দর্শনার্থী এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন আর এদের মধ্যে মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনুসারীও ছিলেন। এসময় 'এমটিএ'র মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইউকের ৪৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য গত শুক্রবার ২০ জুন থেকে ২২ জুন রবিবার পর্যন্ত তাদের ৪৩তম বার্ষিক ইজতেমা পালন করেছে। ত্রি-দিবসীয় এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন ইউকের সমস্ত মজলিসকে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে পুনরায় সমবেত করেছিল। ইসলামাবাদ এলাকাটি ১৯৮৫ সালে মূলত ইউকের জলসার জন্য ক্রয় করা হয়েছিল।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন হয়। যা এমটিএর মাধ্যমে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদ থেকে ইজতেমা স্থলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইউকে জামা'তের আমীর রফিক আহমদ হায়াত সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমা আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন খেলাধূলা ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় সব বয়সের যুবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিগত বছরের ইজতেমায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পরামর্শ অনুযায়ী এ বছর ইজতেমায় অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। যেমন- আবিস্কারভিত্তিক এলাকা, খেলাধূলার এলাকা এবং একটি ২৪ ঘন্টা ব্যাপী লাইব্রেরি।

ইজতেমার মূল আকর্ষণ ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ৩দিন ইসলামাবাদে অবস্থান, ৫ ওয়াক্ত নামাযে তাঁর ইমামতি ও বিভিন্ন আয়োজনে তাঁর সরব উপস্থিতি।

শনিবার পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় হুযূর মজলিসের পতাকা উত্তোলন করেন ও পরে দোয়া করান। শনিবার সন্ধ্যার বিশেষ নৈশভোজে শ্রদ্ধেয় হুযূর ও আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৪০০০ অংশগ্রহণকারী হুযূরের সাথে এই চমৎকার নৈশভোজ উপভোগ করেন।

শেষদিনে পবিত্র খলীফার উপস্থিতি ইজতেমার আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে। সমাপনী অধিবেশন টিলফোর্ডের ইসলামাবাদ থেকে 'এমটিএ' র মাধ্যমে সরাসরি বিশ্বময় সম্প্রচার করা হয়। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এরপর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের সদর মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ ইজতেমার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। সদর সাহেব ৩ দিনের উপস্থিতি ঘোষণা করেন ৪,৭০০ এবং শেষ অধিবেশনের উপস্থিতি ছিল ৫০০০ এরও বেশি।

শ্রদ্ধেয় হুযূর বিভিন্ন ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সর্বোত্তম রিজিওন হিসেবে 'আল্‌মে ইনামি'র সম্মান অর্জন করে বাইতুল ফুতুহ রিজিওন।

হুযূর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং জামা'তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদাহরণ তুলে ধরেন। হুযূর (আই.)-এর পরিচালনায় নীরব দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেনিনের উদ্যোগে 'বাসীলাহ্' শহরে কুরআন প্রদর্শনী

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে গত ১৭ থেকে ১৯শে মে, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেনিনের উদ্যোগে 'বাসীলাহ্' শহরে একটি কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এটি বাসীলাহ্ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ, কোতোনো হতে বুর্কিনাফাঁসো যাবার পথে প্রধান সড়কের ওপর আয়োজন করা হয়। আমীর সাহেব সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে স্টল পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন দেখে অতিথিবৃন্দ জামা'তের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পবিত্র কুরআনের সেবায় জামা'তের অনবদ্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। অতিথিগণ নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুদিত জামাতের বই-পুস্তক ক্রয় করেন। প্রায় তিন সহস্রাধিক দর্শনার্থী এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং তাদেরকে জামা'তের পরিচিতি মূলক লিফলেট এ সময় বিতরণ করা হয় বলে জানা গেছে। 'বাসীলাহ্'র স্থানীয় রেডিও চ্যানেল Kouffe এই প্রদর্শনীর সংবাদ প্রচার করেছে। এবং ১৭ই মে সন্ধ্যায় ফ্রেঞ্চ ভাষায় এবং ১৮ই মে সকালে অত্রাঞ্চলের সবক'টি ভাষায় এই প্রদর্শনী সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রচার করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

মসরূর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৪-এর ট্রফির যৌথ-অংশীদার কানাডা ও ইংল্যা

বার্ষিক টুর্নামেন্টের সমাপণী অধিবেশনে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

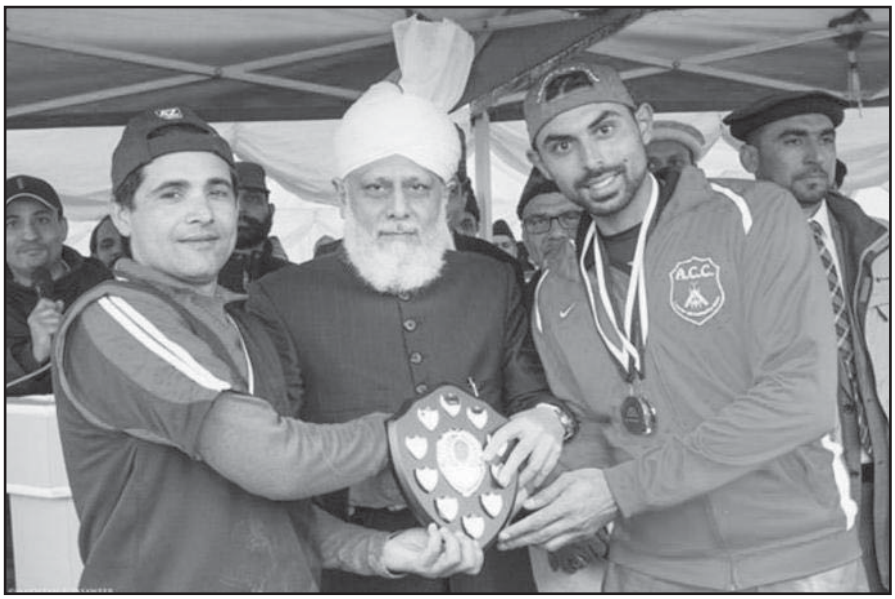

দক্ষিণ পূর্ব লন্ডনের এ্যাবে রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে বিগত ২ বছরের চ্যাম্পিয়ন কানাডা ও ইংল্যান্ডের ফাইনালের মধ্য দিয়ে গত ২৪শে মে, ২০১৪ তারিখে শেষ হলো ৪ দিবসীয় মসরূর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

টুর্নামেন্টের মূল আকর্ষণ ছিল ফাইনালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতি।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে টি-২০ ম্যাচটি সংক্ষিপ্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য চৌদ্দ ওভার নির্ধারণ করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে তিনবারের বিজয়ী সফরকারী দল প্রথমে বোলিং করেন। অসাধারণ ফিল্ডিং নৈপুণ্য ও কঠিন কিছু ক্যাচ লুফে নেওয়ার মাধ্যমে তারা স্বাগতিকদেরকে ৯ উইকেটে ৮৪ রানে বেঁধে ফেলেন। খেলার শুরুতে অনেক ইংলিশ ভক্ত দলের অপ্রতিযোগিতামূলক খেলার কারণে হতাশ হয়ে পড়লেও কানাডার ২২ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর তারা আশাবাদী হয়ে উঠেন।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কানাডিয়ানরা তাদের লড়াই চালিয়ে যান এবং শেষ ওভারে ১২ রান সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইংলিশদের দেওয়া লক্ষ্য পূরণের জন্য ১ রান বাকি থাকতেই সফরকারী দল ওভার শেষ করেন।

কানাডিয়ানদের হতাশা মুহূর্তের মধ্যেই মুছে যায় যখন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ঘোষণা করেন যে, অতিবৃষ্টির ফলে কানাডিয়ানরা অসুবিধায় সম্মুখীন হয় তাই কানাডা ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে এই ট্রফির অংশীদার হবে। এরপর খলীফাতুল মসীহ্ বিজয়ী দলনেতাদের হাতে ট্রফি তুলে দেন। গত বছর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর কানাডা সফর ও টুর্নামেন্ট একই সময়ে হওয়ায় কানাডা তাদের ট্রফি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এভাবেই খলীফাতুল মসীহ্‌র সিদ্ধান্তক্রমে কানাডা ও যুক্তরাজ্য উভয় দলই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

দলগত পুরস্কারের ক্ষেত্রে বৃষ্টি বিঘ্নিত ১৫ ওভার ম্যাচে ২৪৩ রানের রেকর্ড গড়ে *ওমায়ের একাদশ* অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। দলের অল-রাউন্ডার মির্যা লায়েক *ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের* এর পুরস্কার লাভ করেন।

মসরূর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট: তথ্য সমগ্র

* লন্ডনে অনুষ্ঠিত সারা বিশ্বের আহমদী মুসলমানদের কয়েকটি দল নিয়ে সংঘটিত বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযেগিতা।

* এ বছর ১২টি দেশের ২০টি দল ৪ দিন ব্যপী এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে, যা ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

* প্রতিষ্ঠা বছর ২০০৯ থেকে বিজয়ী দল কানাডা, জার্মানী, কানাডা, কানাডা এবং যুক্তরাজ্য।

- অনুবাদ : আমাতুল হাই রুবাবা, বাংলাদেশ তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাম্বিয়ার ৩৮তম বার্ষিক জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাম্বিয়ার ৩৮তম বার্ষিক জলসা গত ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় যোগদানের জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকা, রেডিও ও টিভিতে বিজ্ঞাপন আকারে তা প্রকাশ করা হয়।

দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আয়শা নাজাই সীডী সাহেবাকে জলসায় যোগদানের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। ১১ এপ্রিল মধ্যাহ্ন অধিবেশনের পূর্বে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে মোহতরম আমীর সাহেব জামা'তের এবং লোয়ের রিভার রিজিওনের গভর্ণর মহোদয় Mr. Salif Pouya জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

আমীর সাহেব তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ব সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুপম শিক্ষার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। এ অধিবেশনে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

জলসার দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন তরবিয়তী বিষয়ে জামা'তের চিন্তাবিদগণ বক্তব্য প্রদান করেন। শনিবার সন্ধ্যায় জলসার সমাপনী অধিবেশ আরম্ভ হয় এবং সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি জলসা সমাপ্ত হয়। প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে জলসার সংবাদ প্রচার করে। দু'টি রেডিও চ্যানেল জলসার অনুষ্ঠানাদি সরাসরি সম্প্রচার করে বলে জানা গেছে। আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় এবছর আহমদী ও অতিথিসহ জলসার সর্বমোট উপস্থিতি ছিল ৭৫০০।

ঈদ মুবারক

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়ানার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে জামা'তের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবের সৌজন্য সাক্ষাত

গত ১৬ই এপ্রিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়ানার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সরকারী অফিসে এক সৌজন্য সাক্ষাত করেন জামাতের মুবাল্লিগ ইনচার্জ মোহতরম এহসান উল্লাহ্ মঙ্গট সাহেব। এ সময় জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব মন্ত্রী মহোদয়কে জলসায় যোগদানের জন্য এবং যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা উপলক্ষে বাণী প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়া মোহতরম ফয়েয আহমদ জাফর সাহেব তাকে World Crisis and pathway to peace এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) রচিত Islam's Response to contemporary Issues বই দু'টি উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এছাড়া Linden এর মুবাল্লিগ জনাব মকসুদ আহমদ মনসূরও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। Linden -এ মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা বরাদ্দ নিয়েও এ সময় আলোচনা হয়।

এছাড়া গত ২৬শে এপ্রিল গায়ানার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্যার্থে জর্জ টাউন জামা'তের সহযোগীতায় সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, গায়ানা একটি 'স্বেচ্ছায় রক্তদান'-কর্মসূচীর আয়োজন করেন। এতে জামা'তের মুবাল্লিগগণ, তাদের পরিবার-পরিজন ছাড়াও জামা'তের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাধারণ সদস্যরা রক্ত প্রদান করেন। এ সময় প্রায় ২৫ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়, আর এতে কয়েকজন অ-আহমদী বন্ধুও রক্ত প্রদান করেন। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জামাতকে ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ করে। দেশের জাতীয় পত্রিকায়ও এ সম্পর্কে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয় আর ২৮ TV চ্যানেল এ সম্পর্কে প্রায় আধঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে বলেও জানা গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্লাকটাউন প্যারেড উৎসবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচার

অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ যেখানে নানাবিধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষের সমাহার রয়েছে। সিডনি শহরের প্রাণ কেন্দ্র হতে পশ্চিমে প্রায় ৩৫ কি: মি: দূরত্বে ব্লাকটাউন শহরটি অবস্থিত আর এখানে প্রায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক বসবাস করে। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি নিউ সাউথ ওয়েল্‌স এর একটি বৃহত্তম শহর। ১৯৭৯ সালে ব্লাকটাউন পূর্ণাঙ্গ একটি শহর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আর আমাদের বায়তুল হুদা মসজিদটিও এই ব্লাকটাউন শহরেরই আওতাভুক্ত।

প্রতিবছর শীতের শুরুতেই স্থানীয় কাউন্সিল এই প্যারেড উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এ বছর গত ৩১শে মে বেলা ১১.০০ টায় প্যারেড উৎসব আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির লোকজন এই প্যারেডে অংশ গ্রহণ করেন। স্থানীয় কাউন্সিলের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কতিপয় সাংসদসহ অসংখ্য উৎসুক জনতা প্রধান সড়কের পাশে জড়ো হয়েছিল এই প্যারেড দেখার জন্য। স্থানীয় আহমাদীয়া জামা'ত 'আল সাদাকাত' ও এই দেড় কি:মি: দীর্ঘ প্যারেডে অংশগ্রহণ করে আর এতে প্রায় ২০০ জন সদস্য যোগদান করেন। সকাল ৯.০০টার মধ্যে জামা'তের সদস্যগণ প্যারেড এর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে আরম্ভ করেন। এরপর অস্ট্রেলিয়া জামা'তের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব খালেদ সাইফুল্লাহ্ খান সাহেবের নেতৃত্বে নিরব দোয়ার পর প্যারেডে যোগদান করেন। জামা'তের পক্ষ থেকে একটি উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবী দল প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য লোকজনের মাঝে জামা'তের বিভিন্ন লিফলেট, ব্যানার, ফেষ্টুন ও বেলুন বিতরণ করেন। এতে করে উপস্থিত লোকজন আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লাভে সক্ষম হন। প্যারেড চলাকালীন সময় রাস্তায় দু'জন ধারা-ভাষ্যকারও জামা'তের পরিচিতি সকলের সামনে তুলে ধরেন।

রাস্তার পাশে বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ হতে স্টল খোলা হয়েছিল। এর মধ্যে ব্লাকটাউন সিটি কাউন্সিল, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেট ও অস্ট্রেলিয়ান স্কাউট উল্লেখযোগ্য। এ সময় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াও দু'টি স্টল খোলার সুযোগ লাভ করে। লোকজন গভীর আগ্রহের সঙ্গে স্টল দু'টিতে ভিড় জমায় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে আহমাদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।

প্রকাশ থাকে যে, প্যারেড চলাকালে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে দুপরের খাবার, মিষ্টান্ন, জুস ও পানি বিতরণ করা হয়।

পবিত্র কুরআনের সেজদার দোয়া

"সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) রাতে সেজদায়ে তেলওয়াতে এই দোয়া পড়তেন, "আমার চেহারা সেজদা করল তাঁরই জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন (সেজদা করল) তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যবলে" (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে: KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

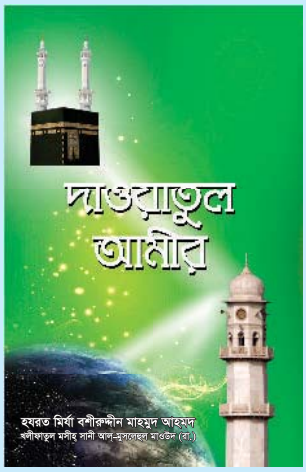

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. 77 | 2nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st July, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com